নগর সংস্করণ

রোববার

১৩ অক্টোবর ২০২৪

২৮ আশ্বিন ১৪৩১, ৯ রবিউস সানি ১৪৪৬

প্র স্বপ্ন নিয়েসহ মোট ১৬ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩৩২

সরকারি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বাড়ছে

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা বাড়ছে। এ-সংক্রান্ত পর্যালোচনা কমিটি চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা বাড়ানোর সুপারিশ করে সরকারের কাছে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। তবে বয়সসীমা কত বাড়ানোর সুপারিশ করা হয়েছে, তা দায়িত্বশীল কেউ সুনির্দিষ্ট করে বলছেন না। তবে বয়সসীমা বাড়ছে, এটা প্রায় নিশ্চিত বলে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে।

এ বিষয়ে জানতে পর্যালোচনা কমিটির কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে গতকাল শনিবার কথা বলেছে *প্রথম আলো*। তাঁরা কেউ বয়সসীমা কত করার প্রস্তাব করা হয়েছে, সেটা স্পষ্ট করে বলতে চাননি।

তবে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, চাকরিতে আবেদনের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩৫ বছর করার সুপারিশ করা হয়েছে। তবে নারীদের জন্য তা ৩৭ বছর করার পক্ষে মত দিয়েছে কমিটি।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

বিস্ফোরক ব্যাটিং ভারতের

ভারত	২০ ওভারে	২৯৭/৬
বাংলাদেশ	২০ ওভারে	১৬৪/৭

ফল : ভারত ১৩৩ রানে জয়ী।

মোহাম্মদ জুবাইর, *হায়দরাবাদ থেকে*

রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের দর্শক ধারণক্ষমতা ৫৫ হাজার। কিন্তু কাল হায়দরাবাদের বিশাল এই স্টেডিয়ামের গ্যালারি অর্ধেকও পূর্ণ হলো না। গ্যালারির অনেক আসন ফাঁকা থেকে যাওয়ার অবশ্য কারণ আছে। কাল ছিল দুর্গাপূজার দশমীর রাত। এমন দিনে কষ্ট করে মাঠে এসে ভারত-বাংলাদেশের নিয়ম রক্ষার ম্যাচ কেন দেখতে আসবেন? তবু ভারতের মাঠে ভারতের খেলা, মাঠে দর্শক আসবেই। কালও এসেছেন প্রায় সাড়ে ২৩ হাজার। যাঁরা এসেছেন, তাঁরা যে বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের সাক্ষী হলেন, সেটি মনে রাখবেন অনেক দিন। মাহমুদউল্লাহর বিদায়ী ম্যাচের আবহ ভুলিয়ে ভারত আগে ব্যাট করে তুলেছে ৬ উইকেটে ২৯৭ রান, যা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টির ইতিহাসের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। সেঞ্চুরি করেছেন সঞ্জু স্যামসন, ফিফটি পেয়েছেন অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।

দিল্লিতে আগের ম্যাচেই ৯ উইকেটে ২২১ রান করেছিল ভারত। গোয়ালিয়রে প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের ১২৭ রান ১১.৫ ওভারেই টপকে যায় ভারত। সে ম্যাচে আগে ব্যাট করলেও রানটা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

‘আরব বসন্ত’ থেকে ‘বাংলা বসন্তের’ শেখার কী আছে

মধ্যপ্রাচ্যে আরব বসন্তের পর নিচুতলার মানুষের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বাড়ালেও অর্থনৈতিক সংস্কার ছাড়া শেষমেশ শাসক-এলিটদের কর্তৃত্ব খর্ব করা যায়নি। গণ-অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের মানুষও রাজনৈতিক দুর্নীতির অতীতে ফিরতে অনিচ্ছুক। লিখেছেন **আলতাফ পারভেজ**।

বিস্তারিত : **পৃষ্ঠা ৫**

রাজধানীর তুরাগ থানা ছাত্রলীগের সহসভাপতি মুরতাফা বিন ওমর। উত্তরার আজমপুর এলাকায়। ৪ আগস্ট। ছবি : প্রথম আলো

১২৬ অস্ত্রধারী শনাক্ত, গ্রেপ্তার ১৯

আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন-গুলি

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ছাত্র-জনতার অবস্থান লক্ষ্য করে গুলির ঘটনা ঘটেছে ঢাকাসহ অন্তত ১২ জেলায়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে অস্ত্র হাতে গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে যাচ্ছেন এক যুবক। পরে নিশ্চিত হওয়া যায়, ওই যুবক ঢাকা উত্তর সিটির ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের তৎকালীন কাউন্সিলর আসিফ আহমেদ। তিনি সাবেক সেনাপ্রধান আজিজ আহমেদের ভাতিজা। গত ৪ আগস্ট রাজধানীর মোহাম্মদপুর এলাকা থেকে ভিডিওটি ধারণ করা হয়েছিল। সেদিন আসিফের নেতৃত্বে স্থানীয় আওয়ামী লীগ, যুবলীগ ও ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ছাত্র-জনতার ওপর হামলা চালিয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের ঠিক এক দিন আগে গত ৪ আগস্ট মোহাম্মদপুরে এ রকম আরেকটি ঘটনার ভিডিও ফুটেজ পাওয়া গেছে। সেদিন মোহাম্মদপুরের বছিলা সড়কেও ছাত্র-জনতার ওপর গুলি ছোড়া হয়েছিল। ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, ঢাকা উত্তরের ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের আরেকজন সাবেক কাউন্সিলর তারেকুজ্জামান ওরফে রাজীব এবং সাবেক সংসদ সদস্য জাহাঙ্গীর কবির নানকের ব্যক্তিগত সহকারী মাসুদুর রহমান ওরফে বিপ্লব আগ্নেয়াস্ত্র হাতে গুলি ছুড়তে ছুড়তে এগিয়ে যাচ্ছেন।

গত জুলাই ও আগস্টের শুরুতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ঢাকার যেসব এলাকা উত্তাল হয়ে উঠেছিল, এর মধ্যে মোহাম্মদপুর অন্যতম। এর মধ্যে ১৭-২১ জুলাই এবং ৪ আগস্ট মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড থেকে বছিলা পর্যন্ত সড়কে অবস্থানকারী ছাত্র-জনতার ওপর হামলা করা হয়েছিল। আন্দোলন দমন করতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সঙ্গে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে মোহাম্মদপুর এলাকায় দলবল নিয়ে সক্রিয় ছিলেন সাবেক দুই কাউন্সিলর আসিফ ও রাজীব এবং বিপ্লব। গত ৫ আগস্ট দুপুরের পর তাঁরা আত্মগোপনে চলে যান। এখন পর্যন্ত তাঁদের কাউকেই গ্রেপ্তার করা যায়নি।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন দমাতে এভাবে প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ছাত্র-জনতার অবস্থান লক্ষ্য করে গুলি করার ঘটনা ঘটেছে রাজধানী ঢাকাসহ অন্তত ১২ জেলায়। অন্য জেলাগুলো হলো চট্টগ্রাম, ফেনী, নারায়ণগঞ্জ, ফরিদপুর, রংপুর, জামালপুর, হবিগঞ্জ, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, সিলেট ও লক্ষ্মীপুর। এর বাইরে ঢাকা জেলার সাভার, আশুলিয়া ও কেরানীগঞ্জে ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছেন আওয়ামী লীগ এবং এর অঙ্গ ও সহযোগী

ঢাকার মোহাম্মদপুর বাসস্ট্যান্ড এলাকায় আন্দোলনকারীদের ওপর চড়াও হন ৩৩ নং ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর আসিফ। সংগৃহীত

সিলেট মহানগর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি ও সাবেক কাউন্সিলর আফতাব হোসেন খান। ৪ আগস্ট। ছবি : প্রথম আলো

অস্ত্র হাতে যুবলীগের কর্মী মো. ফিরোজ। ১৬ জুলাই চট্টগ্রাম নগরের মুরাদপুর এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

অস্ত্র হাতে চট্টগ্রাম নগর যুবলীগের কর্মী মো. তৌহিদ। গত ১৮ জুলাই নগরের বহদ্দারহাটে। ছবি : সংগৃহীত

সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা-কর্মীরা। এসব ঘটনায় ১২৬ জন অস্ত্রধারীকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন *প্রথম আলোর* সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকেরা।

ঢাকাসহ দেশের ১২টি জেলায় যে ১২৬ জন অস্ত্রধারীকে শনাক্ত করা গেছে, তার মধ্যে এখন পর্যন্ত মাত্র ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে *প্রথম আলোর* সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদকেরা নিশ্চিত হয়েছেন। এর মধ্যে চট্টগ্রামে শনাক্ত হওয়া ১০ জন অস্ত্রধারীর মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তিনজনকে। ফেনীতে শনাক্ত হওয়া ৩৩ জন অস্ত্রধারীর মধ্যে ১ জনকে, কেরানীগঞ্জে ৪ জনের মধ্যে ১ জনকে এবং সিরাজগঞ্জে ২ জনের মধ্যে ১ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সব মিলিয়ে ৬ জনের মধ্যে ৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাকি ২ জনকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। অবশ্য অস্ত্রধারীদের সঙ্গে হামলায় অংশ নেওয়া বেশ কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে ঢাকা মহানগর পুলিশ।

র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মুনীম ফেরদৌস গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় *প্রথম আলোকে* বলেন, ছাত্র-জনতার ওপর আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলায় জড়িত ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। এরই মধ্যে দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে অন্তত ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, যাঁরা

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

সাধন চন্দ্র মজুমদারই ছিলেন শেষ কথা

আওয়ামী গডফাদার ১১

স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ইউনিয়ন থেকে জেলা পর্যন্ত করেছেন মনোনয়ন-বাণিজ্য। ক্যাডার বাহিনী দিয়ে অপরাধজগৎ নিয়ন্ত্রণে রাখতেন তিনি।

ওমর ফারুক, *নওগাঁ*

একসময় এলাকায় সজ্জন হিসেবে পরিচিত ছিলেন সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার। ২০১৪ সালে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হওয়ার পর বেপরোয়া হয়ে ওঠেন তিনি। দলে ও সরকারি কাজে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করেন। আত্মীয়স্বজন ও অনুগত ব্যক্তিদের পদ দিয়ে নেতা বানান। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ইউনিয়ন থেকে জেলা পর্যন্ত করেছেন মনোনয়ন-বাণিজ্য। ক্যাডার বাহিনী দিয়ে সরকারি কাজের দরপত্র নিয়ন্ত্রণ, পুকুর ও জমি দখল, চাঁদাবাজিসহ জেলার অপরাধজগৎ নিয়ন্ত্রণে রাখতেন তিনি।

নওগাঁ-১ (নিয়ামতপুর-পোরশা-সাপাহার) আসন থেকে টানা তিনবার সংসদ সদস্য হওয়ার পর ২০১৯ সালে খাদ্যমন্ত্রী হন সাধন মজুমদার। ২০২৪ সালে দ্বিতীয় দফায় খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব পান। মন্ত্রিত্বের সাড়ে পাঁচ বছরে ধান-চালের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন সিন্ডিকেট।

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে আত্মগোপনে চলে যান সাধন চন্দ্র মজুমদার। ৯ অক্টোবর রাতে রাজধানীর বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে গ্রেপ্তার হন তিনি। কিন্তু সাধনের ক্যাডাররা ধরা না পড়ায় তাঁর অপকর্ম নিয়ে এখনো মুখ খুলতে ভয় পান এলাকাবাসী।

দলে প্রতিষ্ঠা করেন ‘সাধন-লীগ’

স্বাধীনতার পর নওগাঁয় আওয়ামী লীগের রাজনীতি চলত দলের সাবেক কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক আব্দুল জলিলকে ঘিরে। বর্ষীয়ান এই রাজনীতিবিদের হাত ধরে রাজনীতিতে আসেন সাধন চন্দ্র মজুমদার। ধীরে ধীরে দলে শক্ত ভিত তৈরি করেন। আব্দুল জলিলের মৃত্যুর পর ২০১৪ সালে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

দাদনের ফাঁদে ইলিশ

জলবায়ু পরিবর্তন
প্রথম আলোর অনুসন্ধান ২

প্রথম আলো ডেস্ক

- আড়তদার, পাইকার, ট্রলারমালিক, জেলে-মাঝি সবাই দাদনে বাঁধা।
- ৫ হাতবদলে দাম বাড়ে ৫ দফা।
- কারবারিরা মুনাফা লোটেন, ঠকেন শুধু জেলে আর জনগণ।

বরেণ্য লেখক সৈয়দ মুজতবা আলীর বিভিন্ন লেখায় ঘুরেফিরে এসেছে বাংলার ইলিশের অতুলনীয় স্বাদ। ‘আড্ডা’ নামের এক প্রবন্ধে তিনি বেহেশতি খাবারের প্রসঙ্গ তুলে ইলিশকে ‘অমৃত’র আসনে বসিয়েছেন। একবার এক পাঞ্জাবি অধ্যাপকের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে সৈয়দ মুজতবা আলী জোরগলায় বলেন, ‘পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খাবার হলো সরু চালের ভাত আর ইলিশ’; কিন্তু পাঞ্জাবি সেটা মানতে নারাজ। তাঁর মতে, বিরিয়ানিই শ্রেষ্ঠ। এ নিয়ে মুজতবা আলী এমন খেপলেন যে ওই অধ্যাপকের সঙ্গে সপ্তাহখানেক আর কথাই বললেন না।

আজ যদি মুজতবা আলী বেঁচে থাকতেন, ইলিশের মহিমা প্রচারের আগে হয়তো এর দাম নিয়ে দশবার ভাবতেন। ভরা মৌসুমেই এখন ইলিশের বাজারে আগুন। সাধারণ মানুষের নাগাল শুধু না, ভাবনারও বাইরে চলে গেছে ইলিশ। কীভাবে হলো এ অবস্থা? এই তো ২০২০-২১ সালে করোনা মহামারির সময় ঢাকার ফুটপাতে পদ্মা-মেঘনার ইলিশ বিক্রি হতে দেখা গেছে। দামও ছিল তুলনামূলক সস্তা; কিন্তু এখন কেন ইলিশের হাহাকার? দামে আগুন? এটা কি শুধুই ভারতে রপ্তানির অজুহাতে? নাকি আগে থেকেই ঘটে আসা অন্য কোনো ঘটনা?

প্রশ্নগুলো মাথায় নিয়ে ইলিশের অতি মূল্যের বিষয়টা তলিয়ে দেখতে অনুসন্ধানে নামে *প্রথম আলো*। একদিকে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ইলিশের প্রজনন ও উৎপাদন; অন্যদিকে বহুদিন ধরে চলে আসছে নদী দখল-দূষণ আর ইলিশ কারবারিদের অপতৎপরতা। নিষিদ্ধ মৌসুমে ডিমওয়ালা মা ইলিশ ধরা ও নিষিদ্ধ জালে পোনা-জাটকা শিকার চলে সারা বছর। সব মিলিয়ে ইলিশের দেশে এখন লেগেছে আকাল। জেলেদের জালে মিলছে না ইলিশ। যাও-বা মেলে, তা নিয়ে শুরু হয় অতি মুনাফালোভী ব্যবসায়ীদের কাড়াকাড়ি আর কারসাজি। দাদন চক্র জিম্মি করে রেখেছে বাঙালির সাধের ইলিশকে।

প্রথম আলোর অনুসন্ধানে এই দাদন চক্রের অন্তত পাঁচটি ফাঁদের সন্ধান মিলেছে, যেখানে ওত পেতে থাকেন পাঁচ ধরনের কারবারি। তাঁরা প্রত্যেকে একই সঙ্গে ইলিশের ক্রেতা ও বিক্রেতা; এবং তাঁদের মধ্যে মাঝখানের তিনজন আবার দাদনের (ঋণের আঞ্চলিক নাম) জালে বাঁধা। যে যাঁকে দাদন দিয়েছেন, তিনি শুধু তাঁর হাতেই ইলিশ তুলে দিতে বাধ্য; বাজার যাচাইয়ের কোনো সুযোগ নেই কারও। এই অদ্ভুত বাজারব্যবস্থার মধ্যে পড়েই দফায় দফায় দাম চড়ে ইলিশের।

অনুসন্ধানের এক পর্যায়ে আমরা দেখতে পাই, একদল জেলে জীবন বাজি রেখে ৯-১০ দিন সাগরে ভেসে যে মাছ ধরে আনলেন, তা বিক্রি হলো ছয় লাখ টাকায়। পরে দাদন চক্রের মারপ্যাঁচে দেখা গেল, ওই পাঁচ ধাপের কারবারি প্রত্যেকেই কমবেশি অতি মুনাফা করলেন; অথচ মাছশিকারি জেলেরা মাথাপিছু ৫৭১.৪২ টাকার দেনা নিয়ে বাড়ি ফিরে গেলেন।

অনুসন্ধানে আরও একটি দিক উঠে এসেছে। তা হচ্ছে, আমাদের জাতীয় মাছ ইলিশের বাজার ব্যবস্থাপনার বিষয়ে সুস্পষ্ট আইনি নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও তা মানা হয় না। ফলে বাঙালির জীবনের গোটা ইলিশ পর্বটাই জিম্মি হয়ে পড়েছে ওই দাদন চক্রের কাছে। আমরা দেখেছি, দামের নাটাই ধরে আছেন ইলিশ কারবারের সব থেকে বড় পুঁজিপতিরা, যাঁদের বলা হয় ‘বড় আড়তদার’। এঁদের অবস্থান রাজধানীসহ অন্যান্য মহানগরে।

প্রথম আলোর এই অনুসন্ধানে দেশের ইলিশ-অধ্যুষিত এলাকাগুলোর চারজন প্রতিনিধি ও প্রতিবেদক কাজ করেছেন। তাঁরা নদ-নদী-সাগর-মোহনা; ইলিশের অভয়াশ্রম, ইলিশঘাট, বাণিজ্যকেন্দ্র এবং খুচরা

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

কমলা হ্যারিসের জয়ের অনিশ্চয়তা বাড়ছে

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

নির্বাচনে কমলার প্রবেশের পর যে প্রবল আশাবাদের সঞ্চার হয়েছিল, তা এখন কার্যত এক জায়গায় এসে ঠেকে রয়েছে।

হাসান ফেরদৌস, *নিউইয়র্ক থেকে*

কমলা হ্যারিস

ডোনাল্ড ট্রাম্প

কাগজে-কলমে দেশজুড়ে কমলা হ্যারিস রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের তুলনায় কমবেশি ২ পয়েন্টে এগিয়ে। এমনকি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত সাতটি ‘ব্যাটল গ্রাউন্ড’ অঙ্গরাজ্যের চারটিতে খুব সামান্য ব্যবধানে হলেও এগিয়ে কমলা। তারপরও নভেম্বরের নির্বাচনে তাঁর বিজয়ের সম্ভাবনা নিয়ে সন্দেহ যাচ্ছে না।

এ কথা বলার প্রধান কারণ, নির্বাচনে কমলা হ্যারিসের প্রবেশের পর ডেমোক্রেটিক পার্টির সমর্থকদের মধ্যে যে প্রবল আশাবাদের সঞ্চার হয়েছিল, তা এখন কার্যত এক জায়গায় এসে ঠেকে রয়েছে। বিশেষজ্ঞেরা বলছেন, কমলার পক্ষে অতিরিক্ত সমর্থন আদায়ের জায়গা হয়তো আর নেই বা থাকলেও অতি সামান্য। বর্তমানে জনমত জরিপের এ ফলাফল মার্জিন অব এরর বা ত্রুটির সীমার ভেতর। অর্থাৎ এই জরিপ সত্য হলে কমলা জিততেও পারেন, আবার পরাস্ত হতেও পারেন। আগামী ৫ নভেম্বর হবে সেই পরীক্ষা।

ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল-এ প্রকাশিত গত শুক্রবারের জরিপ অনুসারে জাতীয় পর্যায়ে এগিয়ে থাকলেও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটল গ্রাউন্ড অঙ্গরাজ্যগুলোয় কমলার অবস্থা কার্যত অপরিবর্তিত। বিজয় নিশ্চিত করতে তাঁকে নিদেনপক্ষে পেনসিলভানিয়া, মিশিগান ও উইসকনসিনে কমবেশি যেমন ব্যবধানেই হোক, জিততে হবে। সে ব্যাপারে সন্দেহ জাগছে।

উদাহরণ হিসেবে মিশিগানের কথা ভাবা যাক। *ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল*-এর শুক্রবারের জরিপে এই অঙ্গরাজ্যে কমলা ৪৭: ৪৫ ব্যবধানে এগিয়ে আছেন। গত আগস্ট থেকে এ অবস্থা কার্যত অপরিবর্তিত।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

» স্বাস্থ্যগত তথ্য প্রকাশ কমলার, চাপ বাড়াচ্ছেন ট্রাম্পের ওপর পৃষ্ঠা ১৩

শারদীয় দুর্গাপূজার নবমীর দিনে দেবী দুর্গার সামনে প্রার্থনা করছেন ভক্তরা। গতকাল রাজধানীর রমনা কালীমন্দিরে। ছবি : শুভ্র কান্তি দাশ

আজ প্রতিমা বিসর্জন, মণ্ডপগুলোয় বিদায়ের সুর

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শারদীয় দুর্গোৎসবের শেষ দিন আজ রোববার প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হবে। মণ্ডপে মণ্ডপে ভক্তরা আজ দেবী দুর্গাকে সিঁদুর দেওয়ার মাধ্যমে সিঁদুর খেলা করবেন। পরে আরতি, শোভাযাত্রাসহ অন্যান্য আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হবে।

এর আগে তিথির কারণে গতকাল শনিবার একই দিনে মহানবমী ও বিজয়া দশমীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। গতকাল সকাল ৬টা ১২ মিনিটের মধ্যে প্রথমে মহানবমীর কল্পারম্ভ ও বিহিত পূজা হয়। ওই পূজা শেষেই দশমীর লগ্ন হওয়ায় সকাল ৮টা ২৬ মিনিটের মধ্যে করা হয় বিজয়া দশমী বিহিত পূজা ও দেবীর দর্পণ বিসর্জন। তবে গতকাল নবমীর দিন হওয়ায় আজ প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হবে।

রাজধানীর খামারবাড়িতে সনাতন সমাজকল্যাণ সংঘ পূজামণ্ডপের পুরোহিত অবিনাশ চন্দ্র চক্রবর্তী *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘তিথি অনুযায়ী, মহানবমী ও বিজয়া দশমীর লগ্ন একই দিনে হওয়ায় আজই (গতকাল) এই দুটি পূজা হয়েছে। শাস্ত্রমতে, দেবীর দর্পণ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজা শেষ হয়েছে। মা বিদায় নিয়েছেন।’

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

» আরও ছবি ও খবর পৃষ্ঠা ৬

আজকের আবহাওয়া
রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি হতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ৩৪ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৫টা ৫৫ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : মোংলা ও খেপুপাড়ায় ৩৫.৫° সে.
সর্বনিম্ন : তেঁতুলিয়ায় ২৩.৪° সেলসিয়াস

নামাজের সূচি

ফজর	৪:৪১	মাগরিব	৫:৩৮
জোহর	১১:৪৯	এশা	৬:৫২
আসর	৩:৫৭	কাল ফজর	৪:৪১

তারেক রহমানের বিবৃতি

হিন্দুধর্মাবলম্বীদের দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

শারদীয় দুর্গাপূজা ও বিজয়া দশমী উপলক্ষে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশে দুর্গাপূজা সব সময় উৎসবমুখর পরিবেশে উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে। আর উৎসব হচ্ছে অন্ধকারে গহন থেকে আলোকের উদ্ভাসন। উৎসব যে ধর্মেরই হোক, উৎসবের প্রাঙ্গণ সব মানুষের জন্য উন্মুক্ত। উৎসবের প্রাঙ্গণের দরজা কখনোই বন্ধ থাকে না।

দুর্গাপূজা ও বিজয়া দশমী উপলক্ষে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের সুখ-শান্তি ও কল্যাণ কামনা করে গতকাল শনিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তারেক রহমান এ কথা বলেন। এ উপলক্ষে দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরও পৃথক বিবৃতি দিয়েছেন।

বিবৃতিতে তারেক রহমান বলেন, 'দুর্গাপূজার অন্তর্নিহিত বাণীই হচ্ছে হিংসা, লোভ ও ক্রোধরূপী অসুরকে বিনাশ করে সমাজে স্বর্গীয় শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, যেখানে মানবিক সাম্য ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে। উৎপীড়ন ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার মধ্য দিয়ে যারা সমাজকে, মানবসভ্যতাকে ধ্বংস করে কুশাসন প্রতিষ্ঠিত করতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠাই এই উপাসনার অন্তর্নিহিত তাগিদ।'

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বলেন, সেই বাণীকে আত্মস্থ করেই দুর্গাপূজার উৎসবের আনন্দকে সবাই মিলে ভাগ করে নিতে হবে।

সরকারি চাকরিতে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পর্যালোচনা কমিটির দুজন সদস্য বলেছেন, চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমার বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসবে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে। এ জন্য কমিটির সবাই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তাঁরা এ বিষয়ে গণমাধ্যমে কিছু বলবেন না।

বর্তমানে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সাধারণ বয়স ৩০ বছর। তবে মুক্তিযোদ্ধার সন্তান কোটায় আবেদনের সর্বোচ্চ বয়সসীমা ৩২ বছর। চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমা ৩৫ বছর করার দাবিতে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন করে আসছেন একদল চাকরিপ্রত্যাশী। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে দেশে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর কয়েক দফায় কর্মসূচি পালন করেছেন তাঁরা।

আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে চাকরিতে প্রবেশের বয়সসীমার বিষয়টি পর্যালোচনায় একটি কমিটি গঠন করে সরকার। এই কমিটির প্রধান করা হয়ে সাবেক সচিব আবদুল মুয়ীদ চৌধুরীকে, যিনি জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান। কমিটির সদস্যসচিব জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জ্যেষ্ঠ সচিব। কমিটিতে আরও তিনজন সদস্য আছেন।

জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় সূত্র জানিয়েছে, বয়স বৃদ্ধির দাবিতে যাঁরা আন্দোলন করছেন, তাঁদের সঙ্গে ২ অক্টোবর বসেছিল কমিটি। সেদিন কমিটির প্রধান আবদুল মুয়ীদ চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেছিলেন, সেশনজট, করোনাসহ বিভিন্ন কারণে চাকরিতে প্রবেশের বিদ্যমান বয়স বাড়ানো উচিত।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে শুভেচ্ছা স্মারক উপহার দেয় মহানগর সর্বজনীন পূজা কমিটি। গতকাল ঢাকেশ্বরী মন্দিরে। ছবি : পিআইডি

এবারের দুর্গাপূজা আনন্দ উৎসবে পরিণত হয়েছে

প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছেন, এবারের দুর্গাপূজা বিশেষ আনন্দ উৎসবে পরিণত হয়েছে। এবার পূজায় চার দিনের ছুটিতে সবাই খুব আনন্দিত। দুর্গাপূজা আর ছুটি মিলিয়ে সারা দেশে আনন্দের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে। শুধু সনাতন ধর্মাবলম্বীরাই নন, সব ধর্মের মানুষ আনন্দ করছে। গতকাল শনিবার রাজধানীতে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির পরিদর্শন করে তিনি এ কথাগুলো বলেন।

প্রধান উপদেষ্টা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উদ্দেশে বলেন, 'আপনারা সত্যিকার অর্থে নতুন বাংলাদেশের জন্য তৈরি হোন। এটার পেছনে থাকুন। নির্ভয়ে, উচ্চকণ্ঠে বলবেন এটা আমরা চাই। এই সুযোগ আমাদের। এই সুযোগ গ্রহণ করুন এবং এটা প্রতিষ্ঠিত করুন। প্রতিষ্ঠিত করার এই সুযোগ। যেন আমরা যেকোনো সময়, যেকোনো জায়গায় দুর্গাপূজা যেমন ইচ্ছা তেমন করব। বিশেষ সেবা পাওয়ার জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে না।'

ড. ইউনূস আরও বলেন, 'আপনাদের ছেলেরা-আপনাদের মেয়েরা যেন পূর্ণ অধিকার নিয়ে রাস্তাঘাটে চলতে পারে। মানুষের সঙ্গে কথা বলতে পারে। যেকোনো অনুষ্ঠানে যেতে পারে। অন্য যেকোনো নাগরিকের ছেলেমেয়ে যে অধিকার পায়, আপনাদের ছেলেমেয়ে সে অধিকার পাবে।'

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা এমন একটা দিন কাটিয়ে এসেছি, যখন আপনাদের ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তা ছিল না। ঘর থেকে বের হয়ে গেছে। ঘরে ফিরবে কি ফিরবে না। স্বাভাবিকভাবে ফিরবে তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। মুসলমানের ছেলেমেয়ে যখন বের হয়, তখন তারও নিশ্চয়তা ছিল না। আমরা ওই রকম সমাজটা চাচ্ছি না। সবার ছেলেমেয়ে, সমান আত্মবিশ্বাস নিয়ে, সগৌরবে সারা দেশে ঘুরে বেড়াবে। নিজের কাজকর্ম করবে। এ দেশ নিয়ে স্বপ্ন দেখবে। সেই স্বপ্নের পেছনে তারা নিজেদের নিয়োজিত করবে। সেই বাংলাদেশ চাই।'

ড. ইউনূস আরও বলেন, 'ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের কারণে আমরা এমন এক সমাজ থেকে বের হয়ে এসেছি। যেখানে সমস্ত অধিকার ছিল ছোট্ট একটা গোষ্ঠীর কাছে। বাকি মানুষের কোনো অধিকার ছিল না। আমরা সবাই অধিকারবঞ্চিত ছিলাম। এই অভ্যুত্থান হঠাৎ করে তাদের থেকে দেশকে মুক্ত করেছে। এখন এই অধিকার আমাদের সবার কাছে আসতে হবে।'

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে অংশীদারত্বকে গুরুত্ব দেয়

পররাষ্ট্রসচিবের সঙ্গে বৈঠকে আজরা

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

মো. জসীম উদ্দিন
আজরা জেয়া

ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক গুরুত্বের সঙ্গেই বিবেচনা করে যুক্তরাষ্ট্র। গত শুক্রবার ওয়াশিংটনে পররাষ্ট্রসচিব মো. জসীম উদ্দিনের সঙ্গে বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের বেসামরিক নিরাপত্তা, গণতন্ত্র ও মানবাধিকারবিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি আজরা জেয়া এ মন্তব্য করেন।

শুক্রবার দুপুরে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরে আজরা জেয়ার সঙ্গে বৈঠক করেন জসীম উদ্দিন। বৈঠকের পর আজরা জেয়া তাঁর এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে লিখেছেন, পররাষ্ট্রসচিব জসীম উদ্দিনের সঙ্গে মানবিক সহায়তা, জবাবদিহি ও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গুরুত্ব এবং শ্রম অধিকারে সমর্থনের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। ভারত-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশের ভূমিকাকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে যুক্তরাষ্ট্র। এ ছাড়া রোহিঙ্গা সংকটের নেতৃত্বদানকারী অংশীদার হিসেবে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের জোরালো সহযোগিতা রয়েছে। বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগকারী হিসেবে শীর্ষে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।

পূজামণ্ডপে 'পেট্রলবোমা' নিক্ষেপের ঘটনায় গ্রেপ্তার নেই, মামলাও হয়নি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর তাঁতীবাজারে পূজামণ্ডপে 'পেট্রলবোমা' নিক্ষেপের ঘটনায় জড়িত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। গতকাল শনিবার রাতে এ প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত থানায় কোনো মামলাও হয়নি। এদিকে হামলাকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে তাঁতীবাজার এলাকায় বিক্ষোভ হয়েছে।

স্থানীয় সূত্র জানায়, পূজামণ্ডপে পেট্রলবোমা নিক্ষেপের প্রতিবাদে গতকাল বেলা তিনটার পর হিন্দু সম্প্রদায়ের দুই শতাধিক ব্যক্তি তাঁতীবাজার পূজামণ্ডপের সামনে থেকে মিছিল শুরু করেন। রাত সাতটা পর্যন্ত আশপাশের বিভিন্ন সড়কে মিছিল করা হয়। এতে পুরান ঢাকার রায়সাহেব বাজার ও সদরঘাটে তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়।

কোতোয়ালি থানার ওসি এনামুল হক খান গতকাল সন্ধ্যায় বলেন, পূজামণ্ডপে পেট্রলবোমা নিক্ষেপের ঘটনায় জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি চেয়ে স্থানীয় লোকজন মিছিল করেছেন বলে জানতে পেরেছেন। তিনি জানান, তাঁতীবাজার পূজা কমিটির পক্ষ থেকে থানায় লিখিতভাবে জানানো হয়েছে, পূজামণ্ডপে হামলার ঘটনায় আজ রোববার তাঁরা মামলা করবেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের সর্বোচ্চ চেষ্টা চলছে।

পুলিশ সূত্র জানায়, ঘটনার সময় ছিনতাইকারী অভিযোগে আটক তিনজনের বিরুদ্ধে পুলিশ বাদী হয়ে মামলা করেছে

মণ্ডপে 'পেট্রলবোমা' নিক্ষেপ ও মুকুট চুরিতে ভারতের উদ্বেগ

কূটনৈতিক প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকার তাঁতীবাজারে পূজামণ্ডপে 'পেট্রলবোমা' নিক্ষেপ ও সাতক্ষীরার যশোরেশ্বরী কালীমন্দিরের প্রতিমার সোনার মুকুট চুরির ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ভারত।

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গতকাল শনিবার এক বিবৃতিতে এই উদ্বেগ প্রকাশ করে। ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সোয়াল তাঁর এক্স হ্যান্ডলে এই বিবৃতি প্রচার করেছেন।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'আমরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে তাঁতীবাজারে পূজামণ্ডপে হামলা এবং সাতক্ষীরার যশোরেশ্বরী কালীমন্দিরের চুরির ঘটনা লক্ষ করেছি। এসব ঘটনা নিন্দনীয়। এই ঘটনাগুলো মন্দির এবং দেবতাদের পবিত্রতা ক্ষুণ্ণ করার একটি পরিকল্পিত প্রবণতা, যা আমরা কয়েক দিন ধরে লক্ষ করছি।'

আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত

ভারতকে বাংলাদেশের জন্য হুমকি হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে

পিটিআই

বাংলাদেশের জন্য ভারতকে হুমকি হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ভারতের হিন্দুত্ববাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত। তিনি বলেন, বাংলাদেশে এই বয়ানও প্রচার করা হচ্ছে যে ভারতের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষার জন্য তাদের পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মেলানো উচিত।

গতকাল মহারাষ্ট্রের নাগপুর শহরে অনুষ্ঠিত বার্ষিক বিজয়া দশমীর র‍্যালিতে দেওয়া ভাষণে এ কথা বলেন মোহন ভাগবত।

সাতক্ষীরার শ্যামনগর

কালীমন্দিরের স্বর্ণের মুকুট চুরির ঘটনায় মামলা, গ্রেপ্তার ৪

নিজস্ব প্রতিবেদক, *খুলনা*

সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার যশোরেশ্বরী কালীমন্দিরের সোনার মুকুট চুরির ঘটনায় মামলা হয়েছে। গতকাল শনিবার মন্দিরের সেবায়েত জ্যোতি প্রকাশ চট্টোপাধ্যায় শ্যামনগর থানায় মামলাটি করেন। এদিকে এ ঘটনায় চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

শ্যামনগর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) তাইজুল ইসলাম বলেন, মামলায় কোনো ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হয়নি। মামলাটি তদন্ত করছে জেলা ডিবি পুলিশ।

সাতক্ষীরা জেলা পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম বলেন, ওই ঘটনায় জড়িত থাকার সন্দেহে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তবে তিনি গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের নাম বলেননি।

২০২১ সালের ২৭ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ওই কালীমন্দির পরিদর্শনে এসে নিজ হাতে কালীপ্রতিমার মাথায় সোনার মুকুটটি পরিয়ে দিয়েছিলেন। বৃহস্পতিবার বেলা পৌনে তিনটার দিকে সেটি চুরি হয়ে যায়।

এদিকে গতকাল সকালে ওই মন্দির পরিদর্শন করেন যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া। তিনি দ্রুত আসামিদের গ্রেপ্তার ও চুরি যাওয়া মুকুট উদ্ধারের নির্দেশ দেন।

পূজামণ্ডপে সংগীত-বিতর্ক

গ্রেপ্তার দুজন কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

চট্টগ্রাম নগরে একটি পূজামণ্ডপের অনুষ্ঠানের মঞ্চে সংগীত পরিবেশন করে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করার অভিযোগে করা মামলায় গ্রেপ্তার দুজনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। গতকাল শনিবার চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এই আদেশ দেন। এদিকে সংগীত পরিবেশনের জন্য আমন্ত্রণ জানানো পূজা কমিটির নেতাকে (ঘটনার পর বহিষ্কৃত) খুঁজছে পুলিশ।

কারাগারে যাওয়া ব্যক্তিরা হলেন চট্টগ্রাম কালচারাল একাডেমির সদস্য শহীদুল করিম ও নুরুল ইসলাম। একই সঙ্গে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে পুলিশের করা রিমান্ড আবেদনের শুনানির জন্য আগামী সোমবার দিন ধার্য করেন আদালত।

গত শুক্রবার রাতে নগরের পৃথক স্থানে অভিযান চালিয়ে পুলিশ চট্টগ্রাম কালচারাল একাডেমির দুই সদস্যকে গ্রেপ্তার করে। পরে তাঁদের গতকাল আদালতে হাজির করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পাঁচ দিনের রিমান্ডের আবেদন করে কোতোয়ালি থানা-পুলিশ। নগর পুলিশের উপকমিশনার (প্রসিকিউশন) এ এ এম হুমায়ুন কবির *প্রথম আলোকে* বলেন, আদালত দুই আসামিকে কারাগারে পাঠিয়ে সোমবার মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তার উপস্থিতিতে রিমান্ড শুনানির দিন ধার্য করেছেন।

বিস্ফোরক ব্যাটিং ভারতের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নিশ্চিতভাবেই ২০০ ছাড়িয়ে যেতে পারত। কাল তো সেই ২০০ রানকেও ছেলেখেলা বানিয়ে ছাড়ল ভারত। অল্পের জন্যই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে নেপালের করা ৩ উইকেটে ৩১৪ রানের রেকর্ডটা ভাঙতে পারল না ভারত।

যা হয়েছে, সেটাও অবশ্য কম কিছু নয়। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে পাওয়ারপ্লেতে সর্বোচ্চ স্কোরের রেকর্ড গড়েছে ভারত, ৬ ওভারে ১ উইকেটে করেছে ৮২ রান। ১০০ ছাড়িয়েছে ৭.১ ওভারে। ১৫০ মাত্র ১০ ওভারে। ১৪ ওভারে ২০০, ১৬.৪ ওভারে ২৫০ হয়ে যাওয়ার পর বিশ্ব রেকর্ড হয়ে যাওয়া সময়ের ব্যাপারই মনে হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত ভারত থেমেছে ৩০০ থেকে ৩ রান দূরে।

তাড়া করতে নেমে বাংলাদেশও এই সিরিজে তাদের সেরা ব্যাটিংটা করেছে। তাওহিদ হৃদয়ের ক্যারিয়ার সর্বোচ্চ ৪২ বলে অপরাজিত ৬৩ রান ও লিটন দাসের ২৫ বলে ৪২ রানের ইনিংসের সৌজন্যে এই সিরিজের সর্বোচ্চ স্কোর পেয়েছে বাংলাদেশ। ১৩৩ রানের বড় হারে টেস্টের পর টি-টোয়েন্টিতেও ধবলধোলাই হলো বাংলাদেশ। ক্যারিয়ারের শেষ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে মাহমুদউল্লাহ করেছেন ৯ বলে ৮ রান।

এর আগে পাওয়ারপ্লের প্রথম ওভারে শেখ মেহেদী হাসান দিয়েছিলেন ৭ রান। সেই ওভারের পর পাওয়ারপ্লের প্রতি ওভারেই রান এসেছে ১০-এর বেশি, সর্বোচ্চ ১৯। এর মধ্যে তানজিম হাসানের বলে অভিষেক শর্মার উইকেটটি সেই অর্থে বাংলাদেশের ইনিংসের একমাত্র সাফল্য। বাকি উইকেটগুলো বাংলাদেশ নেয়নি, ভারত মারতে গিয়ে দিয়ে এসেছে।

অভিষেকের আউটের পর বোলাররা এসেছেন, বল করেছেন, আর সূর্য-স্যামসন চার-ছক্কা মেরেছেন। দুজন মিলে মাত্র ৭.১ ওভারে দলের রান এক শর ওপারে নিয়ে যান। সঞ্জু ততক্ষণে ফিফটি করে ফেলেছেন, সেটাও মাত্র ২২ বলে, বাংলাদেশের বিপক্ষে যেকোনো ভারতীয়র দ্রুততম ফিফটি এটি। আগের রেকর্ডটি ছিল রোহিত শর্মার (২৩ বল)। কিছুক্ষণ পর সূর্য ২৩ বলে ফিফটি করে ছুঁয়ে ফেলেন রোহিতকে।

মাঝে তাসকিনের করা ১২তম ওভারে টানা ৪ বলে কোনো বাউন্ডারি হয়নি। ওই ওভারের পরেই স্টেডিয়ামের ডিজে মাইকে বলছিলেন, '৪ বলে কোনো বাউন্ডারি নেই! দর্শকেরা, আপনারা কিছু করুন!' মেহেদীর করা পরের ওভারের প্রথম বলেই চার মেরে সেঞ্চুরি ছুঁয়ে ফেলেন স্যামসন। শেষ পর্যন্ত স্যামসনের ইনিংস থামে মোস্তাফিজের বলে ছক্কা মারতে গিয়ে। তার আগে ৪৭ বলে ১১টি চার ও ৮টি ছক্কায় ১১১ রান করেন তিনি। পরের ওভারে মাহমুদউল্লাহর বলে ছক্কা মারতে গিয়ে ক্যাচ আউট হন সূর্যকুমার। তাঁর ৭৫ রান এসেছে ৩৫ বলে, ৮টি চার ও ৫টি ছক্কা ছিল ভারতীয় অধিনায়কের ইনিংসে।

দুজনের বিদায়ের পর চার-ছক্কা মারার প্রতিযোগিতায় যোগ দেন হার্দিক পান্ডিয়া ও রিয়ান পরাগ। দুজন মিলে ভারতকে ১৬.৪ ওভারেই আড়াই শ রানে নিয়ে যান। তখন থেকে স্টেডিয়ামের ডিজের একটাই চিৎকার, 'ভারত তিন শ! ভারত তিন শ!' পরাগ ১৩ বলে ৩৪ ও পান্ডিয়া ১৮ বলে ৪৭ করে সে লক্ষ্যটা প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছিলেন। ইনিংসের শেষ দুটি ওভারে মাত্র ১৫ রান করে আসায় রক্ষা!

তাড়া করতে নেমে বাংলাদেশও এই সিরিজে তাদের সেরা ব্যাটিংটা করেছে। তাওহিদ হৃদয়ের ক্যারিয়ার সর্বোচ্চ ৪২ বলে অপরাজিত ৬৩ রান ও লিটন দাসের ২৫ বলে ৪২ রানের ইনিংসের সৌজন্যে এই সিরিজের সর্বোচ্চ স্কোর পেয়েছে বাংলাদেশ। ১৩৩ রানের বড় হারে টেস্টের পর টি-টোয়েন্টিতেও ধবলধোলাই হলো বাংলাদেশ।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

ভারত : ২০ ওভারে ২৯৭/৬ (সঞ্জু ১১১, সূর্যকুমার ৭৫, পান্ডিয়া ৪৭, পরাগ ৩৪; তানজিম ৩/৬৬, মাহমুদউল্লাহ ১/২৬, তাসকিন ১/৫১, মোস্তাফিজ ১/৫২)।
বাংলাদেশ : ২০ ওভারে ১৬৪/৭ (হৃদয় ৬৩*, লিটন ৪২; বিষ্ণয় ৩/৩০, মায়াঙ্ক ২/৩২)।
ফল : ভারত ১৩৩ রানে জয়ী।
সিরিজ : ভারত ৩-০ ব্যবধানে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ : সঞ্জু স্যামসন।

সাধন চন্দ্র মজুমদারই ছিলেন শেষ কথা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হন। এরপর ইউনিয়ন থেকে জেলা কমিটি পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও এর সহযোগী সংগঠনের কোন পদে কাকে বসাবেন, তার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রক ছিলেন তিনি। দলে বিরুদ্ধমতের নেতা-কর্মীদের পদবঞ্চিত করে কোণঠাসা করেছেন। এমনকি হামলা-মামলাসহ নানাভাবে হয়রানির শিকার হয়েছেন তাঁরা। স্থানীয় সরকার নির্বাচনে 'ত্যাগী' নেতাদের মনোনয়ন না দিয়ে টাকার বিনিময়ে অযোগ্য ও অজনপ্রিয়দের মনোনয়ন দেওয়ার অভিযোগ আছে।

জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সদস্য রেজাউল ইসলাম তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলেছিলেন। তাঁকে জেলার কমিটি থেকে বাদ দেওয়ার পাশাপাশি নিয়ামতপুর উপজেলা কমিটি থেকেও বাদ দেন সাধন চন্দ্র মজুমদার। এমনকি নওগাঁ শিল্প ও বণিক সমিতির পরিচালকের পদ থেকেও বাদ দেওয়া হয়। তাঁর রোষানল থেকে রেজাউলের বাবা এনামুল হকও বাদ যাননি।

রেজাউল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, '২০১৮ সালের নির্বাচনে আমার বাবা দলীয় মনোনয়ন চেয়েছিলেন। তখন থেকেই আমার বাবার সাথে তাঁর (সাধন চন্দ্র মজুমদার) দূরত্ব তৈরি হয়। বাবা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হলেও মন্ত্রী হওয়ার পর দলীয় কোনো সভা-সমাবেশে তাঁকে ডাকতেন না।'

নিয়ামতপুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি খালেকুজ্জামান বলেন, 'সাধন মজুমদার এলাকায় সাধন-লীগ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। নিজের ছোট ভাই মনোরঞ্জনকে উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, ছোট মেয়েকে জেলা ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য ও বড় মেয়েকে জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি বানিয়েছেন। একচ্ছত্র আধিপত্যকে কাজে লাগিয়ে ইউনিয়ন এবং উপজেলা নির্বাচনে চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে ব্যাপক মনোনয়ন-বাণিজ্য করেছেন। ২০২৪ সালের নির্বাচনে তাঁর বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ায় আমাকে ও আমার নেতা-কর্মীদের মামলা-হামলা করে নির্যাতন করেন।'

আওয়ামী লীগের শিক্ষা ও মানবসম্পদ উপকমিটির সদস্য শফিকুর রহমান বলেন, 'সাধন একচ্ছত্র রাজত্ব কায়েম করার জন্য মাদক ব্যবসায়ী, টেন্ডারবাজসহ বিতর্কিত লোকদের নেতা বানিয়েছিলেন। যাঁরা তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, তাঁদের পদে রাখেননি। শুধু কমিটি গঠনে নয়, স্থানীয় সরকার নির্বাচনে মনোনয়ন দেওয়ার ক্ষেত্রেও বাণিজ্য করেছেন।'

সরকারি কাজে 'কমিশন-বাণিজ্য'

সরকারি বিভিন্ন দপ্তর ও ঠিকাদারদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), পানি উন্নয়ন বোর্ড, সড়ক ও জনপথ (সওজ) বিভাগ, গণপূর্তসহ সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের উন্নয়ন প্রকল্পে কোন কাজ কে পাবেন, অঘোষিত নিয়ন্ত্রক ছিলেন সাধন চন্দ্র মজুমদার। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে প্রকল্পের মোট বরাদ্দের ১০ থেকে ক্ষেত্রবিশেষে ১৫ শতাংশ পর্যন্ত তাঁকে কমিশন দিতে হতো আগে। দরপত্র বণ্টন ও কমিশন আদায়ের দায়িত্বে ছিলেন নওগাঁ শিল্প ও বণিক সমিতির সভাপতি ইকবাল শাহরিয়ার (রাসেল) এবং সাধনের জামাতা ও নওগাঁ পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নাসিম আহমেদ। এ ছাড়া জেলা আওয়ামী লীগের শিল্প-বাণিজ্য সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আহসানুর রহমান ও ঠিকাদার আলী আকবর ছিলেন সিন্ডিকেট সদস্য।

এলজিইডি ও সওজের তালিকাভুক্ত ঠিকাদার মনিরুল ইসলাম *প্রথম আলোকে* বলেন, 'ইকবাল, নাসিম, মোস্তাফিজুর, আহসানুরসহ সাধন চন্দ্র মজুমদারের অনুগত গুটিকয় ঠিকাদার ছাড়া বেশির ভাগ দরপত্রে অন্য কেউ অংশ নিতে পারতেন না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কাজ পেতেন সাধনের অনুগত ঠিকাদারেরা। লটারির মাধ্যমে সাধারণ ঠিকাদারেরা কাজ পেলেও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিপত্র করতে বাধা দেওয়া হতো। সাধনকে ১০-১৫ শতাংশ কমিশন দেওয়া ছাড়া কাজ করা যেত না।'

তবে এলজিইডির জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী তোফায়েল আহমেদ দাবি করেন, 'এখন সব দরপত্রই অনলাইনে জমা দিতে হয়। নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তিকে কাজ পাইয়ে দেওয়ার সুযোগ নেই। তবে কাজ পাওয়ার পর কোনো ঠিকাদার কাকে কমিশন দিয়ে কাজ করছেন, সেটা দেখার বিষয় ডিপার্টমেন্টের নয়।'

ইকবাল শাহরিয়ার ও নাসিম আহমেদ এখন পলাতক। এ বিষয়ে মুঠোফোনে ও হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা দিয়েও তাঁদের বক্তব্য জানা যায়নি। ঠিকাদার আহসানুর রহমান *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বিগত ১০-১২ বছরে আমি যেসব ঠিকাদারি কাজ করেছি, সব নিয়মতান্ত্রিকভাবেই পেয়েছি। সাধন মজুমদার কিংবা অন্য কেউ আমাকে কাজ পাইয়ে দেননি। অন্য ঠিকাদারের কাজে বাধা বা কারও কাছ থেকে কমিশন আদায়ে আমার কোনো সম্পৃক্ততা ছিল না।'

ভাই-ভাতিজাদের দখলবাজি

সাধন মজুমদারের নির্বাচনী এলাকা নিয়ামতপুর, পোরশা ও সাপাহারে কয়েক শ সরকারি পুকুর ও জলাশয় আছে। ২০০৯ সাল থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত এসবের অধিকাংশই সাধন মজুমদারের ভাই মনোরঞ্জন মজুমদার ওরফে মনা মজুমদারের দখলে ছিল। আগে এসব পুকুরে স্থানীয় লোকজন সরকারকে রাজস্ব দিয়ে মাছ চাষ করতেন। সাধন মজুমদার সংসদ সদস্য হওয়ার পর তাঁর ভাই এসব পুকুরের অঘোষিত মালিক বনে যান। এমনকি অনেকের ব্যক্তিগত মালিকানাধীন পুকুরও দখল করেছেন।

পোরশার ঘাটনগর গ্রামের সেকেন্দার আলী বলেন, ঘাটনগরের ছয়ঘাটি, পাহাড়িয়া, নোসনাহারসহ অনেক পুকুর দখল করেন মনা মজুমদার। দলীয় লোকদের দিয়ে এসব পুকুর তিনি দখলে রাখতেন। বিনিময়ে মোটা অঙ্কের অর্থ নিতেন। সরকারকে রাজস্ব না দিয়ে এখন পর্যন্ত মনা মজুমদারের লোকজন মাছ চাষ করছেন।

নিয়ামতপুরের বিষ্ণুপুর গ্রামের হাকিম মণ্ডল বলেন, '২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর মনা মজুমদারের ক্যাডাররা আমার একটি পুকুর দখল করে নেয়। পৈতৃক সূত্রে পাওয়া পুকুরে গত ১৫ বছর যেতে পারিনি। থানায় অভিযোগ, আদালতে মামলা করেও প্রতিকার পাইনি। নিরুপায় হয়ে আল্লাহর কাছে বিচার দিয়েছিলাম।'

পুকুর ছাড়াও সরকারি ও ব্যক্তিগত আবাদি জমি দখলের অভিযোগ আছে সাধন মজুমদারের ভাই মনা মজুমদার, ভাতিজা দেবব্রত মজুমদার, উত্তম কুমার মজুমদার ও উজ্জ্বল মজুমদার এবং ভাগনে উৎপল কুমার পিন্টুর বিরুদ্ধে। পোরশার মিনা বাজার এলাকার বাসিন্দা ও উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি তৌফিকুর রহমান বলেন, 'সাধন মজুমদার ও তাঁর ভাই-ভাতিজারা আমার ও আমার পরিবারের ২০০ বিঘার বেশি জমি দখল করে নিয়েছে। সাধনের ভাই-ভাতিজা ও পোষ্য ক্যাডারদের ভয়ে এসব জমির আশপাশে যেতে পারিনি। ৫ আগস্টের পর দখলদারেরা সবাই এলাকাছাড়া।'

সাধন মজুমদারের জন্মভূমি শিবপুরের পাশের কুশমইল গ্রামের হজরত আলী (৭৫) বলেন, 'সাধন মজুমদার মন্ত্রী হওয়ার পর হঠাৎ পুরো পরিবার যেন আলাদিনের চেরাগ পেয়ে যায়। তাঁর ভাই, ভাতিজা ও ভাগনেরা চেয়ারম্যান-এমপি না হলেও একেকজন চেয়ারম্যান-এমপির মতোই ক্ষমতাশালী। সরকারি পুকুর ও হাটবাজার সব তাঁদের দখলে ছিল।'

৫ আগস্টের পর মনোরঞ্জন মজুমদার পলাতক। অভিযোগের বিষয়ে তাঁর মুঠোফোন ও হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করেও পাওয়া যায়নি। সাধনের ভাতিজা উত্তম কুমার মজুমদার *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমাদের বিরুদ্ধে দখলবাজির যেসব অভিযোগ করা হচ্ছে, সেগুলোর ভিত্তি নেই। অভিযোগ সত্যি হলে দু-একটি হলেও থানা বা আদালতে মামলা হতো। এখন রাজনৈতিক পরিবর্তনের সুযোগ নিয়ে আমাদের পরিবারকে হেয় করার জন্য পরিকল্পিতভাবে নানা প্রোপাগান্ডা ছড়ানো হচ্ছে।'

চালের বাজারে সিন্ডিকেট

উৎপাদনে প্রসিদ্ধ নওগাঁয় ধান ও চালের দামে সামান্য হেরফের হলেই দেশের বাজারে প্রভাব পড়ে। চাল ব্যবসায় অভিজ্ঞ সাবেক খাদ্যমন্ত্রী সাধন মজুমদার ধান-চালের ব্যবসা নিয়ন্ত্রণে আত্মীয়স্বজন ও ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের নিয়ে একটি সিন্ডিকেট গড়ে তুলেছিলেন। তাঁদের বিরুদ্ধে চালের বাজার অস্থির করে বাড়তি মুনাফা লুটে নেওয়ার অভিযোগ আছে।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, ১৯৭২ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত সরাসরি ধান-চাল ব্যবসা ও সারের ডিলারশিপের ব্যবসা করেছেন সাধন মজুমদার। এখন পারিবারিক ব্যবসা দেখাশোনা করেন তাঁর চাচাতো ভাই মুরালী মোহন মজুমদারের ছেলে দেবব্রত মজুমদার। এ ছাড়া তাঁর ভাই মনোরঞ্জন মজুমদারের নিয়ামতপুরে একটি চালকল আছে। মন্ত্রী থাকতে বিভিন্ন সময় নিয়ামতপুরে অবৈধ মজুতবিরোধী অভিযান চালানো হলেও মনোরঞ্জনের গুদামে কখনো অভিযান চালানো হয়নি। সেখানে অবৈধভাবে ধান-চাল মজুতের অভিযোগ আছে।

জেলা চালকল মালিক গ্রুপের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ মজুমদার বলেন, 'চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে আমরা প্রকৃত মিলমালিকেরা তাঁকে (সাধন চন্দ্র মজুমদার) বিভিন্ন সময় পরামর্শ দিয়েছিলাম। কিন্তু তিনি সেগুলো গ্রহণ করেননি; বরং চাল ব্যবসায়ী নামধারী কিছু মজুতদার ছিলেন ওনার খুব কাছের। তাঁদের পরামর্শেই তিনি চলতেন। এ জন্য চাল ব্যবসায় অভিজ্ঞ হলেও তিনি চালের বাজার নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়েছেন।'

১৫ বছরে সম্পদ বেড়েছে ৯৮ গুণ

২০০৮ সালে সংসদ নির্বাচনের সময় সাধন চন্দ্র মজুমদারের স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের পরিমাণ ছিল ১০ লাখ ৪৩ হাজার ৫০০ টাকা। বছরে আয় করতেন আড়াই লাখ টাকা। তিন মেয়াদে সংসদ সদস্য ও এক মেয়াদে মন্ত্রীর দায়িত্ব পালনের পর ২০২৪ সালে তাঁর আয় ও সম্পদের হিসাব হচ্ছে কোটিতে। বর্তমানে তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ ১০ কোটি ২৩ লাখ ১৮ হাজার ৬৬০ টাকা। বার্ষিক আয় চার কোটির কাছাকাছি। সেই হিসাবে ১৫ বছরে সম্পদ বেড়েছে ৯৮ গুণ। আর বার্ষিক আয় বেড়েছে ১৫৭ গুণের বেশি।

২০২৪ সালে নির্বাচন কমিশনে দাখিল করা হলফনামা অনুযায়ী, তাঁর স্থাবর সম্পদের মধ্যে আছে ৫০ লাখ ৭৫ হাজার টাকা মূল্যের কৃষিজমি, ৪৫ লাখ ৬৪ হাজার ৯৩২ টাকা দামের অকৃষিজমি এবং নওগাঁ শহর ও জন্মভূমি নিয়ামতপুরের শিবপুর গ্রামে দুটি পাকা বাড়ি। তবে হলফনামার বাইরেও ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় ফ্ল্যাট, ভারতের দিল্লি ও কলকাতা এবং অস্ট্রেলিয়ায় ছোট মেয়ের নামে বাড়ি কেনার তথ্য স্থানীয় লোকজনের মুখে শোনা যায়।

সরকার পতনের পর সাধন চন্দ্র মজুমদারের ঘনিষ্ঠ অনেকেই এলাকা ছেড়ে পালিয়েছেন। এর পর থেকে তাঁর নওগাঁ শহরের পোস্ট অফিসপাড়ার বাড়িতে সুনসান নীরবতা। শেখ হাসিনার দেশত্যাগের পর বিক্ষুব্ধ লোকজন সাধন মজুমদারের বাড়িতে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করেন। এ ছাড়া তাঁর বড় মেয়ে সোমা মজুমদারের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান লুটপাট ও বাড়িতে হামলা, ভাগনে উৎপল কুমারের বাড়ি এবং ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে হামলা ও অগ্নিসংযোগ করা হয়।

সুশাসনের জন্য নাগরিকের (সুজন) নওগাঁর সাবেক সাধারণ সম্পাদক বেলাল হোসেন *প্রথম আলোকে* বলেন, দখলবাজি, টেন্ডারবাজিসহ মন্ত্রী হওয়ার পর সাধন মজুমদারের বিরুদ্ধে অবৈধভাবে সম্পদ অর্জনের অভিযোগ আছে। এত দিন ভয়ে কেউ মুখ খোলেননি। সরকারি কর্মকর্তারাও ব্যবস্থা নিতে পারেননি। এখন তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

জয়ের অনিশ্চয়তা বাড়ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কিন্তু এর সঙ্গে যদি গ্রিন পার্টির জিল স্টাইনকে যুক্ত করি, তাহলে ফলাফল বদলে যেতে পারে।

মিশিগানে কমলার জন্য বড় বিপদ মুসলিম ও আরব ভোট নিয়ে। এখানে প্রায় তিন লাখ আরব ও মুসলিম নাগরিকের বাস, যাঁদের দুই লাখ তালিকাভুক্ত ভোটার। এক বছর ধরে গাজায় এবং এখন লেবাননে ইসরায়েলি হামলার মুখে তাঁদের অনেকেই ডেমোক্র্যাটদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, যুক্তরাষ্ট্রের মদদেই ইসরায়েল এমন নির্বিচার গণহত্যায় লিপ্ত হয়েছে। এ অঙ্গরাজ্যের মুসলিমদের একজন মুখপাত্র বলেছেন, তিনি এমন একজন আরব বা মুসলিমকেও জানেন না যে কমলাকে ভোট দেবেন। তাঁরা হয় ট্রাম্পকে ভোট দেবেন, নয়তো ভোটদানে বিরত থাকবেন।

শুধু আরব-মুসলিম ভোটার নন, এই অঙ্গরাজ্যের প্রগতিশীল ভোটাররাও ইসরায়েল প্রশ্নে বাইডেন-কমলা প্রশাসনের ইসরায়েল-তোষণ নীতিতে অসন্তুষ্ট। তাঁদের অনেকেই প্রতিবাদ হিসেবে গ্রিন পার্টির জিল স্টাইনকে ভোট দিতে পারেন। ২০২০ সালে বাইডেন বেশি ব্যবধানে মিশিগান জিতেছিলেন, কিন্তু এবার কমলা-ট্রাম্পের ভোটের ব্যবধান কয়েক হাজারের বেশি হবে না বলে ভাবা হচ্ছে। ২০১৬ সালে গ্রিন পার্টির পক্ষে জিল স্টাইন এখানে পেয়েছিলেন ৫১ হাজার ভোট। এবারে সেই একই ঘটনা ঘটলে কমলার জন্য দুঃসংবাদ হবে। মনে করা যেতে পারে, ২০১৬ সালে আরেক ব্যাটল গ্রাউন্ড অঙ্গরাজ্য উইসকনসিনে জিল স্টাইনের বাক্সে পড়া ৩১ হাজার ভোটের কারণেই হিলারি ক্লিনটন ট্রাম্পের কাছে হেরেছিলেন। সেখানে তাঁর ও ট্রাম্পের ভোটের ব্যবধান ছিল ২১ হাজার।

উদ্বেগ পেনসিলভানিয়া নিয়েও। সেখানে দুই বা তার চেয়েও বেশি পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন কমলা। কিন্তু এই নতুন জরিপে তিনি ১ পয়েন্টে পিছিয়ে পড়েছেন (৪৬: ৪৫)। নতুন কিছু তথ্য উঠে এসেছে, যা থেকে স্পষ্ট হয়, ট্রাম্প কেন বা কীভাবে এই অঙ্গরাজ্যে কমলাকে কোণঠাসা করে ফেলেছেন। এখানে আফ্রিকান-আমেরিকান পুরুষদের মধ্যে ট্রাম্পের তুলনায় তিনি পিছিয়ে। কলেজ ডিগ্রি নেই এমন শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের মধ্যেও ট্রাম্প এগিয়ে। এ কথা ঠিক নারী ভোটারদের মধ্যে কমলার সমর্থন বেশ, তিনি ১৩ শতাংশ ভোটে এগিয়ে, কিন্তু এই ব্যবধান পুরুষ ভোটারদের মধ্যে তাঁর সমর্থনের অভাব এড়াতে সক্ষম হবে কি না, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে।

সে কথা মাথায় রেখেই কমলার তরফ থেকে দুই দিন আগে পেনসিলভানিয়া এসেছিলেন সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। তিনি এখনো এ দেশে জনপ্রিয় রাজনীতিক। পিটসবার্গে এক নির্বাচনী ভাষণে ওবামা কার্যত সভায় উপস্থিত আফ্রিকান-আমেরিকান পুরুষদের কষে বলে দিলেন। বললেন, 'তোমরা কী করে আশা করো যে একজন বিলিয়নিয়ার মানুষ, যে নিজের স্বার্থ ছাড়া অন্য কোনো ব্যাপারে আগ্রহী নয়, সে তোমাদের স্বার্থ রক্ষা করবে?'

আরেক ব্যাটল গ্রাউন্ড অঙ্গরাজ্য অ্যারিজোনাতে কমলা অস্বস্তিতে আছেন সেখানকার হিস্পানিক পুরুষদের নিয়ে। তাঁদের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ট্রাম্পের সমর্থক। গ্রুপ হিসেবে হিস্পানিকরা অধিক রক্ষণশীল, যাঁদের অনেকেরই কমলার তথা ডেমোক্র্যাটদের সমকামিতা ও লিঙ্গান্তরিত ব্যক্তিদের প্রতি সমর্থন বিদ্বেষের সৃষ্টি করেছে। এখানে নিরঙ্কুশ সংখ্যার হিসাবে কমলা এগিয়ে (৫৯ : ৩৫), কিন্তু এই অঙ্গরাজ্যের প্রায় ৩৫ শতাংশ হিস্পানিক ভোটার এখনো ঠিক করে ওঠেননি কাকে তাঁরা ভোট দেবেন। অভিবাসন সমস্যা ও অর্থনীতি প্রশ্নে তাঁদের অনেকেই কমলাকে নয়, ট্রাম্পকেই বেশি বিশ্বাস করেন। বস্তুত, শুধু পেনসিলভানিয়াতে নয়, সারা দেশেই এ দুই বিষয়ে কমলার তুলনায় ৯ শতাংশ ভোটার ট্রাম্পের নেতৃত্বে অধিক আস্থাবান।

বাংলাদেশিরা যাঁরা এ দেশে ভোটার হিসেবে তালিকাভুক্ত, তাঁদের অনেকের মনোভাব অনেকটা হিস্পানিকদের মতোই। মুসলিমবিদ্বেষী অবস্থানের কথা জেনেও তাঁরা ট্রাম্পের পক্ষে। তাঁদের অনেকে অব্যাহত অবৈধ অভিবাসনের বিরোধী, অনেকেরই মনোভাব খোলামেলাভাবে বর্ণবাদী বা রেসিস্ট। ডেমোক্র্যাটদের উদার নৈতিক সামাজিক নীতিকেও তাঁরা ঘৃণা করেন। তাঁদের অনেকেই মনে করেন, ট্রাম্পের সময় অর্থনীতি অনেক ভালো ছিল। সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও মিশিগানের মতো ব্যাটল গ্রাউন্ড অঙ্গরাজ্যে, যেখানে সম্ভবত কয়েক হাজার ভোটের ব্যবধানে এই নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত হবে, সেখানে বাংলাদেশি-আমেরিকানরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

নির্বাচনের এখন মাত্র তিন সপ্তাহ বাকি। এই শেষ সময়ে কমলাকে আরও একটা প্রতিবন্ধকতা নিয়ে লড়তে হচ্ছে, তা হলো তথ্য বিকৃতি ও সরাসরি মিথ্যাচার। ডোনাল্ড ট্রাম্প বরাবরই লজ্জার মাথা খেয়ে অনর্গল মিথ্যা বলেন। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। ওহাইওর স্প্রিংফিল্ডে গুজব উঠেছিল, সেখানে হাইতি থেকে আগত অভিবাসীরা তাঁদের প্রতিবেশীদের কুকুর-বিড়াল চুরি করে খেয়ে ফেলছেন। কথাটা মিথ্যা, শহরের কর্মকর্তারা সে কথা সবিস্তার জানিয়েছেন। ট্রাম্প তবু সে কথা বলে বেড়াচ্ছেন। কারণ, মিথ্যা হলেও অভিবাসনবিরোধী মানুষদের কাছে এমন রগরগে কথা ভালো খায়।

আরেক বিপত্তি দেখা দিয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে। পরপর দুটি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে দক্ষিণের একাধিক অঙ্গরাজ্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ট্রাম্প কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ ছাড়াই বলে বেড়াচ্ছেন, বাইডেন-কমলা প্রশাসন রিপাবলিকান প্রভাবাধীন এসব অঙ্গরাজ্যে ইচ্ছা করে ত্রাণ পাঠাচ্ছে না। এই দলের এক কংগ্রেস সদস্য এমন কথাও বলা শুরু করেছেন, ডেমোক্র্যাটরা জলবায়ু নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তারা বেছে বেছে রিপাবলিকান-সমর্থিত অঙ্গরাজ্যে ঘূর্ণিঝড় পাঠাচ্ছে। পাগলের প্রলাপ, কিন্তু সেই প্রলাপে বিশ্বাস করে এমন লোকের অভাব নেই এ দেশে।

“ গণ-অভ্যুত্থানের যে আকাঙ্ক্ষা তাঁরা ধারণ করেছিলেন, সেই একই আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।

নাহিদ ইসলাম, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা; গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের স্মরণ করে

সংক্ষেপে

মালয়েশিয়ায় ভবন ধসে বাংলাদেশির মৃত্যু

মালয়েশিয়ায় নির্মাণাধীন একটি ভবন ধসে জিদান (২২) নামের এক বাংলাদেশি শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন দুজন পাকিস্তানি শ্রমিক। গত বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ছয়টার দিকে মালয়েশিয়ার মেলাকার বান্দা হিলিরের জালান বুকিত সেনজুয়াংয়ে এ ঘটনা ঘটে। কুয়ালালামপুর থেকে এএফপি জানিয়েছে, মেলাকার সহকারী পুলিশ কমিশনার ক্রিস্টোফার প্যাটিট বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ কমিশনার জানান, নির্মাণাধীন ভবনটি ধসে পড়ার সময় সেখানে তিনজন শ্রমিক কাজ করছিলেন। ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়ে ঘটনাস্থলেই মারা যান জিদান। রাত ১০টার দিকে ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে জিদানের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয় পাকিস্তানি শ্রমিক জুবায়ের আহমেদ (৩২) ও আব্বাস গুলমকে (৪৯)।

বাসস, *ঢাকা*

সরালি

পুকুরে খাবারের খোঁজে নেমেছে সরালি। এগুলো বালিহাঁস নামেও পরিচিত। শীতে এদের সবচেয়ে বেশি দেখা মেলে। গতকাল গাজীপুরের শ্রীপুরের গাড়ারণে। সাদিক মৃধা

ফেনীর সাবেক এমপি রহিম উল্লাহ গ্রেপ্তার

ফেনী-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য হাজি রহিম উল্লাহকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব। রাজধানীর ধানমন্ডির বাসা থেকে গতকাল শনিবার বিকেলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। র‍্যাব সদর দপ্তরের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। র‍্যাবের ওই কর্মকর্তা বলেন, ফেনীর সোনাগাজী থানায় করা একটি হত্যা মামলার এজাহারভুক্ত আসামি সাবেক সংসদ সদস্য রহিম উল্লাহ। সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ধানমন্ডির বাসা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এদিকে সাংবাদিকদের কাছে র‍্যাবের পাঠানো খুদে বার্তায় বলা হয়েছে, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় ফেনীর সোনাগাজীতে টমটমচালক জাফর আহাম্মদকে (৫৩) কুপিয়ে হত্যা মামলার অন্যতম আসামি রহিম উল্লাহ। তিনি জেদ্দা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি। রাজধানীর ধানমন্ডি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে র‍্যাব-২। তাঁর বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে গত ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার সরকারের পতন ঘটে। এর পর থেকে এখন পর্যন্ত বিগত সরকারের উপদেষ্টা, মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, পুলিশের সাবেক আইজি, আওয়ামী লীগের প্রভাবশালী নেতাসহ শীর্ষ পর্যায়ের অন্তত ৫০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

২২ দিন মেঘনায় মাছ ধরা বন্ধ

জাটকা সংরক্ষণ ও মা ইলিশ রক্ষায় গতকাল শনিবার দিবাগত রাত থেকে ৩ নভেম্বর পর্যন্ত ২২ দিন মেঘনা নদীতে মাছ ধরা নিষিদ্ধ করেছে সরকার। এই নিষেধাজ্ঞার সময় প্রত্যেক জেলে ২৫ কেজি ভিজিএফের চাল পাবেন। জেলা মৎস্য কর্মকর্তা বলছেন, নিষেধাজ্ঞা বাস্তবায়ন করার জন্য নদীতে মৎস্য বিভাগ, উপজেলা-জেলা প্রশাসন, পুলিশ ও কোস্টগার্ডের সমন্বয়ে প্রতিদিন অভিযান পরিচালনা করা হবে। নিষেধাজ্ঞার সময় সব ধরনের ইলিশ সংরক্ষণ, আহরণ, পরিবহন, বাজারজাত ও মজুতকরণ নিষিদ্ধ রয়েছে।

বাসস, *লক্ষ্মীপুর*

আনুপাতিক পদ্ধতিতে ভোট চায় বিভিন্ন দল

সেমিনার

ঢাকায় এক সেমিনারে বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিরা তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

“ কেউ কথা রাখেনি, সব কটি দল এই দোষে দুষ্ট। রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন দরকার।

বদিউল আলম মজুমদার, প্রধান, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন

ঢাকায় এক সেমিনারে বিএনপি ছাড়া বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা সংখ্যানুপাতিক বা আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে নির্বাচন করার পক্ষে মত দিয়েছেন। তবে তাঁদের প্রায় সবাই নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা হিসেবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপদ্ধতি ফিরিয়ে আনার বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন।

গতকাল শনিবার ‘নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কেমন চাই?’ শীর্ষক এক সেমিনারে অংশ নিয়ে বিএনপিসহ বিভিন্ন দলের প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞরা এ ধরনের মত দেন। নির্বাচন কমিশন বিটে কর্মরত সাংবাদিকদের সংগঠন রিপোর্টার্স ফোরাম ফর ইলেকশন অ্যান্ড ডেমোক্রেসি (আরএফইডি) রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ওই সেমিনারের আয়োজন করে।

সেমিনারে সাবেক নির্বাচন কমিশনার ও অন্তর্বর্তী সরকারের বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এম সাখাওয়াত হোসেন নির্বাচন কমিশন গঠনের বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন। তিনি কিছু প্রস্তাবও তুলে ধরেন। তিনি বলেন, প্রক্রিয়ায় তিনটি ধাপ থাকতে পারে। এর মধ্যে সংসদে সরকারি ও বিরোধী দলের মাধ্যমে দুজনের নাম চূড়ান্ত করে, তা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো যায়। সেখান থেকে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করবেন।

সাখাওয়াত হোসেন আরও প্রস্তাব করেন, নির্বাচনের সময় কিছু মন্ত্রণালয়ের খবরদারি নির্বাচন কমিশনের হাতে দেওয়া, কোনো ব্যক্তি কোনো দলে তিন বছর না থাকলে তাঁকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন না দেওয়া, তৃণমূলের নেতাদের মাধ্যমে প্রার্থী বাছাই, সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে সরাসরি ভোটে সংরক্ষিত নারী আসনে নির্বাচন, প্রার্থীদের ব্যয় পর্যবেক্ষণে রাখার বিধান করা যেতে পারে।

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার মনে করেন, নির্বাচন এক দিনের বিষয় নয়। এটি একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। এই পুরো প্রক্রিয়া সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য হতে হবে। সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য নির্বাচন কমিশন, সরকার তথা প্রশাসন ও পুলিশ, রাজনৈতিক দল, ভোটার, গণমাধ্যম—সবার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, সবাই যদি সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন না করে, তাহলে সবচেয়ে শক্তিশালী নির্বাচন কমিশনের পক্ষেও সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করা সম্ভব হবে না।

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য রাজনৈতিক ঐকমত্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মন্তব্য করেন বদিউল আলম মজুমদার। অতীতের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, কেউ কথা রাখেনি, সব কটি দল এই দোষে দুষ্ট। রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন দরকার। তিনি উল্লেখ করেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা নিয়ে ঐকমত্য ছিল। পরে তা একতরফাভাবে বাতিল করা হয়েছে। অসাংবিধানিক ও অন্যায্যভাবে এই ব্যবস্থা বাতিল করা হয়েছে।

সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতির বিষয়ে বদিউল আলম মজুমদার বলেন, এটি নির্বাচন কমিশনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের এখতিয়ার নয়। এটি সংবিধানের বিষয়। সংবিধান সংস্কার কমিশন যদি এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে তাঁদের কমিশন কিছু প্রস্তাব দেবে।

সেমিনারে *প্রথম আলোর* যুগ্ম সম্পাদক সোহরাব হাসান বলেন, যখন যারা ক্ষমতায় আসে, তখন তারা সবকিছু নিজেদের মতো সাজান। নির্বাচনব্যবস্থা প্রশ্নে রাজনৈতিক ঐকমত্যে আসা সম্ভব হয়নি। বরং দলগুলোর প্রতি একধরনের অনাস্থা এসেছে। দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্ব এখনো সেই জায়গায় যায়নি যে দলীয় সরকারের অধীনে তারা সুষ্ঠু ভোট করবে। তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার রাখা জরুরি। নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের আইন নিয়েও প্রশ্ন আছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিদ্যমান পদ্ধতিতে নাকি আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতিতে ভোট হবে, সবার সঙ্গে আলোচনা করে এ বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা ফিরিয়ে আনার পক্ষে মত দেন সেমিনারে অংশ নেওয়া বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান রিপন। তিনি বলেন, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা আগামী ১০০ বছর থাকা উচিত। ১৯৯১, ১৯৯৬ ও ২০০১ সালের নির্বাচন ভালো হয়েছে।

বামপন্থী দল সিপিবির সাধারণ সম্পাদক রুহিন হোসেন সংসদ সদস্য নির্বাচনের বিদ্যমান পদ্ধতির বদলে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি জরুরি বলে উল্লেখ করেন। এ ছাড়া তিনি নির্বাচনের আগে সংসদ ভেঙে দেওয়া, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদ, ‘না’ ভোটের বিধান করার প্রস্তাব দেন। অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশে সিপিবির এই নেতা বলেন, অবাধ সুষ্ঠু নির্বাচনের পথে দ্রুত যাবেন কি না, এ জন্য কী কী করবেন, তা স্পষ্টভাবে বলা দরকার।

গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়কারী জোনায়েদ সাকি বলেন, সংবিধানের যে কাঠামো, তা স্বৈরাচারী। রাজনৈতিক দলগুলোরও সুষ্ঠু নির্বাচন করার আন্তরিকতার অভাব আছে। এ দুটি অবস্থার পরিবর্তন দরকার। প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রয়োজন মন্তব্য করে তিনিও বলেন, আগামী তিন থেকে পাঁচটি নির্বাচন অন্তর্বর্তী সরকারের অধীন হতে হবে।

এবি পার্টির সদস্য সচিব মজিবুর রহমান বলেন, সংস্কারের চেয়ে কুসংস্কারের দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। প্রার্থীরা পছন্দের ডিসি, এসপি নিয়োগের জন্য তদবির করেন। এসব আইন দিয়ে ঠেকানো যাবে না, এগুলো মনস্তত্ত্বের বিষয়।

সেমিনার অংশ নিয়ে জামায়াতে ইসলামীর কর্মপরিষদ সদস্য শফিকুল ইসলাম মাসুদ সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব পদ্ধতি চালু করা, তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা স্থায়ী করা, রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন প্রথা বাতিল, স্থানীয় সরকার নির্বাচন নির্দলীয় করার দাবি জানান।

গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক বলেন, প্রশাসনে বিএনপি, জামায়াত বঞ্চিত-নিষ্পেষিত। কিন্তু প্রশাসনসহ সরকারে বিএনপি-জামায়াতের আধিপত্য কায়েম করা চলবে না। তিনি প্রশ্ন রাখেন, কোনো রাজনৈতিক দলের আধিপত্য থাকলে নিরপেক্ষ নির্বাচন কীভাবে হবে। তিনি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করার দাবিও জানান।

আরএফইডির সভাপতি একরামুল হকের সভাপতিত্বে সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মোয়াজ্জেম হোসেন, জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য শামীম হায়দার পাটোয়ারী, জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্য আরিফুর রহমান, আরএফইডির সাধারণ সম্পাদক হুমায়ুন কবীর প্রমুখ বক্তব্য দেন।

বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শ্রমিকেরা বকেয়া বেতনসহ বিভিন্ন দাবিতে বিক্ষোভ করেন। এ সময় চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করেন তাঁরা। গতকাল দুপুরে গাজীপুর মহানগরীর চক্রবর্তী এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

ফ্যাসিস্টদের সঙ্গে কাজ করা গণমাধ্যমের বিচার হবে : তথ্য উপদেষ্টা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *রংপুর* ও **প্রতিনিধি**, *সৈয়দপুর, নীলফামারী*

যেসব গণমাধ্যম ফ্যাসিস্ট সরকারের সঙ্গে কাজ করেছে, তাদের বিচার করা হবে বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম।

গতকাল শনিবার সকালে রংপুরে যাওয়ার পথে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

ফ্যাসিস্ট সরকারের পক্ষে কাজ করা গণমাধ্যমের বিচারের বিষয়ে তথ্য উপদেষ্টা বলেন, এ ঘটনায় ইতিমধ্যে কয়েকটি মামলা হয়েছে এবং কয়েকজন গ্রেপ্তারও হয়েছেন। আরও যাঁদের সম্পৃক্ততা আছে, তদন্ত সাপেক্ষে তাঁদেরও বিচারের আওতায় আনা হবে।

নাহিদ ইসলাম রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার উদ্দেশে ঢাকা থেকে বিমানে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জাতীয় নাগরিক কমিটির সদস্যসচিব আখতার হোসেন।

এরপর সড়কপথে তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান যোগ দিতে যান। ওই অনুষ্ঠানে তিনি প্রধান অতিথি ছিলেন। অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে তথ্য উপদেষ্টা বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে শহীদ আবু সাঈদকে স্মরণ করে বলেন, ‘আবু সাঈদরা যে কারণে শহীদ হয়েছেন, গণ-অভ্যুত্থানের যে আকাঙ্ক্ষা তাঁরা ধারণ করেছিলেন, সেই একই আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে আমরা বাংলাদেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই।’

তথ্য উপদেষ্টা নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘আমাদের সহযোদ্ধা শহীদ আবু সাঈদ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। তিনি লড়াই করতে গিয়ে শহীদ হয়েছেন। তাঁর এই রক্তের বিনিময়ে আমরা স্বাধীনতা ভোগ করছি।’

বেতনের দাবিতে সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ

গাজীপুর

সেপ্টেম্বর মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে গতকাল বিক্ষোভ করেন বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শ্রমিকেরা।

“ এ মাসের ১২ দিন হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত বেতন-ভাতা পাইনি। বেতন চাইতে গেলে কর্তৃপক্ষ নানা টালবাহানা করছে।

কুরবান আলী, শ্রমিক, বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

সেপ্টেম্বর মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে গতকাল শনিবার দুপুরে গাজীপুর মহানগরীর সারাবো এলাকায় বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করেছেন। এ সময় তাঁরা কারখানার সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে চক্রবর্তী এলাকায় চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করছিলেন।

কারখানার শ্রমিক ও শিল্প পুলিশ জানায়, বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে ২০-২২ হাজার শ্রমিক কাজ করেন। প্রতি মাসে শ্রমিকদের বেতন আসে ৮০-৮২ কোটি টাকা। আশপাশের বেশির ভাগ কারখানায় গত মাসের বেতন-ভাতা দেওয়া হলেও বেক্সিমকো ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের শ্রমিকদের এখন পর্যন্ত বেতন দেওয়া হয়নি। বকেয়া বেতনসহ বেশ কিছু দাবিতে দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে শ্রমিকেরা কাজ বন্ধ করে দেন। পরে কারখানার প্রধান ফটকে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ শুরু করেন তাঁরা। শ্রমিকেরা বিক্ষোভ করতে করতে কারখানার সামনের এলাকা চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করেন।

অবরোধের কারণে ওই সড়কের উভয় দিকে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে দুর্ভোগে পড়েন সেখানে চলাচলকারী যাত্রীরা। ঘটনার খবর পেয়ে গাজীপুর শিল্প পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে যান। এ সময় তাঁরা শ্রমিকদের বেতন আদায় করে দেওয়ার আশ্বাস দিলে বেলা দুইটার দিকে শ্রমিকেরা সড়ক থেকে সরে যান। কিন্তু বিকেল হয়ে গেলেও শ্রমিকেরা তাঁদের মুঠোফোনে বেতন-ভাতা পাওয়ার কোনো বার্তা না পেয়ে আবার উত্তেজিত হয়ে ওঠেন।

একপর্যায়ে উত্তেজিত শ্রমিকেরা চক্রবর্তী এলাকায় আবার সড়ক অবরোধ করেন। রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত শ্রমিকেরা চন্দ্রা-নবীনগর সড়কে অবস্থান করে বিক্ষোভ করছিলেন।

বেক্সিমকোর শ্রমিক কুরবান আলী বলেন, ‘এর আগের মাসেও অনেক আন্দোলন করে বেতন নিতে হয়েছে। এ মাসের ১২ দিন হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত বেতন-ভাতা পাইনি। বেতন চাইতে গেলে কর্তৃপক্ষ নানা টালবাহানা করছে। বাধ্য হয়ে আমাদের রাস্তায় নামতে হয়েছে।’

গাজীপুর শিল্প পুলিশের পরিদর্শক সফিকুল ইসলাম বলেন, বকেয়া বেতনসহ বেশ কয়েকটি দাবিতে শ্রমিকেরা দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে বিক্ষোভ শুরু করেন। পরে তাঁরা চক্রবর্তী এলাকায় চন্দ্রা-নবীনগর সড়ক অবরোধ করে রাখেন। এতে সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে।

সফিকুল ইসলাম আরও বলেন, ‘আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা কারখানার মালিকপক্ষের সঙ্গে কথা বলে বিষয়টি সমাধানের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।’

অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে গাজীপুরে শুরু হয় শ্রমিক আন্দোলন। গত মাসে জেলার অর্ধশতাধিক কারখানায় বিক্ষোভ দেখা দেয়। বিক্ষোভের কারণে গাজীপুরে এখনো ছয়টি কারখানা বন্ধ রয়েছে। বেশ কয়েক দিন শ্রমিক আন্দোলন বন্ধ থাকার পর গতকাল আবারও বেক্সিমকো কারখানার শ্রমিকেরা বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করলেন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুষ্টিয়া

৫৭ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগার পেল বই

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুষ্টিয়া*

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কুষ্টিয়ার ৫৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারকে দেওয়া হলো অমূল্য উপহার—বই। গতকাল শনিবার বিকাশের উদ্যোগে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ৬ হাজার ৩০৪টি এবং কুষ্টিয়ায় ১ হাজার ৫০টি গল্প, উপন্যাস, কবিতা ও ছড়ার বই সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রথম আলো ট্রাস্ট এই কর্মসূচির সহযোগী।

ছয় বছর ধরে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে পাওয়া অনুদানের বই সুবিধাবঞ্চিত মানুষদের কাছে পৌঁছে দিয়ে আসছে বিকাশ। দুই বছর ধরে এই বই বিতরণ কর্মসূচির সহযোগী প্রথম আলো ট্রাস্ট। চলতি বছর ২৫ জেলার ১০০টির বেশি সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, পাঠাগার ও বৃদ্ধাশ্রমে মোট ১ লাখ ২০ হাজার বই বিতরণ করা হবে।

‘বইয়ের সংস্পর্শে চরিত্র উন্নত হয়’

গতকাল দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা শহরের দক্ষিণ মৌড়াইলে ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইউনাইটেড কলেজ প্রাঙ্গণে ৪২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও পাঠাগারের প্রতিনিধিদের হাতে বইগুলো তুলে দেওয়া হয়। তাঁদের হাতে বই তুলে দেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মনির আলম, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ইউনাইটেড কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ইবনে আঈন, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হারুন অর রশিদ ও শাহীন মৃধা, বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি অভিজিৎ রায়, *প্রথম আলোর* নিজস্ব প্রতিবেদক শাহাদৎ হোসেন, প্রথম আলো বন্ধুসভার সহসভাপতি মাইনুদ্দিন রুবেল ও সাধারণ সম্পাদক স্বাদ হোসেন।

অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সহকারী অধ্যাপক মনির আলম বলেন, ‘বইয়ের সংস্পর্শে থাকলে সামাজিকভাবে কেউ হারিয়ে যায় না, চরিত্র উন্নত হয় এবং সমাজও উন্নত হয়।’

বই পাওয়া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রয়েছে গুঞ্জন পাঠাগার, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সাহিত্য একাডেমি, ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারি কলেজ।

অনুষ্ঠানে বন্ধুসভার সদস্য ফাহিমদা জেনি, আলিয়া, শোভন, কৃষ্ণ দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন শাহাজাহান মিয়া।

‘ভালো বই জীবন বদলে দিতে পারে’

গতকাল বিকেলে কুষ্টিয়া শহরে বেসরকারি প্রতিষ্ঠান দিশা ট্রাকের সভাকক্ষে বই বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

বই বিপ্লব ঘটিয়ে দিতে পারে উল্লেখ করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক সরওয়ার মুর্শেদ বলেন, ‘সব বই বই নয়, ভালো বই জীবনকে বদলে দিতে পারে।’

বই পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে রয়েছে ইমদাদুল হক পাঠাগার, পিপুলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও ছাতারপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

উপস্থিত ছিলেন চিকিৎসক এ এস এম মুসা কবির, প্রকৌশলী নজরুল ইসলাম, আনিসুজ্জামান ও কুষ্টিয়ায় *প্রথম আলোর* নিজস্ব প্রতিবেদক তৌহিদী হাসান, প্রথম আলো কুষ্টিয়া বন্ধুসভার সভাপতি অনিক মাহমুদ, সাধারণ সম্পাদক নাবিলা নূর প্রমুখ।

বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও গ্রন্থাগারের প্রতিনিধিদের হাতে বই তুলে দেওয়া হয়। গতকাল বিকেলে কুষ্টিয়া শহরের একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সভাকক্ষে। ছবি : প্রথম আলো

এক দিনে ৯ জনের মৃত্যু

ডেঙ্গু পরিস্থিতি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। চলতি বছর এখন পর্যন্ত এক দিনে সর্বোচ্চ মৃত্যু এটি। শুক্রবার ডেঙ্গুতে দুজনের মৃত্যুর তথ্য দিয়েছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তর। এ নিয়ে চলতি মাসের ১২ দিনে ডেঙ্গুতে ৪৭ জনের মৃত্যু হলো। আর চলতি বছর মৃত্যু হলো মোট ২১০ জনের।

গতকাল শনিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় (শুক্রবার সকাল আটটা থেকে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত) ডেঙ্গু নিয়ে ৯১৫ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশন এলাকায় ৫ জন, বরিশালে ২ জন, ঢাকা উত্তর সিটি ও চট্টগ্রাম বিভাগে আরও একজন করে দুজন মারা যান।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিজ্ঞপ্তি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু নিয়ে সর্বোচ্চ ১৯৭ জন রোগী চট্টগ্রাম বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এরপর ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন এলাকার বিভিন্ন হাসপাতালে ১৭৫ জন, ঢাকা দক্ষিণ সিটিতে ১৫৬ জন, বরিশাল বিভাগে ১০৮, ঢাকা বিভাগে ১০০, খুলনা বিভাগে ৯৭, ময়মনসিংহ বিভাগে ৪৫, রাজশাহী বিভাগে ২৪, রংপুর বিভাগে ৯ ও সিলেট বিভাগে ডেঙ্গু নিয়ে ৪ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ সংক্রমণ ও মৃত্যু হয় গত বছর। তখন ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। আর মৃত্যু হয় ১ হাজার ৭০৫ জনের। গত বছর ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি ৩৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছিল সেপ্টেম্বরে। ওই সময় ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ৭৯ হাজার ৫৯৮ জন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যমতে, চলতি বছর এ পর্যন্ত ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ৪১ হাজার ৮১০ জন। এ বছর সবচেয়ে বেশি ১১২ ডেঙ্গু রোগীর মৃত্যু হয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে। এরপর ২৯ জনের মৃত্যু হয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে। ডেঙ্গুতে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের মধ্যে ৫০ দশমিক ৫ শতাংশ নারী ও ৪৯ দশমিক ৫ শতাংশ পুরুষ।

এ বছর ডেঙ্গুতে সবচেয়ে বেশি মারা যাচ্ছে ২৬ থেকে ৩০ বছর বয়সীরা। এ বয়সী আক্রান্তদের মধ্যে মারা যাওয়ার ব্যক্তির সংখ্যা ২৪ জন। তবে আক্রান্ত বেশি হচ্ছেন ২১ থেকে ২৫ বছর বয়সীরা। চলতি বছরে আক্রান্তের সংখ্যা ৬ হাজার ৫০২ জন।

করোনা
শনাক্ত ১ জনের

দেশে গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় ১ জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে। কারও মৃত্যু হয়নি। ইউএনবি, ঢাকা

নরসিংদীতে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা

ভারত শেখ হাসিনাকে ‘ট্রাভেল ডকুমেন্ট’ দিলেও সম্পর্কের অবনতি হবে না

প্রতিনিধি, *নরসিংদী*

গণ-অভ্যুত্থানের মুখে পালিয়ে যাওয়া সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভারত ‘ট্রাভেল ডকুমেন্ট’ দিলেও দেশটির সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের অবনতি হবে না বলে জানিয়েছেন অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। তিনি বলেছেন, ‘ট্রাভেল ডকুমেন্ট যেকোনো দেশ যেকোনো ব্যক্তিকেই ইস্যু করতে পারে। আমাদের তা ঠেকানোর কোনো উপায় নেই। তবে কোনো মামলায় যদি তাঁকে (শেখ হাসিনা) আদালত হাজির করতে নির্দেশ দেন, তাহলে আমরা যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করব।’

গতকাল শনিবার বিকেলে নরসিংদীর ঐতিহ্যবাহী সেবা সংঘ পূজামণ্ডপ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথাগুলো বলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা।

সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়েছে, ভারত সরকার বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার জন্য ট্রাভেল ডকুমেন্ট ইস্যু করেছে। ফলে দেশটি থেকে বিশ্বের যেকোনো দেশে ভিসা নিয়ে তিনি যেতে পারবেন।

প্রতিবেশী দুই দেশের সুসম্পর্ক উভয়ের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখ করে তৌহিদ হোসেন বলেন, ‘ভারতের সঙ্গে আমাদের কিছু বিষয়ে অস্বস্তি ছিল, সেটা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করব। আমাদের মধ্যে বিদ্যমান যে সম্পর্ক আছে, সেটা বজায় থাকবে। সম্পর্ক উন্নয়ন উভয়েরই দরকার। ভারতের যেমন আমাদের দরকার, তেমনি আমাদেরও তাদের দরকার।’

সারা দেশে পূজা উদ্‌যাপন সম্পর্কে পররাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, ‘দু-একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া দুর্গাপূজা উদ্‌যাপন সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে হচ্ছে। ছোটখাটো কোনো ঘটনা ঘটলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। আমরা আশাবাদী যে বাকি দিনগুলোয়ও কোনো প্রকার ঝামেলা ছাড়াই সুষ্ঠুভাবে পূজা উদ্‌যাপন সম্পন্ন হবে।’

আজ প্রতিমা বিসর্জন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হিন্দুধর্মের বিশ্বাস অনুযায়ী, মহালয়ার দিন ‘কন্যারূপে’ ধরায় আসেন দশভুজা দেবী দুর্গা, বিসর্জনের মধ্য দিয়ে তাঁকে এক বছরের জন্য বিদায় জানানো হয়। তাঁর এই ‘আগমন ও প্রস্থানের’ মধ্যে আশ্বিন মাসের শুক্লপক্ষের ষষ্ঠী থেকে দশমী তিথি পর্যন্ত পাঁচ দিন চলে দুর্গোৎসব। দোলায় বা পালকিতে আগমনের পর এবার দেবী দুর্গার গমন হচ্ছে ঘোটক বা ঘোড়ায়।

মণ্ডপে মণ্ডপে বিদায়ের সুর

গতকাল দুপুরের আগেই মহানবমী ও বিজয়া দশমীর পূজা শেষে দেবীর দর্পণ বিসর্জনের পরে বেলা সাড়ে ১১টা পর্যন্ত ভক্তরা মায়ের চরণে পুষ্পাঞ্জলি দেন। পরে এক মণ্ডপ থেকে অন্য মণ্ডপে ঘুরে দুর্গা দেবীর প্রতিমা দর্শন করে ভক্তরা মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করেন। তবে বিসর্জনের ক্ষণ এগিয়ে আসায় ভক্তদের মনে ছিল বিদায়ের সুর।

গতকাল বিকেলে রাজধানীর খামারবাড়িতে সনাতন সমাজকল্যাণ সংঘ পূজামণ্ডপ ও কলাবাগানে ধানমন্ডি সর্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন কমিটির মণ্ডপে গিয়ে দেখা যায়, ভক্তদের ভিড় তুলনামূলক কম। ছোট ছোট দলে অনেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে মণ্ডপে আসছিলেন, মাকে প্রণাম ও প্রার্থনা করে পুরোহিতের কাছ থেকে প্রসাদ নিয়ে অন্য কোনো মণ্ডপের উদ্দেশে চলে যাচ্ছিলেন। এ সময় সাউন্ড সিস্টেমে দুর্গাপূজাকে ঘিরে তৈরি বিভিন্ন গান বাজছিল।

বিকেল চারটার দিকে খামারবাড়িতে যান বনানীর বাসিন্দা সুমন সরকার। সঙ্গে ছিলেন সুমনের মা, স্ত্রী ও দুই সন্তান। তাঁরা প্রথমে মণ্ডপে দেবীর সামনে মাথা নত করে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করেন। পরে পুরোহিতের কাছ থেকে প্রসাদ নিয়ে প্রণামী দেন। পরে সুমন *প্রথম আলোকে* বলেন, ‘এবার মাকে আরাধনার জন্য আমরা কম সময় পেয়েছি। মায়ের চলে যাওয়ার সময় হয়েছে। মায়ের কাছে সবার জন্য মঙ্গল ও কল্যাণ কামনা করেছি।’

সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে বিসর্জন

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সন্ধ্যা সাতটার মধ্যে প্রতিমা বিসর্জন কার্যক্রম শেষ করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এবার ঢাকার মোট ১১টি স্থানে বিসর্জন দেওয়া যাবে।

বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সভাপতি বাসুদেব ধর মুঠোফোনে *প্রথম আলোকে* বলেন, দুপুরের পর থেকে বিসর্জনের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হবে। নির্দেশনা অনুযায়ী সন্ধ্যার মধ্যে বিসর্জন শেষ করা হবে।

১২৬ অস্ত্রধারী শনাক্ত, গ্রেপ্তার ১৯

প্রথম পৃষ্ঠার পর

আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হামলায় সরাসরি জড়িত ছিলেন। অনেকেই নজরদারিতে আছেন। তাঁদেরও গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে।

চট্টগ্রামে অস্ত্রধারীদের খোঁজ জানে না পুলিশ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রাম শহরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের পাশাপাশি আওয়ামী লীগের কিছু নেতা-কর্মীকেও আগ্নেয়াস্ত্র হাতে ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে গুলি করতে দেখা যায়। প্রত্যক্ষদর্শী ও ঘটনার সময় ধারণ করা ভিডিও ফুটেজ বিশ্লেষণ করে ১০ জনের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে। তাঁরা সবাই চট্টগ্রাম মহানগর যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা-কর্মী।

চট্টগ্রাম শহরে ছাত্র-জনতার আন্দোলন দমনে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে মহড়া দিতে দেখা গেছে যুবলীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সাবেক উপ-অর্থ সম্পাদক হেলাল আকবর চৌধুরী ওরফে বাবরকে। তিনি সাবেক শিক্ষামন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরীর অনুসারী হিসেবে পরিচিত। এ ছাড়া যুবলীগের কর্মী মো. তৌহিদ ও মো. ফিরোজকে আগ্নেয়াস্ত্র হাতে মহড়া দিতে দেখা গেছে। আগ্নেয়াস্ত্র হাতে আরও যাঁরা মহড়া দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন স্বেচ্ছাসেবক লীগের কর্মী মো. দেলোয়ার।

অস্ত্রধারীদের গত আড়াই মাসেও কেন গ্রেপ্তার করা যায়নি, তা জানতে চাইলে মহানগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (গণমাধ্যম) কাজী মো. তারেক আজিজ *প্রথম আলোকে* বলেন, থানায় হামলা ও অস্ত্র লুটের ঘটনায় মাঝখানে অভিযান চালানো যায়নি। অস্ত্রধারীদের বেশির ভাগই গা ঢাকা দিয়েছেন। এখন অস্ত্রধারীদের শনাক্ত করে তাঁদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে।

ফেনীতে ৯ জনকে হত্যায় অংশ নেওয়া ব্যক্তিরা ধরাছোঁয়ার বাইরে

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, ফেনী শহরের মহিপাল এলাকায় আন্দোলনকারীদের লক্ষ্য করে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা একে-৪৭-এর মতো দেখতে অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গুলি ছুড়ছেন। গত ৪ আগস্ট ওই ভিডিওটি ধারণ করা হয়। সেদিন গুলিতে মহীপালে চার শিক্ষার্থীসহ ৯ জন নিহত হন।

> বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আবদুল কাদের *প্রথম আলোকে* বলেন, পুলিশ এখনো পুরোপুরি সক্রিয় না হওয়ায় অস্ত্রধারীদের গ্রেপ্তার কার্যক্রম ধীরগতিতে চলছে। প্রকৃত অপরাধীদের যাতে দ্রুততম সময়ে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়, সেটি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশ এখনো পুরোপুরি সক্রিয় না হওয়ায় অস্ত্রধারীদের গ্রেপ্তার-কার্যক্রম ধীরগতিতে চলছে।

ভিডিও ফুটেজে যাঁদের হাতে অস্ত্র দেখা গেছে, তাঁদের মধ্যে দুজনের পরিচয় নিশ্চিত হওয়া গেছে। তাঁরা হলেন ফেনী জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি জিয়াউদ্দিন বাবলু এবং ফেনী সদরের কাজীরবাগ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুর রউফ।

মহীপাল এলাকা থেকে ধারণ করা কয়েকটি ভিডিও বিশ্লেষণ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা বলছেন, ৪ আগস্ট মহীপালে অন্তত ৩৩ জনের হাতে বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র ছিল। তাঁদের সবাইকে শনাক্ত করা হয়েছে। তাঁরা সবাই ফেনী জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক নিজাম হাজারীর অনুসারী।

তবে ৩৩ জন অস্ত্রধারীকে চিহ্নিত করা গেলেও গ্রেপ্তার হয়েছেন মাত্র একজন। তিনি হলেন ফেনী পৌরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ড ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ওসমান গণি ওরফে লিটন। তিনি ঘটনার দায় স্বীকার করে আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন।

যদিও ফেনী সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মর্ম সিংহ ত্রিপুরা বলেন, অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারে অভিযান চালাচ্ছেন তাঁরা।

নারায়ণগঞ্জে ১৪ জন চিহ্নিত

নারায়ণগঞ্জে ছাত্র-জনতার আন্দোলনে বিভিন্ন সময় (১৭ জুলাই থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত) প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্র প্রদর্শন ও হামলায় অংশ নিয়েছেন আওয়ামী লীগের বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মী। তখন প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেছিলেন, সাবেক সংসদ সদস্য শামীম ওসমান, তাঁর ছেলে অয়ন ওসমান, শামীমের বড় ভাই নাসিম ওসমানের ছেলে আজমেরী ওসমান, শামীমের শ্যালক তানভীর আহমেদ ও নারায়ণগঞ্জ মহানগর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক শাহ নিজামকে অস্ত্র নিয়ে মহড়া দিতে দেখা গেছে।

নারায়ণগঞ্জে অন্তত ১৪ জন অস্ত্রধারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে তাঁদের একজনকেও আইনের আওতায় আনা সম্ভব হয়নি।

জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, নারায়ণগঞ্জে যেসব অস্ত্রধারীদের চিহ্নিত করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে শামীম ওসমান, তাঁর ছেলে অয়ন ওসমান, শামীমের শ্যালক তানভীর আহমেদ এবং শামীমের ঘনিষ্ঠ শাহ নিজামের অস্ত্রের লাইসেন্স রয়েছে। যদিও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী, ৪ সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাঁদের কেউই বৈধ অস্ত্র জমা দেননি।

ফরিদপুরে ৩৩ জন চিহ্নিত

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের আগে গত ৩ থেকে ৫ আগস্ট পর্যন্ত তিন দিন ফরিদপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে, ভাঙ্গা রাস্তার মোড়, আলীপুর, হাসিবুল হাসান লাবলু সড়কসহ জেলা সদরের বিভিন্ন স্থানে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন স্থানীয় আওয়ামী লীগ এবং অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের কিছু নেতা-কর্মী। বিভিন্ন স্থানে তাঁরা ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়েছিলেন। যাঁরা অস্ত্র প্রদর্শন করেছেন, তাঁদের মধ্যে অন্তত ৩৩ জনের পরিচয় জানা গেছে।

অস্ত্র প্রদর্শনকারীদের মধ্যে ফরিদপুর পৌরসভার তিনজন সাবেক কাউন্সিলর রয়েছেন। তাঁরা হলেন মোবারক খলিফা, আবদুল হক ও গোলাম মো. নাসির। এ ছাড়া জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি তামিদুল রশিদ চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক ফাহিম আহমেদ, জেলা যুবলীগের আহ্বায়ক জিয়াউল হাসান এবং যুগ্ম আহ্বায়ক শাহ মো. সুলতানকেও অস্ত্র হাতে মহড়া দিতে দেখা গেছে। তবে প্রকাশ্যে অস্ত্র প্রদর্শন ও গুলি ছোড়ার ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়নি।

ফরিদপুর কোতোয়ালি থানার ওসি আসাদুজ্জামান *প্রথম আলোকে* বলেন, অস্ত্র প্রদর্শনের ঘটনায় থানায় কোনো মামলা হয়নি।

হবিগঞ্জে ১২ অস্ত্রধারী

গত ৪ আগস্ট হবিগঞ্জের বৃন্দাবন সরকারি কলেজের সামনে ছাত্র-জনতাকে লক্ষ্য করে হামলা চালান তৎকালীন সংসদ সদস্য আবু জাহিরের নেতৃত্বে অন্তত ১২ জন অস্ত্রধারী। সেদিন অস্ত্রধারীদের গুলিতে দুজন নিহত হন। আহত হন বেশ কয়েকজন।

এ বিষয়ে হবিগঞ্জ জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) রেজাউল হক খান *প্রথম আলোকে* বলেন, যাঁরা গুলি ছুড়েছেন, তাঁদের সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে।

অস্ত্রধারীরা ধরা পড়ছেন না

প্রথম আলোর প্রতিনিধিদের পাঠানো তথ্য অনুযায়ী, সিলেটে ১২ জন, জামালপুরে ৩ জন, সাভারে ২ জন এবং রাজশাহী, লক্ষ্মীপুর ও রংপুরে ১ জন করে অস্ত্রধারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তবে তাঁদের কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি।

একইভাবে ঢাকাতেও যেসব অস্ত্রধারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে, তাঁরাও এখন পর্যন্ত ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়েছেন। যেমন গত ৪ আগস্ট ঢাকার মিরপুরে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ছাত্র-জনতার ওপর হামলায় অংশ নেন মানিকগঞ্জ-১ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য এস এম জাহিদ। তিনি যুবলীগের সাবেক কেন্দ্রীয় নেতা। তাঁকে এখন পর্যন্ত গ্রেপ্তার করা যায়নি।

এর বাইরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় ২ আগস্ট উত্তরার জমজম টাওয়ার এলাকায় অস্ত্র হাতে মহড়া দিতে দেখা যায় ঢাকা উত্তর সিটির ৫৪ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর জাহাঙ্গীর হোসেনকে। তাঁর সঙ্গে আরও তিনজন অস্ত্রধারী ছিলেন। এ ছাড়া ছাত্রলীগের সাবেক নেতা হাসান মোল্লাকে অস্ত্র হাতে মহড়া দিতে দেখা গেছে গত ১৬ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায়। এ ছাড়া উত্তরার আজমপুর এলাকায় ৪ আগস্ট অস্ত্র হাতে মহড়া দিতে দেখা গেছে তুরাগ থানা ছাত্রলীগের সহসভাপতি মুরতাফা বিন ওমরকে। তাঁদের কাউকেই গ্রেপ্তার করা যায়নি।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক আবদুল কাদের *প্রথম আলোকে* বলেন, পুলিশ এখনো পুরোপুরি সক্রিয় না হওয়ায় অস্ত্রধারীদের গ্রেপ্তার-কার্যক্রম ধীরগতিতে চলছে। প্রকৃত অপরাধীদের যাতে দ্রুততম সময়ে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়, সেটি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী পুলিশ এখনো পুরোপুরি সক্রিয় না হওয়ায় অস্ত্রধারীদের গ্রেপ্তার কার্যক্রম ধীরগতিতে চলছে। প্রকৃত অপরাধীদের যাতে দ্রুততম সময়ে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়, সেটি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীগুলো নিশ্চিত করবে, ছাত্র-জনতা এমনটিই আশা করে।

[প্রতিবেদনে তথ্য দিয়ে সহায়তা করেছেন সংশ্লিষ্ট এলাকার **নিজস্ব প্রতিবেদক** ও **প্রতিনিধি**রা]

দাদনের ফাঁদে ইলিশ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাজারগুলোতে ঘুরে ঘুরে সংগ্রহ করেন তথ্য-প্রমাণ। সেগুলো নিয়ে করা হয় বিশ্লেষণ-গবেষণা। তা তুলে ধরা হয় বিশেষজ্ঞদের কাছে। পরামর্শ নেওয়া হয় আইনজ্ঞদের। তাঁদের বক্তব্য-মন্তব্যের সূত্র ধরে খোঁজা হয় ইলিশ-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর তৎপরতা।

অনুসন্ধানকালে আমাদের এক প্রতিনিধিকে স্থানীয় আড়তদারদের একজন ঠোঁট বাঁকিয়ে শুনিয়ে দিয়েছেন, ‘দ্যাশের মানুষ, গরিব মানুষ! হ্যারা ইলিশের দিকে তাকায় ক্যা? হ্যাগর লাগি তো এই মাছ না! এই মাছ খাইবে বড়লোকেরা…।’

কথাটা তুললে সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী শিহাব উদ্দিন খান *প্রথম আলোকে* বললেন, কৃত্রিমভাবে দাম বাড়িয়ে-কমিয়ে যদি ইলিশের বাজার অস্থির করা হয় এবং সে কারণে দেশের নাগরিকেরা যদি ইলিশ খেতে না পারেন, তাহলে সেটি আইনগতভাবে নাগরিকের অধিকার খর্ব করার শামিল।

ইলিশ বেচে জেলেরা ফেরেন দেনা নিয়ে

গত ২৫ সেপ্টেম্বর সকাল সাড়ে সাতটায় ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির মধ্যে বরগুনার পাথরঘাটা বিএফডিসি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে পৌঁছান আমাদের পাথরঘাটা প্রতিনিধি আমিন সোহেল। আসুন, তাঁর চোখ দিয়ে দেখি সেখানকার ঘটনাপ্রবাহ :

ইজিবাইক থেকে নামতেই মানুষের কোলাহল। একটু এগোলেই পাইকারি মাছের বাজারের দোতলা ভবন। এটি ঘিরেই বেচাকেনা, প্যাকেজিং ও পরিবহন ব্যবস্থাপনা চলে দিনব্যাপী। বিএফডিসির এই মূল ভবনের পেছনের ঘাটে সারি সারি মাছের ট্রলার নোঙর করা। কয়েকটি ট্রলার থেকে মাছ খালাসের কাজ চলছে। একটির মাছ নামানো শেষ হতেই নিরাপত্তারক্ষীর বাঁশিতে ফুঁ। এবার এফবি মরিয়ম নামের ট্রলারটি জেটির দিকে এগোতে থাকে। শক্ত হাতে সুকানি ধরে একজন ট্রলারটি ঘাটে ভেড়ালেন। ট্রলারের খোন্দল থেকে ঝিলিক দিয়ে উঠল রুপালি ইলিশ।

সুকানি ধরা সেই মাঝবয়সি হলা মাঝি (সহকারী মাঝি) এমাদুল হকের কাছে জানা গেল, সাত দিন আগে তাঁরা সাগরে গিয়ে গত সন্ধ্যায় এই ঘাটে ফিরে নোঙর করেছেন। মূল মাঝিসহ অর্ধেক সদস্য চলে গেছেন বাড়িতে। অর্ধেক আছেন, মাছ বিক্রি হলে যাবেন। এই ট্রলারের মালিকের নাম জসীম উদ্দিন। তিনি ট্রলার বুঝিয়ে দেন মূল মাঝিকে। মাঝিই ঠিক করেন দলবল। যেমন ইউনুস মাঝি তাঁর সহকারী বা হলা মাঝি ১ জন, বাবুর্চি ১ জন, মিস্ত্রি ১ জন এবং জেলে ১৩ জন, নিজেসহ মোট ১৭ জনের দল গঠন করে উঠেছেন এফবি মরিয়ম ট্রলারে। পদবি ভিন্ন হলেও তাঁরা সবাই আসলে জেলে; সবাই অংশ নেন মাছ শিকারে।

খোন্দল থেকে জেলেরা ইলিশ তুলছেন আর ঘাটশ্রমিকেরা হাতে গ্লাভস ও সাজি নিয়ে লাইন দিয়ে ট্রলারের সামনে দাঁড়িয়েছেন। মাথায় মাথায় ঝাঁপি বদল করে ইলিশ নিয়ে তাঁরা মেসার্স মা ফিশ নামের আড়তের চটে (মেঝেতে) ফেলছেন। এই আড়তের মালিকের নাম আবদুস সালাম।

চটে মাছ তোলা শেষ হতেই শুরু হলো নিলামের পালা। ঘিরে আছেন পাইকারেরা। আড়তদার সালাম হাঁক তুললেন, ‘দাম কন, দাম কন…।’ আব্বাস হোসেন, বাচ্চু গাজী ও জাকির মুন্সি নামের তিন পাইকার আঙুল দিয়ে টিপে টিপে ইলিশের অবস্থা পরখ করছেন দেখে আড়তদার বলে উঠলেন, ‘খারাপ না। দ্যাহন লাগবে না; একের (১ নম্বর) মাছ’ বলেই আবার হাঁক, ‘দাম কন, দাম কন।’

প্রথমেই ৫১ হাজার টাকা মণ দাম করলেন পাইকার জাকির মুন্সি। আড়তদার দুবার ৫১, ৫১ হাজার বলতেই আরেক পাইকার বললেন, ৫২ হাজার। আরেক পাইকার ৫৩; আরেকজন ৫৩ হাজার ৫০০। এভাবে বাড়তে বাড়তে এক পাইকার বলে বসলেন, ৫৬ হাজার। এবার সব যেন ঠান্ডা। আড়তদার আবদুস সালাম ‘৫৬…৫৬’ বললেও কেউ আর দাম বলছেন না। পরে ৫৬-১, ৫৬-২, ৫৬-৩ বলেই আবদুস সালাম শেষ করলেন নিলাম ডাকা। অবশেষে ৫৬ হাজার টাকা মণ দরে বিক্রি হয়ে গেল এফবি মরিয়ম ট্রলারের সব ইলিশ।

যে পাইকার কিনলেন, জানা গেল তাঁর নাম বাচ্চু গাজী। তিনি পাথরঘাটারই বাসিন্দা। মরিয়ম ট্রলারের ৫ মণ ইলিশ ২ লাখ ৮০ হাজার টাকায় কিনে নিলেন পাইকার বাচ্চু গাজী। এ ছাড়া তিনি ওই ট্রলারের বিভিন্ন প্রজাতির আরও ১ লাখ ২০ হাজার টাকার মাছ নিলামে কিনলেন।

এবার ওই পাঁচ মণ ইলিশ যাচ্ছে বাচ্চু গাজীর ঘরের চটে। আমরাও পিছু নিলাম। ইলিশগুলো চটে ফেলে আকার, সতেজতা ও উজ্জ্বলতা ভেদে আলাদা করা হলো। বেশির ভাগেরই ওজন ৮৫০ গ্রাম। এবার কর্কশিটের বাক্সে ২৫টি করে ইলিশ তোলা হলো। একেকটা বাক্সের ওজন হলো ২১ কেজি করে। পরে বাক্সগুলোতে বরফ ঢুকিয়ে স্কচটেপ পেঁচিয়ে প্যাকেজিং সম্পন্ন হলো।

বাচ্চু গাজীর চটে একইভাবে ৮৫০ গ্রামের আরও ৩৫ মণ ইলিশ কর্কশিটের বাক্সে ভরে খুলনা মেট্রো ড-১১-০৩৩৬ নম্বর ট্রাকে তুলে দেওয়া হলো। বিকেল সাড়ে পাঁচটার দিকে ট্রাকটি রওনা হলো খুলনার উদ্দেশে। ট্রাকচালক আল মামুন বললেন, এই মাছ খুলনার গোলচত্বর বা রূপসা ঘাটে নামাতে বলেছেন পাইকার। তবে জায়গা বদলাতেও পারে। তাঁরা যেখানে বলবেন, সেখানেই নামানো হবে।

ট্রাক রওনা করলে আমরা ফিরলাম ‘মা ফিশ’-এর মালিক আবদুস সালামের আড়তে। কথায় কথায় তিনি জানান, মরিয়ম ট্রলারের পাঁচ মণ ইলিশের ২ লাখ ৮০ হাজার ও অন্য মাছের ১ লাখ ২০ হাজার টাকা—এই মোট চার লাখ টাকার মাছ বিক্রি থেকে তিনি শতকরা আট টাকা কমিশন ধরে ৩২ হাজার টাকা পেয়েছেন। তিনি বলেন, ‘তবে ওই এফবি মরিয়ম ট্রলারে আমার ১০ লাখ টাকার দাদন দেওয়া আছে। সে কারণেই ৮ পারসেন্ট আড়তদারি কেটে রাখি। এভাবে সাতটা ট্রলারে ৭০ লাখ টাকা দাদন দিয়ে মাছ ব্যবসা চালাচ্ছি।’

আপনাদের দাদন ব্যবসার কোনো অনুমোদন আছে কি? জবাবে আবদুস সালাম *প্রথম আলোকে* তিনি বলেন, ‘অ জিগাইয়া হরবেন কী? পরে একসময় কমু আনে।’ আছে কি নেই প্রশ্ন করলে তিনি কোনো জবাব না দিয়ে হেঁটে যেতে থাকেন। তাঁর পিছু নিলে তিনি বলেন, ‘এহন কিছু কমু না। পরে চা-নাশতা খাইতে আইয়েন, নিরিবিলি কমু আনে।’

বোঝা গেল, দাদন চক্রের দ্বিতীয় ফাঁদে সালামের মতো আড়তদারেরা বসে আছেন। প্রথম ফাঁদে থাকেন ট্রলারমালিক নিজে। একেকটা ট্রলার তৈরি ও সাজানোর পেছনে খরচ হয় ৫০ লাখ থেকে ৯০ লাখ টাকার মতো। আরও বেশি দামের ট্রলারও আছে বিভিন্ন এলাকায়। এই ট্রলারের মালিকেরা দাদন যেমন নেন, তেমনি নিজেরাও আবার দাদন দিয়ে ‘কিনে’ নেন মাঝি ও তাঁর জেলে দলকে।

দাদন ছাড়াও ইলিশ ধরা একেকটা ট্রলার সাগরে যেতে হলে কয়েক লাখ টাকার বাজারসদাই লাগে। ডিজেল, বরফ, গ্যাস সিলিন্ডার থেকে শুরু করে সাত দিনের চাল-ডাল-তেল-লবণ, মসলাপাতি, সবজি, পান-সিগারেট-চা, খাওয়ার পানির ড্রাম পর্যন্ত। এসব কিনে দেন ট্রলারের মালিক। তবে নদীতে ইলিশ শিকারে এত কিছু লাগে না। সেখানকার পরিস্থিতি ভিন্ন। তা ছাড়া ইদানীং নদীতে ইলিশ নেই বললেই চলে।

এফবি মরিয়ম ট্রলারের হলা মাঝি এমাদুল হকের কাছে জানা যায়, তাঁদের ট্রিপের জন্য সাড়ে চার লাখ টাকার বাজার করে দেন ট্রলারের মালিক জসীম উদ্দিন। ১৫ সেপ্টেম্বর তাঁরা রওনা করেন সাগরে; কিন্তু আবহাওয়া খারাপ থাকায় দুই দিন পরেই ফিরে আসতে হয়। ওই ছোট ট্রিপে দুই লাখ টাকার মাছ পান। এবার পেলেন চার লাখ টাকার। দুই ট্রিপে ছয় লাখ টাকা। এ থেকে বাজারসদাইয়ের সাড়ে চার লাখ বাদ দিলে থাকে দেড় লাখ টাকা।

এবার দেখুন দাদনের শাঁখের করাতে কাটাকুটির খেলা। মাঝি ইউনুসকে ট্রলারমালিক জসীম দাদন দিয়ে রেখেছেন চার লাখ টাকা। এই দাদনের কমিশনের হার ৯ শতাংশ। ট্রলারমালিককে আবার আড়তদার আবদুস সালাম দাদন দিয়েছেন ১০ লাখ টাকা। এই দাদনের কমিশন ৮ শতাংশ। এখন জেলে-মাঝিরা দুই ট্রিপে যে মাছ ধরে এনেছেন, তার দাম ছয় লাখ টাকা। এই ছয় লাখ থেকে দাদনের কমিশন ৯+৮=১৭ শতাংশ কেটে রাখা হলো ওই দেড় লাখ টাকা থেকে। এই কর্তনের পরিমাণ দাঁড়ায় ১ লাখ ২ হাজার টাকা। তাহলে কেটেকুটে জেলে-মাঝিদের পাওনা থাকল ৪৮ হাজার টাকা।

আরও কথা আছে। মূল মাঝি ইউনুস দায়িত্ব নিয়ে দাদনের চার লাখ টাকা অভিজ্ঞতা অনুযায়ী বণ্টন করে নিয়েছেন দলের ১৭ জনের মধ্যে। আবার এত দামি ট্রলারের দায়িত্ব নিয়ে দলের নেতৃত্বও দিয়েছেন তিনি। তাই তাঁর পাওনাটা একটু বেশি—মাছ বিক্রির টাকার প্রতি লাখে এক হাজার করে; ছয় লাখে ছয় হাজার টাকা। সেটা বাদ দিলে থাকল ৪২ হাজার। এখান থেকে বাদ যাবে দলের ১৭ জনের হাতখরচ বাবদ দুই হাজার। থাকে ৪০ হাজার টাকা।

তাহলে যে জেলে-মাঝিরা পরিবার-পরিজন ফেলে জীবন বাজি রেখে ৯-১০ দিন সাগরে দিন-রাত একাকার করে ছয় লাখ টাকা দামের মাছ ধরে আনলেন, তাঁদের ভাগে শেষমেশ কত টাকা করে পড়ল? ১৫ হাজার টাকা ২১ ভাগ করলে প্রতি ভাগে পড়ে মাত্র ৭১৪ টাকা ২৯ পয়সা।

ভাগবাঁটোয়ারার এই নিয়ম মানতে বাধ্য জেলে-মাঝি সবাই। কারণ, ওই দাদন চক্র। মুখে মুখে হওয়া চুক্তির এসব শর্ত মানতে বাধ্য ওরা।

কাহিনির এখানেই শেষ নয়। ‘পাছে লোকে কিছু বলে’—যেন এই ভয়েই দাদনদার ট্রলারমালিক ওই ১৫ হাজারের সঙ্গে নিজেদের পকেট থেকে আরও ২৭ হাজার টাকা যোগ করে ৪২ হাজার বানিয়ে ২১ ভাগ করে প্রতি ভাগে ২ হাজার টাকা করে পাওয়ার দয়া দেখিয়ে জেলেদের বিদায় করেন। এই দয়ার আড়ালেও লুকিয়ে থাকে আরেক প্রহসন। বলে দেওয়া হয়, এই ২৭ হাজার টাকা ধার বা কর্জ হিসেবে দেওয়া হলো। পরের ট্রিপগুলোয় মাছ না পেলে কোনো দাবি নেই; তবে মাছ পেলে সেই মাছের দাম থেকে কর্জ সমন্বয় করা হবে।

নিরুপায় জেলেরা সেটাই মেনে নেন। তাতে করে হিসাব দাঁড়ায়, প্রত্যেকের ভাগে পড়ল ৭১৪ টাকা ২৯ পয়সার আয় আর ১ হাজার ২৮৫ টাকা ৭১ পয়সার দেনা। এভাবে এফবি মরিয়ম ট্রলারের ১৭ জন জেলে-মাঝি ৯-১০ দিনের জীবন-মরণ পরিশ্রমের বিনিময়ে একেকজনের ভাগ অনুযায়ী ৫৭১ টাকা ৪২ পয়সার দেনা ঘাড়ে নিয়ে বাড়ি ফিরে যান।

যাওয়ার আগে এফবি মরিয়ম ট্রলারের হলা মাঝি এমাদুল হক একটা দুঃখের হাসি দিয়ে বললেন, ‘৩০ বছর ধইরা গাঙ্গে মাছ ধরি। কিছুই লাভ অয় না। আমরা জাইল্লারা হোমান হোমান (সমান সমান)। লাভ সব হ্যাগর।’

দুই দিন পর খোঁজ নিতে এমাদুলের বাড়ি গেলে আলাপচারিতার সময় তাঁর ৩০ বছর বয়সী মেয়ে শিরীন আক্তার বললেন, ‘মা হালিমা বেগম দুই বছর ধরে আর দাদি রাবেয়া খাতুন তিন বছর ধরে অসুস্থ। দুজনের পিছে প্রতিদিন ৮০-১০০ টাকার ওষুধ লাগে। ছোট ভাই ইয়াসিন আরাফাতের কলেজে যাওয়া-আসায় লাগে ১০০ টাকা করে। ওর একটা চাকরি ছাড়া বাবার পক্ষে আর সংসার চালানো সম্ভব না।’

কানে বাজে আড়তদার আবদুস সালামের কণ্ঠ। নিলামের শুরুতেই দাম বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা থাকে কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেছিলেন, ‘মোরা তো চাই ইলিশের দামডা যাতে বেশি ওডে। তাইলে জইলারা দুইডা ট্যাহা বেশি পাইবে।’

বানরের রুটি ভাগের গল্পটা বাস্তবে দেখার পর আড়তদারের শেষ বাক্যটা তামাশা মনে হয় না? তবে ইলিশের দাম যাতে প্রথম দফাতেই বেশি ওঠে, সেই চেষ্টা কারবারিদের সবাই করবেন, এটাই স্বাভাবিক। কারণ, সবারই পিছে লেগে থাকে দাদনের জ্বালা।

[এই প্রতিবেদন তৈরিতে অংশ নিয়েছেন **আবুল কালাম মুহম্মদ আজাদ**, *রাজশাহী*; **এম জসীম উদ্দীন**, *বরিশাল*; **শেখ আল-এহসান**, *খুলনা* ও **আমিন সোহেল**, *পাথরঘাটা, বরগুনা*]

আগামী পর্ব : **দাদনের জাল ঢাকা থেকে সাগরে**

প্রতিবিপ্লব | অর্থনৈতিক সুশাসন না এলে পতিত শাসকদের প্রশাসনিক কাঠামোগুলো ঠিকই প্রতিবিপ্লবের চেহারা নিয়ে ফিরে ফিরে আসে।

‘আরব বসন্ত’ থেকে ‘বাংলা বসন্তের’ শেখার কী আছে

গণ-অভ্যুত্থানের শিক্ষা

মধ্যপ্রাচ্যে আরব বসন্তের পর নিচুতলার মানুষের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বাড়ালেও অর্থনৈতিক সংস্কার ছাড়া শেষমেশ শাসক-এলিটদের কর্তৃত্ব খর্ব করা যায়নি। গণ-অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের মানুষও রাজনৈতিক দুর্নীতির অতীতে ফিরতে অনিচ্ছুক। এ কারণে ‘বৈষম্যবিরোধী’ গণ-অভ্যুত্থানের অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের দর্শন খুঁজছে সমাজ। ‘আরব বসন্ত’ থেকে ‘বাংলা বসন্তের’ শেখার কী আছে, তা নিয়ে লিখেছেন

আলতাফ পারভেজ

আরব বসন্তের অন্যতম প্রধান স্লোগান ছিল ‘আশ-শাব ইউরিদ ইসকাত আন-নিজাম’ বা ‘জনগণ এই শাসনের পতন ঘটাবে।’ মিসরসহ অনেক দেশে জালিমদের সেই পরিণতি ঘটে। প্রায় দেড় দশক পর বাংলাদেশও অনুরূপ ‘এক দফা’র বাস্তবায়ন দেখেছে। তবে এসব শুধু এক-দুটি ‘দফা’র বাস্তবায়ন ছিল না। আরব বসন্তের মতো বাংলা বসন্ত ছিল রীতিমতো সামাজিক আত্মার অভ্যুত্থান তথা ইন্তিফাদা বা নাহদার মতো। কিন্তু তারপর কী? আরব বসন্তের সঙ্গে বাংলা বসন্তের আর কোনো তুলনা চলে? আর কিছু সবক নেওয়ার আছে কি না?

আরবে বসন্ত বেশ চঞ্চল ঋতু। ধূলিঝড় হয় তখন। সময়ের হিসাবে ভিন্নতা থাকলেও রাজনীতিতে ‘আরব বসন্ত’ এসেছিল ঝোড়ো তরঙ্গের মতোই। তিউনিসিয়ার হাবিব বোর্গিবা অ্যাভিনিউ থেকে শুরু। তারপর মিসরের তাহরির স্কয়ারের হয়ে ছড়িয়ে পড়া সে-ই ঢেউ এখনো থেমেছে বলে মনে করে না ওই দিকের রাজনৈতিক কর্মীরা। কিন্তু গণজাগরণের এই তরঙ্গকে তারা বৈপ্লবিক পরিবর্তনে অনুবাদ করতে পুরো সফল হয়েছে, এমনও বলা যায় না।

এখনকার দক্ষিণ এশিয়া ও তার আশপাশের সঙ্গে মৃদু হলেও মিল আছে মধ্যপ্রাচ্যের ‘বসন্তে’র। মিয়ানমারের জান্তাবিরোধী বসন্ত এখন সশস্ত্র হয়ে লড়ছে দেশজুড়ে বনে-জলে-স্থলে। শ্রীলঙ্কায় একই ধরনের তরঙ্গ দুই বছর পর নির্বাচনী বিজয় নিয়ে সবে ফিরল কলম্বোর কোট্টেতে। পাকিস্তানে ইমরানের কর্মীরা নির্বাচনে দারুণ চমকের পরও ক্ষমতা পায়নি। বাংলাদেশ আছে পথের মাঝামাঝি। এখানে ছাত্র-জনতা চেষ্টা করছে রাজনৈতিক সংস্কারের।

প্রশ্ন উঠেছে, এশিয়ার দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে কাছাকাছি থাকা এই দেশগুলো কি গণ-অভ্যুত্থান-পরবর্তী আরব বসন্তের ভুলগুলো এড়িয়ে যেতে পারবে? নাকি ধারাবাহিক অস্থিরতা-সহিংসতা, আদর্শগত বিরোধ, ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আর আমলাতন্ত্রের অসহযোগিতায় তারা রাজনৈতিক পরিবর্তনে ব্যর্থ হয়ে যাবে? এ রকম জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে চলতি বাংলাদেশকে নিয়ে আমরা গত দশকের মিসর-লিবিয়া-সিরিয়া-তিউনিসিয়ায় ঘুরে আসতে পারি। হয়তো এ রকম ফিরে দেখা জরুরিও।

অর্থনৈতিক সংস্কার ও পুরোনো এলিটদের কর্তৃত্ব

আরব বসন্তের ভেতর দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে সমাজের নিচতলায় মানসিক একটা জাগরণ ঘটে যায়। ভয়ের সংস্কৃতি পেছনে ফেলে জেগে ওঠে মানুষ। বসন্তের শুরুই হয়েছিল শ্রমজীবীদের দ্বারা। চলমান অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও উৎপাদন সম্পর্কে বিপর্যস্ত ছিল তারা। স্বাভাবিকভাবে অভ্যুত্থানের ঢেউয়ে কুখ্যাত শাসকেরা একের পর এক বিদায় নেওয়া শুরু করলে প্রায় সব সামাজিক গোষ্ঠী বহুকালের বঞ্চনা ও নিপীড়নের প্রতিকার চাইতে শুরু করে। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত-নিম্নবিত্ত চাইছিল আয় ও বাজারদরে ভারসাম্য থাকুক।

নতুন শাসকদের পক্ষে এসব প্রত্যাশা পূরণ সহজ ছিল না। গণতান্ত্রিক পন্থায় বাজার মাফিয়া ও পুরোনো কুলীনদের প্রভাবের জায়গা থেকে সরানো দুরূহ ছিল। অভ্যুত্থানে নিচুতলার মানুষের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ বাড়ালেও অর্থনৈতিক সংস্কার ছাড়া শেষমেশ শাসক-এলিটদের কর্তৃত্ব খর্ব করা যায়নি।

‘বসন্তে’র সময় বা পরে উত্তাল আরবে প্রায় কোনো রাজনৈতিক শক্তির অর্থনৈতিক কাঠামো সংস্কারের বিস্তারিত ইশতেহার ছিল না। কেবল তিউনিসিয়ার নেতৃত্ব এ বিষয়ে কিছুটা মনোযোগী ছিল। কিন্তু দেশটিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরিসর কমছে এখন। সদ্য শেষ হওয়া নির্বাচনে দেখা গেল প্রেসিডেন্ট কাইস সাইদের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের অন্তত নয়জন আগাম সাজা বা গ্রেপ্তারের মুখে পড়েছেন। ফল হিসেবে ভোটকেন্দ্রে আসে মাত্র ২৯ শতাংশ ভোটার। অথচ আরব বসন্ত কেবল তিউনিসিয়ায় খানিক ‘সফল’ বলে মনে করা হতো।

আদর্শিক বিবাদ, নতুন একনায়ক, বিদেশি হস্তক্ষেপ

যেকোনো দেশে দীর্ঘ দুঃশাসনের একটা পার্শ্বফল হয় রাজনৈতিক নেতৃত্বের শূন্যতা। গত দশকের শুরুতে আরব দেশগুলোতেও সেটা ঘটে। গণ-আন্দোলনের তরঙ্গে পুরোনো শাসকেরা অপসারিত হওয়ার পর সেখানে তাৎক্ষণিকভাবে রাজনৈতিক শূন্যতা তৈরি হয়। গণ-আন্দোলন এ রকম প্রতিটি দেশে রাজনীতিতে মানুষের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলে।সমাজের এই বাড়তি রাজনৈতিক আগ্রহকে পুঁজি করে গণতন্ত্রপন্থী ধর্মনিরপেক্ষদের পাশাপাশি ধর্মরাষ্ট্র কায়েমে ইচ্ছুক গোষ্ঠীগুলো এত দিনকার রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণে তৎপর হয়। এ রকম দুই পক্ষের টানাপোড়েনে অন্তর্বর্তীকালীন ঐক্যের শক্ত কোনো কাঠামো টিকিয়ে রাখা যায়নি অনেক জায়গায়। তাতে দেশে দেশে স্বৈরাচারদের রেখে যাওয়া সামরিক-বেসামরিক আমলাকাঠামো নতুন শাসকদের পুরোনো আদলে গড়ে তুলতে শুরু করল।

সে লক্ষ্যে প্রথম পছন্দ হলো আন্দোলনের ভেতরকার ‘স্থিতিশীলতা’র পক্ষের দক্ষিণপন্থীরা। কিন্তু শেষোক্তরাও বিভিন্ন তরিকার দেয়াল অতিক্রম করে কাছাকাছি থাকতে পারেনি। আদর্শিক দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে তারা। ক্ষমতা-শূন্যতার মধ্যেই গণজোয়ারের মূল সুর ধারণ করে কেউ কেউ সমাজকে বহুত্ববাদের পথে এগিয়ে নিতে চাইলেও বিপরীতমুখী প্রচেষ্টাই দেখা গেল প্রবল। শেষোক্তরা স্থিতিশীলতার দোহাই দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি-ধর্ম-লিঙ্গের বিশ্বাস ও অভ্যাসের বাড়তি কর্তৃত্ব চাইল।

তিউনিসিয়ায় এনহাদা কিংবা মিসরে ব্রাদারহুড কেউই ভাবেনি প্রতিপক্ষ আসলে পুরোনো রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতরকার ‘ডিপস্টেট’, বহুত্ববাদীরা নয়। এটা বুঝে ওঠার আগেই ব্রাদারহুড সামরিক আমলাতন্ত্রের হাতে শত শত কর্মী হারাল। এ বিপর্যয়ে বিস্ময়করভাবে তাদেরই কাছাকাছি সালাফি আদর্শের নূর পার্টি নতুন নিপীড়ক শক্তির পক্ষ নিল।

ব্রাদারহুড ও আল-নুরের দ্বন্দ্বের এক করুণ ফল এখনকার মিসর। ইতিহাসের বর্বরতম এক জেনারেলের অধীনে আছে দেশটি। আরব বসন্তের মধ্যে আন্দোলনের শক্তির আদর্শিক কোন্দল কোথাও কোথাও গৃহযুদ্ধেও পরিণত হয়েছে। যেমন সিরিয়া-লিবিয়া-ইয়েমেন।

আরব বসন্তের আরেক অমীমাংসিত সূচি ছিল ঔপনিবেশিক ধাঁচের সিভিল-মিলিটারি সম্পর্কের সংস্কার। এটা স্পর্শকাতর বিষয় হয়ে সংস্কারের টেবিলের বাইরে রাখার সুযোগ ভালোভাবে নিয়েছে বিদেশি শক্তিগুলো। অভ্যুত্থানের মেঠো শক্তিগুলোর মধ্যে যত উপদল তৈরি হয়েছে মিসর-সিরিয়া সর্বত্র জেনারেলদের সহায়তায় তত বেশি বিদেশি হস্তক্ষেপ বেড়েছে।

এ রকম লাগাতার হস্তক্ষেপ প্রায় প্রতিটি দেশে নবসৃষ্ট ‘রাজনৈতিক রেনেসাঁ’র ক্ষতি করেছে আন্তর্জাতিক মহল। সিরিয়া-লিবিয়া-ইয়েমেন-বাহরাইনে সেটা ঘটে মোটাদাগে। বাহরাইন-ইয়েমেনে সৌদিদের এবং লিবিয়া-সিরিয়ায় পশ্চিমাদের হস্তক্ষেপ ওসব দেশে ‘বসন্ত’কে রীতিমতো রূঢ় গ্রীষ্মে পরিণত করেছে।

এ রকম অনেক দেশে ধর্মনিরপেক্ষ সিভিল সোসাইটি নিজেদের সাংগঠনিক দুর্বলতা বাইরের শক্তির সমর্থন দিয়ে পুষিয়ে নিতে গিয়ে পুঁজিতান্ত্রিক অর্থনৈতিক মডেলের কঠোর কোনো স্থানীয় সংস্কারে যায়নি। তাতে জনমানস গণ-অভ্যুত্থানের অর্থনৈতিক প্রাপ্তি নিয়ে অস্পষ্টতায় পড়েছে। কারও কারও এ রকম বোধও তৈরি হয়েছে ‘আগেই তো ভালো ছিলাম।’

বিশেষ করে সিরিয়া-লিবিয়া-তিউনিসিয়ায় কখনো আইএস—কখনো অজ্ঞাতপরিচয়ধারীদের হামলায় হুটহাট বিপুল মানুষ মরছে। আকাশে যখন-তখন হানা দিচ্ছে নানান দেশের মিসাইল আর যুদ্ধবিমান। অতীতের চেয়ে বর্তমান যেন সেখানে বেশি ভয়ংকর।

প্রতিবিপ্লব যে চেহারায় আসে

আরব বসন্তের পর নিচুতলার মানুষেরা পুরোনো অর্থনৈতিক বঞ্চনার শুভ সমাধান আশা করছিল। কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতায় অনেক দেশেই মুদ্রার মান পড়ে যায়, দ্রব্যমূল্য বাড়ে। দেশ-বিদেশের অনেক বিনিয়োগকারী চলে যাওয়ায় খরা তৈরি হয় শ্রমবাজারে। এসবই ২০১৮ সালে দ্বিতীয়বার মধ্যপ্রাচ্যের অনেক জায়গায় প্রতিবাদ-বিক্ষোভের তরঙ্গ তৈরি করে। বাংলাদেশে যেভাবে ছাত্র আন্দোলনের তৃতীয় তরঙ্গে ‘৩৬ জুলাই’ তৈরি হয় বহু শ্রেণিপেশার জীবনযন্ত্রণার যোগফল হিসেবে।

সব মিলে বিশ্ববাসীর বিপুল মনোযোগ পেলেও আরব বসন্তের এখনকার ইমেজ সফলতার নয়। নির্বাচনে তুমুল জনসমর্থন সত্ত্বেও তিউনিসিয়ায় এনহাদা বা মিসরে ব্রাদারহুড বসন্তকে ফলেফুলে বিকশিত করতে পারেননি। তবে এ রকম প্রায় সব দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোনো কর্মীরা বলছেন তাঁরা এখনো হাল ছাড়ছেন না। বসন্ত দখলের লড়াই ‘রুটি-স্বাধীনতা-ন্যায়বিচারে’র জন্য সফলতা-ব্যর্থতার ভেতর দিয়েই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে চালিয়ে নিতে চায় তারা জনতা বনাম সরকারগুলোর দাবা খেলার আদলে। তারা আফ্রিকা ও এশিয়ার দক্ষিণে সম্প্রতি আরব বসন্তের ঢেউ ছড়িয়ে পড়ার ইঙ্গিত দিয়ে বলছে, ইউরোপীয় দক্ষিণপন্থার বিপরীতে আরব বসন্তের আদি চেতনাই বিশ্বব্যবস্থার একমাত্র শুভ ভবিষ্যৎ।

বাংলাদেশসহ আশপাশের কয়েকটি দেশ এখন একই রকম এক শুভ ভবিষ্যতের জন্য লড়ছে। আরব বসন্তের মতো বাংলা বসন্ত কেবল রাজপথের রাজনীতিতে নয়, সামাজিক পরিসরেও একধরনের মনোজাগতিক অভ্যুত্থান ঘটিয়েছে যা মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক রেনেসাঁসের সঙ্গে তুলনীয়। সমস্যা বেধেছে সব শ্রেণিপেশার মানুষ পরিবর্তন চাইছে দ্রুত। বিশেষ করে তিউনিসিয়ার ‘মুহাম্মেদ বওয়াজিজি’র মতো নিম্নবিত্তের বাংলাদেশিরা।

অন্তর্বর্তীকালীন নেতৃত্বশক্তির সামনে তাই চ্যালেঞ্জ বিপুল। একদিকে পুরোনো কায়েমি শক্তি—অন্যদিকে নতুন আকাঙ্ক্ষার সংঘাত মিয়ানমারকে সশস্ত্র করেছে, পাকিস্তানে গভীর নিম্নচাপ তৈরি করছে। শ্রীলঙ্কায় আমলাতন্ত্রকে কোণঠাসা করে নির্বাচন আদায় করতে গিয়ে বামপন্থী জেভিপি বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের সঙ্গে আপস করলেও ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের কেন্দ্রে রেখে নতুন এক অর্থনৈতিক মডেলের কথা বলে স্বরাজের ভরসা ধরে রেখেছে। ব্যক্তি ফ্যাসিবাদের পর তারা অর্থনীতির কাঠামোগত ফ্যাসিবাদ হটানোর কথা বলে উদ্দীপনা ছড়িয়েছে গ্রামেও।

বাংলাদেশেরও আগামী দুই বছর উদ্দীপনা, উত্তেজনা, উদ্বেগে কাটবে। আপাতত শাসন-সংকট দক্ষিণপন্থাকে উৎসাহিত করলেও মধ্যপন্থীরা এখনো হাল ছাড়তে অনিচ্ছুক। আরব বসন্তের পর তরুণেরা নীতিনির্ধারণে ঢুকতে পারেনি। বাংলাদেশে সেটা হয়েছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক মহল হাত গুটিয়ে এখানে সংস্কারকে এগিয়ে নিতে দেবে কি না, তার ওপর নির্ভর করছে বহু কিছু।

মানুষ এখনো রাজনৈতিক দুর্নীতির অতীতে ফিরতে অনিচ্ছুক। পাশাপাশি ‘বৈষম্যবিরোধী’ গণ-অভ্যুত্থানের অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের দর্শন খুঁজছে সমাজ। ছয়টি কমিশনের মধ্যে একটিও অর্থনৈতিক খাত নিয়ে না হওয়া বিস্মিত করেছে একই সমাজকে।

বেকারি আর দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে ক্লান্ত এই জনসমাজকে চরমপন্থার উর্বর জমিন করে তোলা কঠিন কাজ নয়। সেটা ছদ্মভারত-বিরোধিতা থেকে শুরু করে ওড়না-হিজাবের মতো আপাত-অরাজনৈতিক বিষয় সামনে রেখেও হতে পারে। সম্ভবত হচ্ছেও।

আরব বসন্ত শেষে ওদিকের বহু সমাজের একই নিয়তি ঘটে। এর মোকাবিলায় ‘নাহদা’ তথা জাগরণ ধরে রাখতে গ্রাম-শহরজুড়ে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের যে প্রশিক্ষণ এবং নতুন যে অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের দরকার, তার সংগঠক নিতান্ত কম। হঠাৎ হঠাৎ তৈরি হওয়া প্রতিক্রিয়াশীল ‘মব’ ঠেকাতে, এ রকম সংগঠকদের ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে।

আরব বসন্তে সামাজিক-যোগাযোগমাধ্যম জনযোগাযোগের কাজ করেছিল। বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু এই মাধ্যম এখন ‘মব’ তৈরির বড় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কোথাও কোথাও স্থানীয় সমাজের নানান সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের ওপর হামলা চলছে। ধীরে ধীরে যা একটা সাংস্কৃতিক প্রতিবিপ্লবের চেহারা নিয়ে হাজির হওয়ার শঙ্কা বাড়াচ্ছে। কে কী পোশাক পরবে, রাস্তাঘাটে নারীদের কাছে সে রকম জবাবদিহি চাওয়ার লোক হঠাৎ বেশে বেড়েছে।

এসব সাংস্কৃতিক উদ্বেগের মধ্যেও মানুষ চাইছে শহীদের রক্তের দাগ শুকিয়ে যাওয়ার আগেই তাদের বসন্তে পলাশ ফুটুক। ইতিমধ্যে এই মানুষদের বিশ্বাস জন্মেছে পরিবর্তন সম্ভব, এবং শত (অপ)চেষ্টাতেও বেন আলী, মুবারক, ওমর আল বশিররা ফিরে আসতে পারেন না। কিন্তু অর্থনৈতিক সুশাসন না এলে পতিত শাসকদের প্রশাসনিক কাঠামোগুলো ঠিকই প্রতিবিপ্লবের চেহারা নিয়ে ফিরে ফিরে আসে।

সব জায়গায় সব বসন্তে হয়তো পলাশ-কিংশুক সময়মতো ফোটে না এবং ফুল না ফুটলেও বসন্ত আসেই। কিন্তু কেবল পলাশই বসন্তকে বসন্ত করে তোলে। আর যখন কোনো বসন্তে পলাশ ফোটে না, মানুষ তখন নিশ্চিতভাবেই পরের বসন্তের জন্য বাড়তি আগ্রহে অপেক্ষা করে।

● **আলতাফ পারভেজ** গবেষক, লেখক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় দেয়ালে তরুণ প্রজন্ম তাদের প্রত্যাশার কথা লিখেছে

■ আরব বসন্তের ভেতর দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যে সমাজের নিচতলায় মানসিক একটা জাগরণ ঘটে যায়। ভয়ের সংস্কৃতি পেছনে ফেলে জেগে ওঠে মানুষ।

■ বাড়তি রাজনৈতিক আগ্রহকে পুঁজি করে গণতন্ত্রপন্থী ধর্মনিরপেক্ষদের পাশাপাশি ধর্মরাষ্ট্র কায়েমে ইচ্ছুক গোষ্ঠীগুলো এত দিনকার রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণে তৎপর।

অস্থিসন্ধি সুস্থ রাখার উপায়

ভালো থাকুন

অধ্যাপক ডা. মো. নজরুল ইসলাম,
বিভাগীয় প্রধান, অর্থোপেডিক বিভাগ,
হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট হাসপাতাল,
মগবাজার, ঢাকা

আমাদের দেহে ২০৬টি হাড় রয়েছে। দুটি হাড় বা অস্থি যেখানে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়, তাকেই অস্থিসন্ধি বলে। অস্থি, মাংসপেশি ও লিগামেন্ট দিয়ে অস্থিবন্ধনী তৈরি হয়। লিগামেন্ট কিছুটা স্থিতিস্থাপক, শক্ত, সাদা বর্ণের বিশেষ ধরনের মাংসপেশি। এটি হাড়ের গাঁথুনিতে শক্ত রশির মতো কাজ করে। লিগামেন্ট ও মাংসপেশির জন্যই অস্থিসন্ধিতে হাড় শক্তভাবে লেগে থাকে।

শরীরে অনেক অস্থিসন্ধি রয়েছে; যেমন হাঁটু, ঘাড় ও কোমরের অস্থিসন্ধি। যেকোনো ধরনের নড়াচড়া, এমনকি শোয়া পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত হয় অস্থিসন্ধি দিয়ে। শরীরের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এ অস্থিসন্ধিগুলো সুস্থ রাখতে ছোটবেলা থেকেই যত্ন নেওয়া প্রয়োজন।

করণীয়

- ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা জরুরি। ওজন বাড়লে শরীরের ভার বহনকারী জয়েন্টগুলোতে চাপ পড়ে। ফলে জয়েন্ট ক্ষয় হতে থাকে। এতে অস্টিওআর্থ্রাইটিস হওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়।
- নিয়মিত ব্যায়াম করলে অস্থিসন্ধির চারপাশের মাংসপেশি ও লিগামেন্ট শক্তিশালী হয় এবং ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পায়। ব্যায়ামের ফলে ওজন কমে এবং অস্থির জয়েন্টের টান ও চাপ কমে।
- শক্তিশালী পেশি জয়েন্টকে ভালো সাপোর্ট দিতে পারে। উরুর পেশি শক্তিশালী হলে হাঁটুর অস্টিওআর্থ্রাইটিস হওয়ার ঝুঁকি কমে। পেট ও পিঠের শক্তিশালী পেশি ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য করে। ভারোত্তোলন পায়ের পেশি তৈরি করতে সাহায্য করে। পেশি ভালো রাখতে ইয়োগা উপকারী।
- দাঁড়ানো, বসা বা শোয়ার সময় সঠিক দেহভঙ্গি বজায় রাখুন। সঠিক দেহভঙ্গি পেশি ও লিগামেন্টের চাপ কমায়। তিন ঘণ্টার বেশি সময় পায়ের ওপর পা তুলে বসলে কাঁধ, কোমর ও পিঠের জয়েন্টে পরিবর্তন এবং ব্যথা সৃষ্টি হয়। দীর্ঘ সময় উঁচু হিলযুক্ত জুতা পরা ঠিক নয়।
- সুষম খাদ্যাভ্যাস জরুরি। ওজন কমাতে হঠাৎ করে অতিরিক্ত খাবার নিয়ন্ত্রণ হাড়ের ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলে। তাই স্থূলকায় ব্যক্তিরা ধীরে ধীরে খাবার নিয়ন্ত্রণ করুন।
  - নিয়মিত ক্যালসিয়াম, আয়রন, আয়োডিনসমৃদ্ধ খাবার খান। এগুলো হাড়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।
  - প্রসূতি মায়েরা প্রসবের পর দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকবেন না।
  - বিভিন্ন ধরনের মাছ ও মাছের তেল অস্থিসন্ধির ব্যথা দূর করতে কার্যকর।

  মাছের তেলে রয়েছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড। যদি অস্থিসন্ধিতে ব্যথা থাকে, তবে খাদ্যতালিকায় মাছের তেলের ওপর গুরুত্ব দিন। অস্থিসন্ধির ব্যথায় অনেক সময় গ্লুকোসামাইন সাপ্লিমেন্ট দেওয়া হয়। হলুদ দেহের অস্থিসন্ধির ব্যথা দূর করতে কার্যকর। বাদামে আছে ম্যাগনেশিয়াম, আই-অ্যারজিনিন ও ভিটামিন ই; যা দেহের প্রদাহ দূর করতে কার্যকর। চিনাবাদাম, কাঠবাদাম, অ্যামন্ড ও অন্যান্য বাদাম রাখুন খাদ্যতালিকায়।
- ক্যালসিয়াম দেহের হাড়ের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। দুধ, দই ও পনিরে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম। যাঁরা দুধজাতীয় খাবার খেতে পারেন না, তাঁরা যেসব সবজি ও বীজে ক্যালসিয়াম রয়েছে, সেসব খেতে পারেন।

» আগামীকাল পড়ুন : বিছানায় শিশুর প্রস্রাব

ঘরেই ২৩ ঘণ্টায় এভারেস্টের সমান উচ্চতা অতিক্রম

বিচিত্র

ইউপিআই

শন গ্রিসলি। ছবি : গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের সৌজন্যে

ধৈর্য আর ইচ্ছাশক্তি যে কল্পনাতীত দুঃসাধ্যকেও হার মানাতে পারে, তা প্রমাণ করলেন শন গ্রিসলি। যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসের এই ব্যক্তি ঘর থেকে না বের হয়েই জয় করলেন নিজের ‘এভারেস্ট’।

নিজের ঘরের ছোট ছোট সিঁড়িকে যেন বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গে পরিণত করেছেন শন। সেই সিঁড়িতে টানা প্রায় ২৩ ঘণ্টা ওঠানামা করে এভারেস্টের উচ্চতার সমান দূরত্ব অতিক্রম করেছেন তিনি। এর মধ্য দিয়ে গড়েছেন বিশ্ব রেকর্ড।

একসময় তীব্র মানসিক সমস্যার সঙ্গে লড়াই করেছেন শন। বিশেষ করে করোনা মহামারির সময় অনেক বেশি ভুগতে হয়েছিল তাঁকে। এ কারণে একসময় সিদ্ধান্ত নেন, মানসিকভাবে ভেঙে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোর। আত্মহত্যা ঠেকাতে একটি তহবিল গঠনের স্বপ্ন ছিল তাঁর। আর এ স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতেই বিশ্ব রেকর্ড গড়ার বিষয়টি মাথায় আসে শনের।

নিজের বাড়ির সিঁড়িতে টানা প্রায় ২৩ ঘণ্টা ওঠানামা করে ২৯ হাজার ৩১ ফুট সাড়ে ৫ ইঞ্চি উচ্চতার সমান পথ অতিক্রম করেন শন গ্রিসলি। সিঁড়ি দিয়ে ওঠানামা করে সবচেয়ে দ্রুততম সময়ে এভারেস্টের উচ্চতার সমান পথ পাড়ি দেওয়ায় গিনেস বুকে নাম উঠেছে তাঁর।

শন রেকর্ড গড়ার প্রক্রিয়াটি ইউটিউবে লাইভস্ট্রিম করেছেন। এটি শেষ করতে তাঁর সময় লেগেছে ২২ ঘণ্টা ৫৭ মিনিট ২ সেকেন্ড।

শন গ্রিসলি গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসকে বলেন, ‘আমি এই রেকর্ড গড়ার সিদ্ধান্ত নিই। কারণ, এর আগে কেউ তা করেননি। আমি আত্মহত্যা ঠেকাতে অর্থ সংগ্রহ করতে চাইতাম। একসময় ভেবে দেখলাম, এ দুটি লক্ষ্যকে মিলিয়ে একটি বড় লক্ষ্যে পরিণত করতে পারি। কোভিড-১৯ মহামারি যখন প্রায় শেষ হয়ে আসছিল, তখন আমি ভয়াবহ মানসিক সমস্যা এবং বেশ কিছু জটিলতার সঙ্গে লড়াই করছিলাম। এ কারণে অনুদান সংগ্রহের বিষয়টি আমার কাছে অনেক বেশি আবেগের।’

এই রেকর্ড গড়ার জন্য নিজেই কিছু নিয়ম যোগ করেছেন শন। এর মধ্যে একটি হলো, ওঠানামার সময় সিঁড়ির রেলিং ধরা যাবে না। তাঁর ভাষায়, ‘এভারেস্টে চড়ার সময় তো আপনি সেটি (রেলিং) পাবেন না।’

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৪৯২

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

মানসিক অবসাদের ফলে যে কোষ্ঠকাঠিন্য হয়, তার সমাধান কী?

দ্রুত হজমের জন্য পর্যাপ্ত পানি খেতে ভুলবেন না।

কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে ম্যাগনেশিয়াম সহায়ক। তবে ৮০ শতাংশ মার্কিন নাগরিক প্রতিদিনের খাবারে প্রয়োজনীয় ম্যাগনেশিয়াম পায় না। তা ছাড়া মানসিক চাপে থাকলে মূত্রের সঙ্গে ম্যাগনেশিয়ামও চলে যেতে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্য, ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম এবং মানসিক অবসাদ ম্যাগনেশিয়াম স্বল্পতার লক্ষণ হতে পারে।

‘স্বাস্থ্যবটিকা’র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

শব্দভেদ

১		২		৩		৪	৫
		৬					
৭	৮					৯	
			১০		১১		
১২		১৩			১৪		১৫
১৬	১৭			১৮			
			১৯			২০	
২১					২২		

বাঁ থেকে ডানে : ১. খাদ্য। ৪. পিঞ্জর। ৬. নিস্তব্ধতা ও ভয়াবহতাসূচক। ৭. আসবাব। ৯. গলার আওয়াজ। ১০. একটি ভেষজ উদ্ভিদ। ১৩. আঘাত। ১৪. শালিকজাতীয় সুকণ্ঠি পাখি। ১৬. বস্ত্র। ১৮. হাস্য করা। ১৯. চলে গেছে এমন। ২০. পানিতে নিমজ্জন। ২১. অবিরাম দম আওয়াজ। ২২. অপরাধের জন্য পূর্বদণ্ডিত।

ওপর থেকে নিচে : ১. স্পষ্ট। ২. উক্তি। ৩. পথিক। ৫. গায়ে জড়ানোর আলোয়ান। ৮. নিষেধ। ৯. নিজের। ১০. নিহত। ১১. অন্ধকার। ১২. কীট। ১৩. গ্রীবা। ১৫. তহশিল অফিসের প্রধান কর্মচারী। ১৭. পুবের বিপরীত। ১৮. হস্ত। ১৯. আটার উৎস। ২০. তবলার সঙ্গে বাজানো হয় যা।

গত সমস্যার সমাধান

খ	ড়	খ	ড়ি		দ	র	
ণ্ডি		ব		চা	ল		ঘা
ত	দা	র	ক		ব	রা	ত
	বা	দা		চি	ল		ক
বা	ন	র	লা	ঠি		ভা	
	ল		ঙ		চি	বা	নো
লা		ঝ	ল	কা	নি		য়া
ভা	রি	ক্কি		ছ		দা	নো

রিপলি’স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

খ্রিষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দে মাটির ফলকে কিউনিফর্ম লিপিতে লেখা একটি ‘হারিয়ান’ গান পাঠোদ্ধার করে পরিবেশন করেছেন ব্রিটিশ কম্পোজার মাইকেল লেভি। প্রাচীন সংগীত নতুন করে পরিবেশন করে জনপ্রিয় হয়েছেন তিনি।

ইঁদুর এত দ্রুত বংশবিস্তার করে যে দেড় বছরের মাথায় দুটি ইঁদুরের আত্মীয়স্বজনের সংখ্যা দাঁড়ায় ১০ লাখের বেশি!

মার্কিন মুলুকের টায়ার ও রাবার কোম্পানি ‘গুডইয়ার’-এর এক গবেষণায় দেখা গেছে, ডান পায়ের জুতা একটু আগেভাগে নষ্ট হয়।

কথা অমৃত

আমি মোটামুটি সব সময়ই বিভ্রান্ত থাকার চেষ্টা করি। শুধু বিভ্রান্ত হলে আমার চেহারায় যে অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে, সেটা ধরে রাখার জন্য।

জনি ডেপ
মার্কিন অভিনেতা (জন্ম : ১৯৬৩)

সুডোকু

		5	8					
	7			5			8	4
2	3			7				6
				9	2	5		8
	9						3	
8		4	5	1				
4				6			1	5
3	1			4			7	
					8	4		

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

2	1	8	4	7	5	6	3	9
6	7	3	9	8	1	2	4	5
9	5	4	6	2	3	8	1	7
7	9	1	8	3	2	4	5	6
4	8	5	1	6	7	3	9	2
3	6	2	5	4	9	1	7	8
1	2	9	3	5	6	7	8	4
5	4	6	7	1	8	9	2	3
8	3	7	2	9	4	5	6	1

চুটকি

গজফিতা দিয়ে একটা খুঁটির উচ্চতা মাপার চেষ্টা করছিলেন কজন শ্রমিক। কিন্তু খুঁটির আগায় কীভাবে ফিতাটি পৌঁছানো যাবে, তা বুঝতে পারছেন না। গণিতবিদ এসে বললেন, ‘জ্যামিতির সূত্র খাটিয়ে সহজেই এর উচ্চতা মাপা যাবে।’ খুঁটির ছায়া দেখে গণিতবিদ যখন উচ্চতা মাপছিলেন, তখন এলেন ইংরেজির শিক্ষক। খুঁটিটা মাটি থেকে তুলে ভূমির ওপর ফেলে গজফিতা দিয়ে মেপে বললেন, ‘১৫ গজ।’ এই বলে ভাব নিয়ে চলে যাচ্ছেন ইংরেজির শিক্ষক। পেছন থেকে উষ্মাভরে গণিতবিদ বললেন, ‘হুহ্! আমরা বের করতে চাইছি উচ্চতা, আর উনি বের করলেন দৈর্ঘ্য!’

পিনাটস

পূজামণ্ডপ পরিদর্শনে প্রধান বিচারপতি | দানবীর রণদাপ্রসাদ সাহার বাড়িতে পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ। প্রতিনিধি, মির্জাপুর, টাঙ্গাইল

মণ্ডপে নিজেদের ফ্রেমবন্দী করছেন ভক্তরা। চট্টগ্রাম নগরের দেওয়ানজি এলাকায়। ছবি : সৌরভ দাশ

শারদীয় দুর্গোৎসবে নবমীতে ধূপ, শঙ্খ, পাখা দিয়ে আরতি দিচ্ছেন এক পুরোহিত। গতকাল ধানমন্ডি সর্বজনীন পূজা উদ্‌যাপন কমিটির মণ্ডপে। ছবি : তানভীর আহাম্মেদ

পূজা উপলক্ষে পাবনার মন্দির ও মণ্ডপে দৃষ্টিনন্দন আলোকসজ্জা করা হয়। গতকাল পাবনা পৌর শহর এলাকায়। ছবি : হাসান মাহমুদ

শারদীয় দুর্গা উৎসব উপলক্ষে বর্ণিল সাজে সেজেছে নামাজগড় ডালপট্টি সর্বজনীন দুর্গামন্দির। গতকাল সন্ধ্যায় বগুড়া শহরে। ছবি : সোয়েল রানা

বনেদি পরিবারে পৌনে দুই শ বছরের দুর্গাপূজা

সিলেট

ঐতিহ্যবাহী এ পরিবারে ১৮৫ বছর ধরে বংশপরম্পরায় দুর্গাপূজা হচ্ছে। এ পূজা দেখতে নানা বয়সী পুণ্যার্থী ভিড় করেছেন।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *সিলেট*

প্রতিবছরের মতো বংশপরম্পরায় এবারও সিলেট নগরের কোথাও পৌনে দুই শ, কোথাও সোয়া দুই শ বছরের পুরোনো দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ঝলমলে আলো, নজরকাড়া সাজ আর আলোর রোশনাইয়ে জমজমাট পূজার বিপরীতে বিভিন্ন বনেদি পরিবারে ইতিহাস আর সাবেকিয়ানা বজায় রেখে বহমান এসব পূজা দেখতে পুণ্যার্থীরা ভিড় করছেন।

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় নগরের হাওয়াপাড়া এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, ওই এলাকার দিশারী-১১১ নম্বর বাসাটি ঘোষবাড়ি হিসেবে সুপরিচিত। ঐতিহ্যবাহী এ পরিবারে ১৮৫ বছর ধরে বংশপরম্পরায় দুর্গাপূজা হচ্ছে। এ পূজা দেখতে নানা বয়সী পুণ্যার্থী ভিড় করেছেন। পুণ্যার্থীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হচ্ছিল তখন।

ঘোষবাড়ির বাসিন্দা বাবুল ঘোষ (৭৩) বলেন, তাঁদের পূর্বপুরুষেরা দুর্গামন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর পর থেকে প্রতিবছর ধারাবাহিকভাবে পূজা হচ্ছে। কখনো ঘট দিয়ে আবার কখনো প্রতিমা দিয়ে এ পূজা হচ্ছে। পূজার ধারাবাহিকতায় কখনো ছেদ পড়েনি।

ঘোষ পরিবারের দুর্গাপূজা এবার ১৮৫ বছরে পড়েছে বলে জানিয়েছেন পরিবারের সন্তান দীপংকর ঘোষ (৩০)। তিনি সরকারি চাকরিজীবী। দীপংকর বলেন, পূজার তিন দিন পুণ্যার্থীদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। পুরোনো পূজা হওয়ায় পুণ্যার্থীরা প্রতিদিন ভিড় জমান। গড়ে ৭০০ থেকে ৮০০ পুণ্যার্থী প্রতিদিন পূজা দেখতে আসেন এখানে।

এদিকে নগরের শেখঘাট এলাকার লাল ব্রাদার্স পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, তাঁদের পরিবারের ঐতিহ্যে ঘেরা পূজার সূত্রপাত ব্রজ গোবিন্দ দাসের হাত ধরে। সেটা ১৮০৬ সালে। এরপর বংশানুক্রমে লাল ব্রাদার্স পরিবারের উদ্যোগে এ পূজা হয়ে আসছে। একটা সময় প্রতি পূজাতেই ভারতের লক্ষ্ণৌ ও রাজস্থান থেকে বাঈজিরা আসতেন। তাঁদের অংশগ্রহণে চলত সাংস্কৃতিক আয়োজন। দেশভাগের আগ পর্যন্ত ভারতের ওডিশা থেকে পুরোহিতেরা এসে তাঁদের পূজা পরিচালনা করতেন। এখন চাকচিক্যময়তার দিকে ভাটা পড়লেও পূজা ঠিকই ধারাবাহিকভাবে হয়ে আসছে।

লাল ব্রাদার্স পরিবারের সদস্যরা জানান, সিলেট শহরের প্রাচীন ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, এখন যেসব পূজা ধারাবাহিকভাবে হয়ে আসছে, এর মধ্যে লাল ব্রাদার্স পরিবারের পূজাই সবচেয়ে প্রাচীন। মহান মুক্তিযুদ্ধের আগপর্যন্ত বড় পরিসরে তাঁদের দুর্গাপূজা হতো। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সেনারা মণ্ডপ জ্বালিয়ে দেয়। ওই বছর কেবল দুর্গাপূজা হয়নি। মুক্তিযুদ্ধের পর নতুন করে আর মণ্ডপ নির্মাণ করা হয়নি। এর পর থেকে প্রতিবছর অস্থায়ী মণ্ডপ তৈরি করে পূজার আয়োজন করা হয়।

সিলেট নগরের লাল ব্রাদার্স বাড়ির দুর্গামূর্তি। গতল শুক্রবার সন্ধ্যায়। ছবি : প্রথম আলো

সন্ধ্যায় সরেজমিনে দেখা গেছে, শেখঘাট সড়কের পাশ ঘেঁষেই লাল ব্রাদার্স পরিবারের দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। একসময়ের এ জমিদারবাড়ির আঙিনায় শামিয়ানা দিয়ে অস্থায়ী মণ্ডপ তৈরি করা হয়েছে। তৈরি করা হয়েছে আলোকসজ্জিত প্রবেশদ্বার। সময় যত বেড়েছে, ভিড়ও তত বেড়েছে। দর্শনার্থীরা প্রতিমাকে প্রণাম জানিয়ে অন্য মণ্ডপের দিকে ছুটে চলছেন। মণ্ডপের পাশে দাঁড়িয়ে দল বেঁধে কিছু পুণ্যার্থী আড্ডায় মেতে উঠেছেন।

সুবিমল রায় (৫১) নামের এক দর্শনার্থী বলেন, চোখধাঁধানো আড়ম্বর হয়তো নেই। আগের তুলনায় আয়োজনের জৌলুশ কিছুটা কমেছে। তবে পরম্পরা অনুযায়ী লাল ব্রাদার্স পরিবারের সদস্যরা যেভাবে দুর্গাপূজার ঐতিহ্য ধরে রেখেছেন, সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহ্যের গরিমায় স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে আলো ছড়াচ্ছে লাল ব্রাদার্সের পূজা। পুরোনো হওয়ায় এই পূজার আলাদা বিশেষত্ব আছে। তাই দর্শনার্থীরাও ভিড় জমাচ্ছেন।

লাল ব্রাদার্স পরিবারের সদস্যরা জানান, তাঁরা নবরাত্রি পূজা করেন। মহালয়ার পরদিন থেকেই ব্রহ্মঘট পূজার মধ্য দিয়ে দুর্গাপূজার আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। সপ্তমীর দিন থেকে তাঁরা প্রতিমা পূজা শুরু করেন। তবে যেহেতু তাঁদের পূর্বপুরুষেরা ভারতের কাশ্মীর থেকে এসেছেন, তাই অবাঙালি রীতিতেই তাঁরা পূজা করেন। তাঁরা শুধু দুর্গা প্রতিমার পূজা করেন, তাই মণ্ডপে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীর প্রতিমা রাখা হয় না। পূজা শুরুর বছর থেকেই এ ঐতিহ্য পরম্পরায় চলে আসছে। এ ছাড়া তাঁরা পূজার পাশাপাশি যজ্ঞকেও সমানভাবে প্রাধান্য দেন।

বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ সিলেট মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক চন্দন দাশ প্রথম আলোকে বলেন, সিলেট শহরে দুর্গাপূজার ইতিহাস অনেক প্রাচীন। তবে ধারাবাহিকভাবে যে কয়েকটি বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে দুর্গাপূজা হয়ে আসছে, এর মধ্যে লাল ব্রাদার্স ও ঘোষ পরিবার আছে। বংশপরম্পরায় এ দুটি পরিবার প্রতিবছর দুর্গাপূজা করে আসছে। এবার সিলেট নগরে ১৫২টি পূজা হচ্ছে। এর মধ্যে ১৭টি পারিবারিক ও ১৩৫টি সর্বজনীন পূজা।

বরিশালে মণ্ডপে মণ্ডপে বাহারি আলোকসজ্জা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *বরিশাল*

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে বরিশাল নগরের অলিগলি সেজেছে বাহারি আলোকসজ্জায়। মণ্ডপের তোরণে শোভা পাচ্ছে বাঙালির নানা ঐতিহ্য। শারদীয় দুর্গোৎসবকে কেন্দ্র করে ঢাকঢোল আর উলুধ্বনিতে মুখর নগরের পূজামণ্ডপগুলো। লাল-নীলসহ বাহারি রঙের আলোকসজ্জা দেখতে দূরদূরান্ত থেকে ছুটে আসছেন লোকজন।

নগরের সদর রোড, হাসপাতাল সড়ক, কালীবাড়ি রোড, বগুড়া রোডসহ বিভিন্ন সড়ক বর্ণিল সাজে সাজানো হয়েছে। তবে নগরের বিএম কলেজ এলাকার ঐতিহ্যবাহী শংকর মঠের ব্যতিক্রমী আলোকসজ্জা ও ফলপট্টি পূজা মন্দিরের কারুকাজ খচিত বর্ণাঢ্য তোরণ ও আলোকসজ্জা সবাইকে মুগ্ধ করেছে।

ফলপট্টি এলাকার ঐতিহ্যবাহী শ্রীশ্রী কালীমাতা ঠাকুরানীর মন্দিরের প্রবেশ তোরণে ফুটে উঠেছে বাঙালির চিরায়ত রূপ। চিঠির বাহক, ডাকবাক্স এবং চিরায়ত গ্রামবাংলার শাশ্বত ঐতিহ্যকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তোরণটিতে।

শুক্রবার রাতে কথা হয় দর্শনার্থী অমিত চক্রবর্তীর সঙ্গে। তিনি বলেন, 'আমাদের কলেজ অ্যাভিনিউ এলাকার পাশেই শ্রীশ্রী শংকর মঠ মন্দিরে দুর্গাপূজার বড় আয়োজন করা হয়েছে। তবু ফলপট্টির এই মণ্ডপে ঘুরতে এসেছি। প্রতিবছরই এই মণ্ডপের সাজসজ্জায় ব্যতিক্রম থাকে। তাই প্রতিবার পূজায় এখানে একবার আসি।'

বগুড়া রোড থেকে এই মণ্ডপ দেখতে এসেছেন রাজু আহম্মেদ। তিনি বলেন, 'মণ্ডপটির সাজসজ্জার কথা শুনে এখানে দেখতে এসেছি। খুবই সুন্দর কারুকাজে সজ্জিত তোরণ। মণ্ডপের ভেতরে সাজসজ্জা নজর কাড়ে। এখানে এলে উৎসবের আমেজটা সত্যিকারে অনুভব করা যায়।'

মন্দির কমিটির সাধারণ সম্পাদক জয়ন্ত কুমার দাস বললেন, তাঁরা প্রতি বছরই চেষ্টা করেন সাজসজ্জায় নতুন কিছু তুলে ধরতে। বিশেষ করে বাঙালির ইতিহাস-ঐতিহ্যের ওপর নির্ভর করে পূজার সাজসজ্জার পরিকল্পনা করেন।

জেলা পূজা কমিটির সদস্যরা বলেন, দুর্গাপূজা মূলত ষষ্ঠী থেকে দশমী পর্যন্ত পাঁচ দিন চলে; কিন্তু এবার ব্যতিক্রম, পূজা হচ্ছে চার দিন। গতকাল শনিবার দুর্গাপূজা পঞ্জিকা অনুযায়ী শেষ। শনিবার দশমীর তিথিতে দেবী দুর্গার বিসর্জন হওয়ার কথা থাকলেও তা করা হবে রোববার সিঁদুর খেলার পর। রোববার পঞ্জিকামতে একাদশী। পূজার নবমী ও দশমী একই দিন ছিল। অষ্টমীর দিন অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে ৪৮ মিনিটব্যাপী সন্ধিপূজা অনুষ্ঠিত হয়। অষ্টমী উপলক্ষে অধিকাংশ পূজারি উপবাসব্রত পালন করেন। তাই এবার অষ্টমী ও নবমী তিথি একই দিনে হওয়ায় পূজার সময়সীমা এক দিন কমে গেছে।

জেলা প্রশাসন সূত্র জানায়, এবার বরিশালে ৮৭টি পূজামণ্ডপে দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে মহানগরে ৪৫টি পূজামণ্ডপ আছে।

জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন বলেন, এবার সবার সহযোগিতায় বরিশালে শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে দুর্গাপূজা হয়েছে। বরিশালে এ কয়েক দিন উৎসবের আমেজ ছিল। সবার সহায়তায় শান্তিপূর্ণ ও উৎসবমুখর পরিবেশে পূজা শেষ হওয়ায় তিনি বরিশালবাসীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

মন্ত্রপাঠে দুর্গা দেবীকে অঞ্জলি

চট্টগ্রাম

সন্ধ্যায় আরতি করা হয়। সকালে পূজার সময় এবং সন্ধ্যায় মণ্ডপগুলোতে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

- চট্টগ্রামে এবার শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২ হাজার ৪৫৮টি মণ্ডপে।
- পতেঙ্গায় বেলা ১১টা থেকে প্রতিমা বিসর্জন দিতে পারবেন ভক্তরা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

উৎসব-আনন্দ আর ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ পরিবেশে দুর্গাপূজার নবমী ও দশমী পূজা শেষ হয়েছে। তিথির কারণে গতকাল শনিবার একই দিনে দুই দিনের নির্ধারিত পূজা পরপর অনুষ্ঠিত হয়। এ জন্য মণ্ডপগুলোতেও ছিল উপচে পড়া ভিড়।

এদিন ঢাকের বাদ্যের সঙ্গে মন্ত্রপাঠে দুর্গা দেবীকে অঞ্জলি দেন ভক্তরা। সন্ধ্যায় আরতি করা হয়। সকালে পূজার সময় এবং সন্ধ্যায় মণ্ডপগুলোতে ভক্তদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

তবে নবমী ও দশমী পূজা একই দিনে হলেও কিছু কিছু মণ্ডপে আজ রোববারও দশমীর অঞ্জলি দেওয়া হবে। রামকৃষ্ণ মিশনের ব্রহ্মচারী শক্তিনাথনন্দ মহারাজ বলেন, মিশনে আজ রোববার বিজয়া দশমীর অঞ্জলি দেওয়া হবে। এরপর বিসর্জন হবে।

তবে দশমীর পূজা শেষ হলেও সব কটি মণ্ডপের বিসর্জন হবে আজ। এদিন বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হবে দুর্গোৎসব। পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকত, অভয়মিত্র ঘাট, আসকার দিঘিসহ বিভিন্ন জায়গায় বিসর্জন অনুষ্ঠিত হবে।

গতকাল দশমীতে দর্পণ বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ হয় পূজার মূল আনুষ্ঠানিকতা। তবে আজ সকালে থাকছে মণ্ডপে মণ্ডপে সিঁদুর খেলা ও দেবী দুর্গাকে মিষ্টিদান। ষষ্ঠী পূজার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল পূজা। আজ শেষ হচ্ছে সব আয়োজন। এ জন্য গতকাল থেকে মণ্ডপগুলোতে তাই আনন্দের পাশাপাশি ছিল বিষাদের সুর।

গতকাল সকালে দশমী পূজা শেষে দেবীর পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দেন ভক্তরা। ভক্তদের কাঁদিয়ে ঘোটকে চেপে কৈলাসে ফিরেছেন দুর্গা। শেষবেলায় দেবীর কাছে সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রার্থনা করলেন ভক্তরা। সন্ধ্যার পর দশমীতে নগরের পূজামণ্ডপগুলোতে ছিল উপচে পড়া ভিড়। গভীর রাত পর্যন্ত চলেছে মায়ের আরাধনা। আজ দশমীর বাকি আনুষ্ঠানিকতা শেষে শুরু হবে প্রতিমা বিসর্জন। নগরের বেশির ভাগ প্রতিমা বিসর্জন দেওয়া হবে পতেঙ্গা সমুদ্রসৈকতে।

মহানগর পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ কর্তৃপক্ষ নগরবাসীকে বিজয়া দশমীর শুভেচ্ছা জানিয়েছে। পাশাপাশি সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে পূজা উদ্‌যাপনের সহযোগিতা করার জন্য সেনাবাহিনী, র‍্যাব, পুলিশ, আনসারসহ প্রশাসনের সবাইকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে পূজা পরিষদের পক্ষ থেকে নগরের সব পূজা কমিটিকে সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৬টার মধ্যে বিসর্জনের কাজ সম্পন্ন করার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

পরিষদের নেতারা জানান, পতেঙ্গায় বেলা ১১টা থেকে প্রতিমা বিসর্জন দিতে পারবেন ভক্তরা। পতেঙ্গায় প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার জন্য দুটি রোডম্যাপ দেওয়া হয়েছে। ভক্তরা আগ্রাবাদ বারিক বিল্ডিং মোড় দিয়ে কাটগড় থেকে যমুনা অয়েল মিলের সামনে দিয়ে প্রতিমা নিয়ে যেতে পারবেন। অন্যদিকে ফৌজদারহাট টোল রোডে দিয়ে ঢুকে আউটার রিং রোড হয়ে সরাসরি পতেঙ্গা গিয়ে প্রতিমা বিসর্জন দিতে পারবেন। বিসর্জন উপলক্ষে বেলা তিনটায় সৈকতে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থাকবেন বিভাগীয় কমিশনার ও চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের প্রশাসক মো. তোফায়েল ইসলাম।

চট্টগ্রামে এবার শারদীয় দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হচ্ছে ২ হাজার ৪৫৮টি মণ্ডপে। এর মধ্যে মহানগরে ২৯৩টি ও জেলার ১৫টি উপজেলায় পূজামণ্ডপ রয়েছে ২ হাজার ১৬৫টি। জেলার ১৫টি উপজেলায় ২ হাজার ১৬৫টি মণ্ডপের মধ্যে প্রতিমা পূজা ১ হাজার ৫৯৪টি, বাকিগুলো ঘট পূজা।

রাউজানে আগুন | রাউজানে বিপণিবিতানে আগুন লেগে ব্যাংক-ক্লিনিকসহ ৩৫টি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রতিনিধি, রাউজান, চট্টগ্রাম

সংক্ষেপে

ঢাকা

বিয়ে করলেন সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ

বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম সমন্বয়ক হাসনাত আবদুল্লাহ। গত শুক্রবার রাতে ঘরোয়া আয়োজনে হাসনাতের বিয়ে সম্পন্ন হয়। হাসনাত এবং তাঁর স্ত্রী দুজনই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। ২০১৬-১৭ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন হাসনাত আবদুল্লাহ। এই বিভাগ থেকে পড়াশোনা শেষ করেছেন তিনি। গত জুলাইয়ে কোটা সংস্কার আন্দোলন শুরু হলে শুরু থেকেই নেতৃত্বস্থানীয় ভূমিকায় ছিলেন হাসনাত। পরে আন্দোলন পরিচালনায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন প্ল্যাটফর্মের সমন্বয়ক হিসেবে বক্তব্য-বিবৃতি দিয়ে ব্যাপক পরিচিতি পান। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আরেক সমন্বয়ক তারিকুল ইসলাম গতকাল সন্ধ্যায় হাসনাতের বিয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করেন। হাসনাতের এই সহপাঠী *প্রথম আলো*কে বলেন, 'ঘরোয়া আয়োজনে হাসনাত আবদুল্লাহর বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে। হাসনাতের স্ত্রীও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েরই ছাত্রী।'

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

ঢাকা

জগন্নাথ ছাত্রশিবিরের শীর্ষ নেতারা প্রকাশ্যে

প্রকাশ্যে এসেছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির। বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক একটি সংবাদের সংগঠনটির সংশ্লিষ্টতার অভিযোগের প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দিয়ে তাঁদের বক্তব্য জানান। বিবৃতিতে সংগঠনটির তিন শীর্ষ নেতার নাম প্রকাশ পেয়েছে। গত শুক্রবার রাতে 'ছাত্রশিবির জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়' নামে এক ফেসবুক পেজের মাধ্যমে এই বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। সংগঠনটির প্রচার সম্পাদক ইব্রাহীম আলী স্বাক্ষরিত বিবৃতিতে সংগঠনের সভাপতি হিসেবে ইকবাল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আসাদুল ইসলামের নাম প্রকাশ করা হয়েছে। এ বিষয়ে সংগঠনটির বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, সভাপতি ইকবাল হোসেন গণিত বিভাগের ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের, সাধারণ সম্পাদক আসাদুল ইসলাম ইতিহাস বিভাগের শিক্ষাবর্ষের ইসলাম ও প্রচার সম্পাদক ইব্রাহীম আলী রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী।

প্রতিবেদক, *জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়*

শহীদদের কথা বলতে গিয়ে কাঁদলেন শিক্ষার্থীরা

ফোরাম ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ

ওয়েবিনারে ছয় শিক্ষার্থী বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোয় তাঁদের জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন।

> যে দেশে সাহসী তরুণসমাজ গুলির সামনে বুক পেতে দেয়, সঙ্গীর মৃত্যুতেও পালিয়ে যায় না, সে দেশে আর কোনো স্বৈরশাসন ফিরে আসতে পারে না।
>
> **মো. মাহমুদুল হাসান**, অধ্যাপক, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, মালয়েশিয়া

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা বলেছেন, এই সরকার ছাত্র-জনতার গণ-অভ্যুত্থানের ভেতর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত একটি বিপ্লবী সরকার। বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতে হবে। হত্যাকাণ্ড, হামলায় জড়িতদের উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। নিরপেক্ষতার কথা বলে পতিত স্বৈরাচারী শাসক ও তাদের সুবিধাভোগীদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

গতকাল শনিবার বেলা ১১টায় ফোরাম ফর বাংলাদেশ স্টাডিজ আয়োজিত 'মৃত্যুর মুখোমুখি : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকরীদের অভিজ্ঞতা' শীর্ষক ওয়েবিনারে শিক্ষার্থীরা এসব কথা বলেন। এতে সমাপনী বক্তব্য দেন মালয়েশিয়ার ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটির ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক মো. মাহমুদুল হাসান। তিনি বলেন, যে দেশে সাহসী তরুণসমাজ গুলির সামনে বুক পেতে দেয়, সঙ্গীর মৃত্যুতেও পালিয়ে যায় না, সে দেশে আর কোনো স্বৈরশাসন ফিরে আসতে পারে না।

ওয়েবিনার সঞ্চালনা করেন নিউইয়র্কপ্রবাসী সাংবাদিক মনির হায়দার। প্রায় চার ঘণ্টাব্যাপী ওয়েবিনারে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছয় শিক্ষার্থী আন্দোলনের উত্তাল দিনগুলোয় তাঁদের জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণের অভিজ্ঞতা, নির্যাতন, হামলা এবং পরিবারের ওপর আওয়ামী লীগ, পুলিশসহ বিভিন্ন সংস্থার চাপের কথা তুলে ধরেন। কেউ কেউ স্মৃতিচারণার সময় সহযোদ্ধার শহীদ হওয়ার কথা বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলেন। কেউ বলেছেন আহত হওয়ার পর সেসব ভয়ংকর দিনের মানসিক যন্ত্রণার কথা।

ওয়েবিনারে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ফাহিম শাহরিয়ার বলেন, তিনি প্রথম থেকেই আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন। পরে জুলাইয়ের মাঝামাঝি আন্দোলন বেগবান হলে তিনি সমন্বয়কদের একজন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। রাজশাহীর চারঘাটে পুলিশ ও একটি গোয়েন্দা সংস্থার লোকেরা তাঁর গ্রামের বাড়ি গিয়ে কলেজশিক্ষক বাবাকে নানাভাবে চাপ দিতে থাকে, তিনি যেন ছেলেকে আন্দোলন করতে নিষেধ করেন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজয় ৭১ হলের আটতলা থেকে তাঁকে লক্ষ্য করে ফুলের টব নিক্ষেপ করা হয়। অল্পের জন্য তিনি প্রাণে বাঁচলেও আহত হন।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবদুল আজিজ উত্তরা এলাকায় আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন। ১৭ জুলাই তাঁর মাথার পেছনে গুলি লেগে খুলির একটি অংশে ভেঙে যায়। কানেও গুরুতর আঘাত পান। মুমূর্ষু অবস্থায় তাঁকে উত্তরা আধুনিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে নিউরোসার্জন ছিলেন স্বাচিপের নেতা। তিনি তাঁকে চিকিৎসা দিতে সম্মত হননি। পুলিশ ও একটি গোয়েন্দা সংস্থার চাপে তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে গভীর রাতে ইবনে সিনা হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা করানো হয়।

রংপুরের বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২তম আবর্তনের (ব্যাচ) ওমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষার্থী মমতাজ সোমা বলেন, শহীদ আবু সাঈদ তাঁদের ব্যাচের আবর্তনেই শিক্ষার্থী ছিলেন। সাঈদ যেদিন (১৬ জুলাই) শহীদ হন, সেই দিন ক্যাম্পাস ও আশপাশের এলাকায় পুলিশ ও ছাত্রলীগ এবং তাদের ভাড়াটে অস্ত্রধারীদের তাণ্ডবের বিভীষিকাময় পরিস্থিতির বিবরণ তুলে ধরেন তিনি।

যাত্রাবাড়ী মাদ্রাসার হাফেজ মো. কামরুল হাসান খান বলেন, এই আন্দোলনের শুরু থেকেই বিভিন্ন মাদ্রাসার ছাত্ররা অংশ নেয়। ১৮ জুলাই যাত্রাবাড়ীতে তাঁদের মিছিলে পুলিশ গুলি করলে তাঁর সামনেই একজন গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন।

বেসরকারি ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী সায়েম খান বলেন, প্রতিদিন বাসা থেকে বের হয়ে আন্দোলনে যাওয়ার সময় তাঁর মা আতঙ্কে থাকতেন, না জানি কখন ছেলের মৃত্যুর খবর আসে। বগুড়া সরকারি আজিজুল হক বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের শিক্ষার্থী তৌফিক আহমদ বলেন, তাঁর এক সহযোদ্ধার শরীরে ১৬৫টি ছররা গুলি লেগেছিল। এখনো শতাধিক গুলি তাঁর শরীরে রয়েছে।

ওয়েবিনারের শেষ দিকে অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান বলেন, আহতদের সুচিকিৎসা এবং দোষী ও বিগত স্বৈরশাসকের সুবিধাভোগীদের বিরুদ্ধেও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে, এটি তাঁর আশা।

চীনের রাষ্ট্রদূত

ঢাকা-বেইজিং সম্পর্ক অপরিবর্তিত আছে

বাসস, *ঢাকা*

বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন বলেছেন, বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে যাই হোক না কেন, ঢাকা-বেইজিং সম্পর্ক উন্নয়নে চীনের প্রতিশ্রুতি অপরিবর্তিত রয়েছে। তিনি ইয়াও ওয়েন বলেন, 'চীন আমাদের ঐতিহ্যগত বন্ধুত্বকে সুদৃঢ় করতে বন্ধুত্বপূর্ণ আদান-প্রদান ও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক স্বার্থে সহযোগিতাকে অধিকতর গভীর করতে বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার জন্য আগ্রহী।'

বাংলাদেশ সফররত নৌবহরের কিউই জিগুয়াং ও জিং গ্যাংশান কমান্ডারদের নিয়ে রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন গতকাল শনিবার চট্টগ্রাম নৌবাহিনীর এরিয়া কমান্ডার রিয়ার অ্যাডমিরাল মাসুদ ইকবাল, বাংলাদেশ নৌবাহিনীর ফ্লিট কমান্ডার রিয়ার অ্যাডমিরাল মো. মঈনুল হাসান ও চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার অ্যাডমিরাল এস এম মনিরুজ্জামানের সঙ্গে সাক্ষাৎকালে এ মন্তব্য করেন।

বৈঠকে রাষ্ট্রদূত উচ্চমানের বেল্ট অ্যান্ড রোড সহযোগিতার পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে ব্যাপক কৌশলগত সহযোগিতামূলক অংশীদারত্বকে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার ওপর জোর দেন। রাষ্ট্রদূত বলেন, চীন ও বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী ও ব্যাপক কৌশলগত সহযোগিতামূলক অংশীদার।

চীন-বাংলাদেশ বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার বিষয়ে উভয় পক্ষ গভীরভাবে মতবিনিময় করেছে। উভয় পক্ষই চীন-বাংলাদেশ সম্পর্কের উন্নয়নে তাদের দৃঢ় আস্থা প্রকাশ করেছে এবং প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তা সহযোগিতা আরও জোরদার করার প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছে।

এর আগে চীনা নৌবহর কিউই জিগুয়াং ও জিং গ্যাংশান বাংলাদেশে শুভেচ্ছা সফরে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছালে চীনের রাষ্ট্রদূত তাদের স্বাগত জানান। চীনা দূতাবাসের কূটনীতিকরা, এন্টারপ্রাইজ ও কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের প্রতিনিধি এবং এ দেশে অবস্থানরত চীনের নাগরিকেরা স্বাগত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। একটি উষ্ণ ও বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে চায়নিজ প্ল্যান্ট আস্ক গ্রুপ ৮৩ চট্টগ্রাম বন্দরে নোঙর করে।

এ সময় সেখানে উপস্থিত চীনারা বিপুল উৎসাহে চীন ও বাংলাদেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে চীনা নৌবাহিনীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানায় এবং চীন-বাংলাদেশ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের দীর্ঘায়ু কামনা করে।

নৌবহরের চার দিনের শুভেচ্ছা সফরকালে চীন ও বাংলাদেশ নৌবাহিনীর মধ্যে সহযোগিতা ও পারস্পরিক আস্থা বাড়াতে এবং অভিন্ন ভবিষ্যতে একটি সামুদ্রিক সম্প্রদায় গড়ে তুলতে ধারাবাহিক আয়োজন থাকবে।

গাজীপুর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমের বাড়ির সামনে বাঁশের বেড়া। গতকাল সকালে গাজীপুর মহানগরীর ছয়দানা এলাকায়। ছবি : প্রথম আলো

সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমের বাড়ির সামনে বাঁশের বেড়া

গাজীপুর সিটি করপোরেশন

তাঁরা বাড়ির সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছেন দুটি সাইনবোর্ড। জাহাঙ্গীর আলমের ওই বাড়ি ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে নগরীর ছয়দানা এলাকায় অবস্থিত।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

জমি বিক্রির টাকা না পেয়ে গাজীপুর সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলমের বাড়ির সামনে বাঁশের বেড়া দিয়েছেন জমি বিক্রেতারা। তাঁরা বাড়ির সামনে ঝুলিয়ে দিয়েছেন দুটি সাইনবোর্ড। জাহাঙ্গীর আলমের ওই বাড়ি ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পাশে নগরীর ছয়দানা এলাকায় অবস্থিত।

ওই জমির মালিকানা দাবি করা লোকজনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, সাবেক মেয়র জাহাঙ্গীর আলম তাঁর মা সাবেক মেয়র জায়েদা খাতুনসহ পরিবারের সদস্যদের নিয়ে একসময় বাসন সড়ক এলাকার লেহাজ উদ্দিনের বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। সেখানে ভাড়া থেকে ছয়দানা এলাকায় জমি কিনে বাড়ি নির্মাণ করেন। বাড়ির সামনের তিনটি দোকানঘর জমির মালিক বিক্রি করতে না চাইলে তিনি কিছুটা বেকায়দায় পড়েন। পরে জাহাঙ্গীর আলমের মামা ও স্থানীয় লোকজনের মাধ্যমে আলোচনা করে জমির মালিক সাইফুল ইসলাম ও তাঁর স্বজনদের সঙ্গে আলোচনা করেন। এ সময় জমির মালিকেরা সোয়া শতাংশ জমি ৩০ লাখ টাকায় বিক্রি করতে রাজি হন। প্রায় ১০ বছর হয়ে গেলেও তাঁরা সেই জমির টাকা পাননি।

গতকাল শনিবার সকালে সরেজমিনে দেখা যায়, জাহাঙ্গীর আলমের বাড়ির মূল গেটটি লাগানো। সামনে কয়েকটি সিমেন্টের খুঁটি দিয়ে বাঁশ দিয়ে এমনভাবে বেড়া দেওয়া হয়েছে, ভেতরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। সামনে একটি সাইনবোর্ড আছে। সেখানে লেখা আছে, 'পৈতৃক সূত্রে এই জমির মালিক সাইফুল ইসলাম, মাসুদা বেগম, মাসুদ মণ্ডল, মামুন মণ্ডল, কামরুন নাহার ও সামসুন নাহার।' এ ছাড়া সেখানে জমির মৌজা ও পরিমাণও লেখা আছে। সড়ক দিয়ে যাতায়াতের সময় মানুষ কৌতূহল নিয়ে ওই সাইনবোর্ড দেখছেন ও পড়ছেন।

এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় জাহাঙ্গীর আলমের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করা হয়। পুড়ে যায় বাড়ির সব আসবাব। এর পর থেকে জাহাঙ্গীরও ওই বাড়িতে যাননি। এই সুযোগে ওই বাড়ির সামনে ফাঁকা থাকা জমিতে সাইফুল ইসলাম বাঁশের বেড়া দিয়েছেন। সেখানে নিজের ও ভাতিজা এবং স্বজনদের নাম দিয়ে সাইনবোর্ড সাঁটিয়ে দিয়েছেন। সাইনবোর্ডে নিজের নম্বরও লিখে দিয়েছেন।

গাছা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলী মো. রাশেদ বলেন, 'এ ব্যাপারে আমাদের কাছে কোনো অভিযোগ আসেনি, কেউ সহযোগিতাও চায়নি।'

গোলটেবিল বৈঠক

মানুষের পক্ষে কথা বলতে মিডিয়ার সংস্কার প্রয়োজন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গণমাধ্যম আইনের পাশাপাশি যেসব প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মাধ্যমে গণমাধ্যমের মালিকানা ও পরিচালনা করা হয়, তার কিছু মৌলিক সংস্কার প্রয়োজন বলে মত দিয়েছেন এ খাতসংশ্লিষ্ট শীর্ষস্থানীয় বিশেষজ্ঞ এবং জ্যেষ্ঠ সম্প্রচার ব্যক্তিত্বরা। গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় 'মানুষের পক্ষে ব্রডকাস্ট মিডিয়া' শীর্ষক গোলটেবিল বৈঠকে তাঁরা এই মত দেন। রাজধানী ঢাকার দৃকপাঠ ভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

গোলটেবিল বৈঠকে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খোরশেদ আলম। সঞ্চালনায় ছিলেন আইসিআরডির প্রতিষ্ঠাতা জীশান কিংশুক হক।

বৈঠকে টেলিভিশন, সোশ্যাল মিডিয়া, ইউটিউব, ওটিটি এবং অন্যান্য ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মসহ বাংলাদেশের সম্প্রচার ও ভিজ্যুয়াল মিডিয়া সেক্টরে ব্যাপক সংস্কারের প্রয়োজনীয়তার ওপর দৃষ্টি আরোপ করেন একাডেমিক বিশেষজ্ঞ, অ্যাকটিভিস্ট, সাংবাদিক এবং প্রযোজক, বিজ্ঞাপনদাতা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ইনফ্লুয়েন্সার এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। আলোচকেরা গণমাধ্যমে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ, সেন্সরশিপ এবং আর্থিক সমস্যাসহ যেসব চ্যালেঞ্জ রয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করেন।

বাংলাদেশ নেক্সট নামে একটি প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে সাউথ এশিয়ান মিডিয়া ইনস্টিটিউট ও ইনোভেশন সেন্টার ফর রিসোর্স ডাইভারসিটি (আইসিআরডি) সহযোগিতায় এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

এতে অংশ নিয়ে পাঠশালার ব্যবস্থাপনা পরিচালক শহীদুল আলম বলেন, 'মিডিয়ার বিশ্বাসযোগ্যতার ঘাটতি আগেও ছিল, এখনো আছে। এ অবস্থার পরিবর্তন না হলে আমরা তাকে "গণমাধ্যম" বলতে পারব না।'

জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক আশরাফ কায়সার বলেন, 'সরকারের তুলনায় বিজ্ঞাপন সংস্থা গণমাধ্যম বেশি নিয়ন্ত্রণ করে।'

দীপ্ত টিভির কর্মকর্তা হত্যায় আরও একজন গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর হাতিরঝিলে বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল দীপ্ত টিভির সম্প্রচার কর্মকর্তা তানজিল জাহান ইসলাম ওরফে তামিম (৩৪) হত্যার ঘটনায় রাসেল নামের আরও এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বিএনপি নেতা শেখ রবিউল আলমকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ।

গতকাল শনিবার ভোর পাঁচটার দিকে তাঁকে রাজধানী থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এ নিয়ে হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়াল ছয়জনে। এর আগে যে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁরা হলেন মো. আবদুল লতিফ, মো. কুরবান আলী, মাহিন, মোজাম্মেল হক কবির ও বাঁধন।

গতকাল সকাল ১০টার দিকে তেজগাঁও বিভাগের উপপুলিশ কমিশনার মো. রুহুল কবির খান *প্রথম আলো*কে বলেন, ঘটনাস্থলের সিসিটিভির ফুটেজ বিশ্লেষণ করে রাসেলকে শনাক্ত করা হয়। তিনি সরাসরি হত্যাকাণ্ডে অংশ নিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে প্লিজেন্ট প্রোপার্টির ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) শেখ রবিউল আলমকে গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। শেখ রবিউল বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য। এদিকে সন্ত্রাসী হামলার সঙ্গে সম্পৃক্ততার অভিযোগে এবার দলের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য শেখ রবিউল আলমকে (রবি) কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছে বিএনপি।

চাঁই পদ্মাবেষ্টিত এলাকায় মাছ ধরার চাঁইয়ের বেশ চাহিদা আছে। তাই মাগুরা থেকে মাছ ধরার চাঁই সংগ্রহ করে বিক্রির জন্য বাজারে নিয়ে যাচ্ছেন এক ব্যক্তি। গতকাল ফরিদপুর সদর উপজেলার কৈজুরী ইউনিয়নের ব্যাংডোবায়। ছবি : প্রথম আলো

সাংবাদিককে কুপিয়ে হত্যা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ময়মনসিংহ*

স্বপন কুমার ভদ্র

ময়মনসিংহ সদর উপজেলায় নিজ বাসার সামনে এক সাংবাদিককে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার বেলা ১১টার দিকে উপজেলার শম্ভুগঞ্জের মাঝিপাড়ার টানপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। পুলিশ বলছে, এলাকায় মাদকের বিস্তার নিয়ে লেখালেখির কারণে তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

নিহত স্বপন কুমার ভদ্র (৭০) তারাকান্দা প্রেসক্লাবের সহসভাপতি। তিনি আগে ময়মনসিংহ থেকে প্রকাশিত *দৈনিক স্বজন* পত্রিকায় তারাকান্দা উপজেলা প্রতিনিধি ছিলেন। সর্বশেষ তিনি কোনো গণমাধ্যমে কর্মরত ছিলেন না। তবে তিনি ফেসবুকে এলাকার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নিয়মিত লেখালেখি করতেন। এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পুলিশ সাগর মিয়া (১৮) নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে।

স্বজনেরা বলেন, গতকাল বেলা ১১টার দিকে নিজ বাসার সামনে বসে ছিলেন স্বপন ভদ্র। ওই সময় সাগর ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁর মাথায় এলোপাতাড়ি আঘাত করে। কুপিয়ে তাঁর বাঁ হাতের কবজি বিচ্ছিন্ন করে ফেলা হয়। এ সময় স্বপনের স্ত্রী সবিতা ভদ্রের চিৎকার শুনে স্থানীয় লোকজন এগিয়ে আসেন। রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

এদিকে সন্ধ্যায় কোতোয়ালি মডেল থানায় সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ সুপার (এসপি) আজিজুল ইসলাম বলেন, স্বপন কুমার ভদ্র কর্মরত থাকা অবস্থায় শম্ভুগঞ্জের রঘুরামপুর এলাকার মাদকের বিস্তার নিয়ে লেখালেখি করেন। এতে মাদকসেবী ও খুচরা মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত সাগর ক্ষুব্ধ হন। বছরখানেক আগেও স্বপন ভদ্রকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ করেন সাগর।

অভ্যুত্থানে আহতদের বেসরকারি উদ্যোগে পুনর্বাসন চিকিৎসা শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ও বাংলাদেশ ফিজিক্যাল থেরাপি অ্যাসোসিয়েশনের (বিপিএ) যৌথ উদ্যোগে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে আহত ব্যক্তিদের জন্য ফিজিক্যাল থেরাপি ও পুনর্বাসন চিকিৎসা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গতকাল শনিবার দুপুরে রাজধানীর ধানমন্ডিতে গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। এ সময় বিপিএর পক্ষ থেকে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য গণস্বাস্থ্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে এক লাখ টাকার চেক হস্তান্তর করা হয়।

অনুষ্ঠানে বিপিএ সভাপতি দলিলুর রহমান বলেন, 'ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শহীদের পরিবারের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য বাংলাদেশ ফিজিক্যাল থেরাপি অ্যাসোসিয়েশন এবং গণস্বাস্থ্য হাসপাতালের সহযোগিতায় গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে আজ থেকেই রোগী ভর্তি করা হবে। গণস্বাস্থ্য নগর হাসপাতালে ১৫টি শয্যা আন্দোলনে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এখানে আহত ব্যক্তিরা চিকিৎসা এবং থেরাপি নিতে পারবেন।'

গণস্বাস্থ্য হাসপাতালের পরিচালক সাইদুজ্জামান চৌধুরী বলেন, 'জনস্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্মই হয়েছিল মুক্তিযোদ্ধাদের চিকিৎসা দেওয়ার জন্য। আন্দোলন চলাকালে আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসা দিতে গিয়ে এবং আন্দোলনের সমন্বয়ক নাহিদকে চিকিৎসা দেওয়ায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে আমাদের চাপের সম্মুখীন হতে হয়েছে। আমাদের বেসরকারি এই হাসপাতালে নানা সীমাবদ্ধ থাকা সত্ত্বেও আমরা ২৪-এর মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য যদি সামান্য কিছুও করতে পারি তাহলে কৃতজ্ঞ থাকব।'

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিপিএ সাধারণ সম্পাদক ফরিদ উদ্দিন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সৈয়দ তানভীর রহমান, গণস্বাস্থ্য হাসপাতালের অধ্যাপক আকরাম হোসেন, বিপিএর সহসভাপতি ইশরাত জাহান, ল্যাবএইড হাসপাতালের অধ্যাপক উম্মে সালমা, যুক্তরাজ্যের সেন্টার ফর সাইকোলজিক্যাল কনসালটেন্ট নাজমুল হোসাইন।

অনুষ্ঠানে আন্দোলনে গুরুতর আহত বেশ কিছু রোগীও উপস্থিত ছিলেন। আহত ব্যক্তিদের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন সাইফ মো. ইমদাদ, নেসার উদ্দিন, মোবারক প্রমুখ।

তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিকম খাতের উন্নয়নে ২০ দফা প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশীয় তথ্যপ্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো, টেলিকম সেবা সহজলভ্য করা, সমন্বিত ডেটা ব্যবস্থাপনাসহ বেশ কিছু সংস্কার প্রস্তাব দিয়েছেন তথ্যপ্রযুক্তি ও টেলিকম খাত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা। এসব প্রস্তাবের মধ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সুনির্দিষ্ট করে সরকারের কাছে পাঠানোর আহ্বানও জানানো হয়েছে।

গতকাল শনিবার রাজধানীর বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রে 'বৈষম্যহীন উন্নয়নে প্রযুক্তির ব্যবহার : নতুন করে যাত্রা' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় এসব বিষয় উঠে আসে। প্রযুক্তিভিত্তিক থিঙ্কট্যাংক টিপাপ (টেক ইন্ডাস্ট্রি পলিসি এডভোকেসি প্ল্যাটফর্ম) আয়োজিত এই সভায় খাত-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা অংশ নেন।

সভায় প্রযুক্তি উদ্যোক্তা আদর্শ প্রাণিসেবার ফিদা হক ও অবাক টেকনোলজির প্রধান দিদারুল ভূঁইয়া ২০টি প্রস্তাব তুলে ধরেন। উল্লেখযোগ্য প্রস্তাবগুলো হচ্ছে মোবাইল ডেটার দাম, কল রেট যৌক্তিকীকরণ ও ইন্টারনেট পরিকাঠামো পর্যালোচনা; স্মার্টফোনের ব্যবহার বৃদ্ধি; সরকারি ও জরুরি সেবায় টোল-ফ্রি ও ডেটা ফ্রি করা।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী বলেন, যেসব প্রস্তাব এসেছে, সেগুলোর মধ্যে অগ্রাধিকার দিয়ে পাঠাতে হবে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসির) কমিশনার (স্পেকট্রাম) মাহমুদ হোসেন বলেন, মোবাইল ডেটার দাম, ভ্যাট-ট্যাক্স এবং এ খাতে মধ্যস্বত্ব ব্যবসার বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করতে হবে। এর মাধ্যমেই সমাধান উঠে আসবে।

টিপাপ প্ল্যাটফর্মের সমন্বয়কারী ও বিডিজবসের প্রধান ফাহিম মাশরুরের সঞ্চালনায় গোলটেবিল আলোচনায় আরও বক্তব্য দেন রবির সাবেক সিইও মাহতাব উদ্দিন আহমেদ, টেলিকম বিশেষজ্ঞ নুরুল কবির, ব্র্যাক ব্যাংকের চিফ অপারেটিং অফিসার (সিওও) সাব্বির হোসেন প্রমুখ।

হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের কথা শুনল জাতীয় নাগরিক কমিটি

প্রতিবেদক, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*

শারদীয় দুর্গাপূজার নবমীর দিনে রাজধানীর চারটি পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেছেন জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতারা। এ সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষেরা গত শুক্রবার পুরান ঢাকার তাঁতীবাজারের পূজামণ্ডপে 'পেট্রলবোমা' নিক্ষেপ ও ছুরিকাঘাতের ঘটনায় শঙ্কার কথা জানিয়েছেন। কমিটির নেতারা এ সময় তাঁদের নিরাপত্তার বিষয়ে আশ্বস্ত করেছেন।

গতকাল শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকার ওয়ারীর রবিদাস পাড়ায় শ্রীশ্রী গুরু রবিদাস জিউ মন্দির প্রাঙ্গণের পূজামণ্ডপ, দয়াগঞ্জে তেলেগু সম্প্রদায়ের পূজামণ্ডপ, ডেমরার ডগাইর দুর্গামন্দির এবং ধলপুরের তেলেগু পাড়া পূজামণ্ডপ পরিদর্শন করেন নাগরিক কমিটির আহ্বায়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, মুখপাত্র সামান্তা শারমিনসহ অন্য সদস্যরা। হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের পাশাপাশি মণ্ডপগুলোতে দায়িত্বরত আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গেও তাঁরা কথা বলেন।

দুর্গাপূজার পর সাঁড়াশি অভিযান

আইজিপি বললেন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দুর্গাপূজার পর ছিনতাই, মাদক, চাঁদাবাজি ও ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে সাঁড়াশি অভিযান শুরু করা হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি) ময়নুল ইসলাম। তিনি বলেছেন, কোনো ঘটনা ঘটিয়ে কেউ পার পাবে না।

গতকাল শনিবার রাজধানীর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনে দুর্গাপূজার মণ্ডপ পরিদর্শন শেষে আইজিপি সাংবাদিকদের এ কথা বলেন। আইজিপি বলেন, সারা দেশে ৩২ হাজারের বেশি মণ্ডপে দুর্গাপূজা উদ্‌যাপিত হচ্ছে। পূজা যেন নির্বিঘ্নে শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হতে পারে, সে জন্য বিশেষ নিরাপত্তাব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। সারা দেশের পূজামণ্ডপে প্রায় সোয়া দুই লাখ আনসার সদস্য মোতায়েন রয়েছেন। পুলিশ বাহিনীর ৭৫ হাজার সদস্য প্রত্যক্ষভাবে নিরাপত্তার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। এ ছাড়া সারা দেশে সশস্ত্র বাহিনী মোতায়েন আছে।

জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯, কন্ট্রোল রুম সার্বক্ষণিক চালু রয়েছে জানিয়ে আইজিপি বলেন, যখনই পূজাসংক্রান্ত যেকোনো সংবাদ পাচ্ছেন, তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পূজাকে কেন্দ্র করে ১ অক্টোবর থেকে এ পর্যন্ত সারা দেশে ৪৩টি ঘটনা ঘটেছে। প্রতিটি ঘটনায়ই তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এসব ঘটনায় ১৪টি মামলা, ২৯টি সাধারণ ডায়েরি (জিডি) ও ২৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

আইজিপি আরও বলেন, যারা অপতৎপরতা চালাতে চায়, তারা মুষ্টিমেয়। কোনো ঘটনা ঘটিয়ে কেউ পার পাবে না। অপরাধী যেই হোক, তাকে আইনের আওতায় আনা হবে।

অন্তর্বর্তী সরকারের পদত্যাগের দাবি ইনসানিয়াত বিপ্লবের

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

অন্তর্বর্তী সরকারের পদত্যাগ দাবি করেছে ইনসানিয়াত বিপ্লব নামের একটি দল। তাদের অভিযোগ, দেশে উগ্রবাদী সামাজিক-রাজনৈতিক প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছে, জনগণের জানমালের নিরাপত্তাহীনতা তৈরি হয়েছে এবং দ্রব্যমূল্য অসহনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এর দায় নিয়ে সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে।

গতকাল শনিবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশে এ দাবি জানায় দলটি। সেখানে সমাবেশ করার পর দলটির নেতা-কর্মীরা প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় অবরোধ করার জন্য রওনা হন।

মানুষের জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষা ছাড়া কোনো অর্থনৈতিক পরিবর্তন সম্ভব হবে না।

পাকিস্তানে একের পর এক সন্ত্রাসী হামলা নিয়ে দেশটির পত্রিকা ডন-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

শীর্ষ সন্ত্রাসীদের দৌরাত্ম্য

জোরদার অভিযান চালানো হোক

৫ আগস্ট ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যে অনেকটা নাজুক হয়ে পড়েছিল, সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। যে পুলিশ সদস্যরা মাঠপর্যায়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বে থাকেন, তাঁদের নিষ্ক্রিয়তা ও কর্মস্থলে অনুপস্থিতিই এর বড় কারণ। সরকারের নানামুখী উদ্যোগের ফলে যখন আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি উন্নতির দিকে যাচ্ছিল, তখনই কারাগার থেকে একের পর এক শীর্ষ সন্ত্রাসীদের জামিনে বেরিয়ে আসার খবর উদ্বেগজনক।

প্রথম আলোর খবর থেকে জানা যায়, কারাগার থেকে জামিনে বের হওয়া শীর্ষ সন্ত্রাসীরা প্রকাশ্য তৎপরতা শুরু করেছেন। একইভাবে আত্মগোপনে থাকা শীর্ষ সন্ত্রাসীদের কেউ কেউ ইতিমধ্যে প্রকাশ্যে এসেছেন। অপরাধের পুরোনো সাম্রাজ্য ফিরে পেতে ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় মহড়া দেওয়ার পাশাপাশি চাঁদা চেয়ে ব্যবসায়ীদের হুমকি দেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। ঢাকায় গত মাসে জোড়া খুনের ঘটনায় একজন শীর্ষ সন্ত্রাসীর নাম এসেছে।

২৯ সেপ্টেম্বর রাজধানীর মগবাজারের বিশাল সেন্টারে একটি দোকান দখলের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দলবল নিয়ে মহড়া দিয়েছেন শীর্ষ সন্ত্রাসী সুব্রত বাইন। এ নিয়ে সেখানকার ব্যবসায়ীদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। শীর্ষ সন্ত্রাসী হিসেবে যাঁর নাম পুলিশের খাতায় আছে, তিনি কী করে প্রকাশ্যে মহড়া দেন?

মোহাম্মদপুরে ইমামুল হাসান হেলাল ওরফে পিচ্চি হেলাল নামের আরেক শীর্ষ সন্ত্রাসী প্রায় দুই যুগ পর জামিনে বের হয়ে এসেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে দুই যুবককে কুপিয়ে হত্যার ঘটনায় গত ২২ সেপ্টেম্বর রাজধানীর মোহাম্মদপুর থানায় মামলা হয়েছে। ২০ সেপ্টেম্বর রায়েরবাজারে সাদেক খান আড়তের সামনে ওই জোড়া খুন হয়। পুলিশ বলছে, রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর এলাকার 'দখল' নিতে সন্ত্রাসীদের দুই পক্ষের বিরোধ থেকে জোড়া খুনের ঘটনা ঘটে।

ডিএমপি কমিশনার নাইম আহমেদ বলেছেন, শীর্ষ সন্ত্রাসীদের মধ্যে যাঁরা কারাগারের বাইরে অবস্থান করছেন, তাঁদের ওপর সার্বক্ষণিক গোয়েন্দা নজরদারি রাখা দরকার। এ কাজ ঠিকভাবে করতে না পারলে সামনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাবে। কমিশনার মহোদয়ের মধ্যেই যখন এই শঙ্কা, তখন ঢাকা শহরের সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে?

প্রথম আলোর খবর থেকে আরও জানা যায়, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর আলোচিত শীর্ষ সন্ত্রাসীদের মধ্যে অন্তত ছয়জন জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। তাঁদের বেশির ভাগই এক থেকে দেড় যুগের বেশি সময় কারাগারে ছিলেন।

সন্ত্রাসীদের কারাগার থেকে ছাড়া পাওয়ার যুক্তি হিসেবে আগের সরকারের আমলে রাজনৈতিক কারণে মামলার দোহাই দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তাঁদের কেউ আওয়ামী লীগের আমলে গ্রেপ্তার হননি। তৎকালীন বিএনপি সরকার ২০০১ সালের ২৫ ডিসেম্বর যে ২৩ শীর্ষ সন্ত্রাসীর নাম ঘোষণা করেছিল, তাঁদের অন্যতম সুব্রত বাইন। তাঁর নামে এখনো ইন্টারপোলের রেড নোটিশ জারি রয়েছে। সেখানে তাঁর বয়স দেখানো হয়েছে ৫৫ বছর। তাঁকে ধরিয়ে দিতে তখন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পুরস্কার ঘোষণা করেছিল।

মূলত এসব সন্ত্রাসী ডিশ-ইন্টারনেট ব্যবসা, দরপত্র নিয়ন্ত্রণ, পরিবহন, ফুটপাত, বাজার, ঝুট ব্যবসা, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ও নির্মাণকাজ থেকে চাঁদাবাজির সঙ্গে যুক্ত। আবার এলাকায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য কোনো কোনো মহল তাঁদের ব্যবহার করে, এমন নজিরও কম নয়।

৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর বিভিন্ন থানা থেকে লুট হওয়া অস্ত্রের একাংশ সন্ত্রাসীদের হাতে চলে গেছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সরকারের দায়িত্ব এসব অস্ত্র উদ্ধার করে প্রত্যেক সন্ত্রাসীকে আইনের আওতায় নিয়ে আসা। সন্ত্রাসী চক্রকে শক্ত হাতে দমনে এখনই কার্যকর ও টেকসই পদক্ষেপ নেওয়া হোক।

তিন বিশ্ববিদ্যালয়

দ্রুত উপাচার্য নিয়োগ দিন

গত জুলাই মাস থেকে কোটা সংস্কার নিয়ে আন্দোলন ও এরপর সর্বজনীন পেনশনের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের কর্মসূচির কারণে ধীরে ধীরে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম স্তিমিত হতে থাকে। এরপর ছাত্র-জনতার আন্দোলনের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে। বিশেষ করে গত সরকারের নিয়োগ করা উপাচার্যসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা নানা অনিয়মের অভিযোগে শিক্ষার্থীদের চাপের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এখনো সব বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। এমন বিলম্ব কোনোভাবেই কাম্য নয়।

আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর শিক্ষার্থীদের আপত্তির মুখে বিভিন্ন ধাপে পদত্যাগ করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট)এবং রাঙামাটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি অ্যান্ড অ্যানিমেল সায়েন্সেস (সিভাসু) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। শিক্ষকেরা বলছেন, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে দলীয় বিবেচনায় উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল। অধ্যাদেশ ও আইন মেনে নিয়োগ হয়নি। নিয়োগপ্রাপ্ত সবাই ছিলেন আওয়ামী লীগ-ঘনিষ্ঠ। এ কারণে পদত্যাগ করতে হয়েছে।

এর মধ্যে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। বাকি তিনটিতে পদটি খালি পড়ে আছে। দেশের অন্য অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ হয়ে পুরোদমে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে। সেদিক দিয়ে পিছিয়ে আছে এ তিন বিশ্ববিদ্যালয়। ইতিমধ্যে উপাচার্য নিয়োগের দাবিতে আন্দোলন করছেন সিভাসুর শিক্ষার্থীরা। এতে বিশ্ববিদ্যালয়টি অনেকটা অচল হয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থীদের আরও দাবি হলো, নিজেদের ক্যাম্পাস থেকেই কোনো শিক্ষককে তাদের উপাচার্য নিয়োগ দিতে হবে।

নতুন সরকার গঠনের পর উপাচার্য নিয়োগের আগেই শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে দিয়ে প্রশংসিত হয় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। পরে সেখানে উপাচার্য নিয়োগ হয়। কিন্তু চট্টগ্রাম প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (চুয়েট) সেদিক দিয়ে পিছিয়ে পড়েছে। এখনো চুয়েটে উপাচার্য নিয়োগ হয়নি। ক্লাস-পরীক্ষা শুরু হলেও বিশ্ববিদ্যালয়টির প্রশাসনিক ও একাডেমিক কার্যক্রমে স্থবিরতা নেমে এসেছে। একই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে রাঙামাটির বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সংস্কারের দাবি উঠছে সর্বমহলে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীরা চান বিশ্ববিদ্যালয়কে নতুন করে ঢেলে সাজানো হোক। এ জন্য তাঁরা বেশ কিছু দাবি উপস্থাপন করছেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ না হওয়ায় সেসব দাবি পূরণ সম্ভব হচ্ছে না। তবে আন্দোলনের বিরোধিতা করেছেন, লেজুড়বৃত্তিক ছাত্র ও শিক্ষক রাজনীতিকে সমর্থন করেন বিশেষ করে বিগত সরকারের সঙ্গে যুক্ত এমন কাউকে উপাচার্য ও সহ-উপাচার্য হিসেবে চান না শিক্ষার্থীরা। শিক্ষাগত যোগ্যতার পাশাপাশি প্রশাসনিকভাবে দক্ষ ও শিক্ষার্থীবান্ধব শিক্ষককে উপাচার্য হিসেবে দেখতে চান তাঁরা।

আমরা আশা করব, শিক্ষার্থীদের দাবি অনুসারে দ্রুত এ তিন বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য ও সহ-উপাচার্য নিয়োগ করা হবে।

চিঠিপত্র

শিক্ষকস্বল্পতা

বর্তমানে বাংলাদেশে শিক্ষকস্বল্পতা একটি বড় সমস্যা। বিশেষ করে কলেজগুলোয় শিক্ষকস্বল্পতা বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। পর্যাপ্ত শিক্ষকের অভাবে কলেজগুলোতে নিয়মিত পাঠদান দিতে ব্যর্থ হচ্ছে কলেজ কর্তৃপক্ষ। বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী কলেজ চট্টগ্রাম কলেজ। শত বছরের ঐতিহ্য ধারণ করা কলেজটির বাংলা বিভাগও একটি ঐতিহ্যপূর্ণ বিভাগ। ড. মুহাম্মদ আবদুল হাই, ড. হুমায়ুন আজাদ, ফোকলোর বিশেষজ্ঞ মোহাম্মদ মনসুর উদ্দিন, অধ্যাপক মনিরুজ্জামানদের মতো বহু কৃতী শিক্ষকের পাশাপাশি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আহমদ কবীর, অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক, অধ্যাপক আবুল কাসেমসহ বহু কৃতী শিক্ষার্থী বাংলা বিভাগের ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। বর্তমানে বিভাগটিতে অনার্স, মাস্টার্সসহ অধ্যয়ন করছেন শত শত শিক্ষার্থী। রয়েছেন মাত্র ছয়জন শিক্ষক। এই ছয়জনকেই অনার্স ও মাস্টার্সের সঙ্গে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদেরও ক্লাস নিতে হচ্ছে। ফলে তাঁরা নিয়মিত সব বর্ষের ক্লাস দিতে পারছেন না। ক্লাস কমে যাওয়ায় শিক্ষার্থীদের কলেজে আসা কমে গেছে। এমন শিক্ষক-সংকটে ভুগছে কলেজের আরও বিভাগ। এ ব্যাপারে যথাযথ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নাদিয়া সুলতানা
শিক্ষার্থী, চতুর্থ বর্ষ, বাংলা বিভাগ

পাঠকের প্রতি

আপনার চারপাশের সমস্যা-অসংগতি কিংবা অন্যান্য বিষয় নিয়ে অনধিক ২০০ শব্দে চিঠিপত্র বিভাগে লিখতে পারেন। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদকীয় বিভাগ, প্রথম আলো, প্রগতি ইনস্যুরেন্স ভবন, ২০-২১, কারওয়ান বাজার, ঢাকা। editorial@prothomalo.com

বিচার বিভাগে বেশি অনাস্থা তৈরি হয় আওয়ামী আমলে

বিশেষ সাক্ষাৎকার

মো. আবদুল মতিন

মো. আবদুল মতিন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি। তাঁর লেখা উল্লেখযোগ্য বই *আনরিটেন কনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ* ও *আ টেল অব টু সুপ্রিম কোর্টস*। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান-পরবর্তী বাংলাদেশে আলোচিত বিভিন্ন বিষয়ে তিনি *প্রথম আলোর* সঙ্গে কথা বলেছেন। এর মধ্যে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, বিচার বিভাগ ও সংবিধান সংস্কার, বিচারক নিয়োগে আইনের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয় রয়েছে।

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **মনজুরুল ইসলাম**

প্রথম আলো : ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে সরকার পতনের আগে গত ১৫ বছরের স্বৈরাচারী শাসনামলে বিচার বিভাগের ভূমিকা নিয়েও অনেক প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল। নিম্ন আদালত থেকে শুরু করে উচ্চ আদালত, কোথাও ন্যায়বিচার পাওয়া যায়নি—প্রায়ই এ রকম অভিযোগ উঠেছে। গত সরকারের আমলে বিচার বিভাগ নিয়ে এমন প্রশ্ন ও অভিযোগগুলো আপনি কীভাবে দেখেন?

এম এ মতিন : আদালতে যত মামলা হয়ে থাকে, তার একটা বড় অংশই সরকার বনাম নাগরিকের মামলা। অনেক সময় এসব মামলায় সরকার ও সরকারদলীয় লোকজনের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত ছিল। এসব কারণেই বিচার বিভাগে হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল। গত আওয়ামী লীগ সরকারের প্রথম মেয়াদেই এটা শুরু হয়। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মেয়াদে এটা সব মাত্রা ছাড়িয়ে যায়।

এই দুই মেয়াদে বিচার বিভাগে ব্যাপকভাবে দলীয়করণ করা হয়। উচ্চ আদালতে এমন কিছু লোককে বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়, যাঁদের আইনকানুন, বিচার সম্পর্কে পর্যাপ্ত জানাশোনা নেই এবং এমনকি তাঁদের মেরুদণ্ডও নেই। তাঁরা যে নিজেদের যোগ্যতায় নয়, সরকারের কৃপায় বিচারক হয়েছেন, এটা তাঁরা জানতেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের কোনো নৈতিক শক্তি ছিল না। তাঁরা যেমন সরকারের নির্দেশনামতো কাজ করতেন, অনেক সময় আবার সরকার কিছু না বললেও সরকারের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। ভবিষ্যতে সরকারের কাছ থেকে আরও সুবিধা পাওয়ার আশা থেকেই তাঁদের মধ্যে এমন প্রবণতা লক্ষ করা গেছে। এ কারণে তাঁদের পক্ষে ন্যায়বিচার করা সম্ভব ছিল না।

এ রকম পরিস্থিতিতে জনগণের মধ্যে বিচার বিভাগ নিয়ে একধরনের আস্থার অভাব তৈরি হয়েছিল। সহজভাবে বলা যায়, দলীয়করণ, অযোগ্য ও মেরুদণ্ডহীন লোকদের বিচারক হিসেবে নিয়োগের ফলে বিচার বিভাগ নিয়ে অনাস্থা তৈরি হয়েছিল। বিচার বিভাগ নিয়ে অনাস্থা হয়তো আগেও কিছুটা ছিল, তবে গত সরকারের আমলে যেটা হয়েছে, তা সব মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

প্রথম আলো : মাসদার হোসেন মামলার সূত্র ধরে নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগ পৃথক করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ২০০৮ সালের আগের তুলনায় এরপর বিচার বিভাগের ভূমিকা বেশি প্রশ্নবিদ্ধ হয়েছে। তাহলে বিচার বিভাগ পৃথক করে কি কোনো লাভ হলো?

এম এ মতিন : মাসদার হোসেন মামলার রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক ছিল। কিন্তু সেখানে যে ধরনের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল, তা পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা হয়নি। কিছু বিষয় 'পিক অ্যান্ড চুজ' (সুবিধামতো বাছাই) করা হয়েছে। কোনো একটা স্কিম বা প্রকল্প পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হলে সেটা ভালোর চেয়ে খারাপ হতে পারে। এ ক্ষেত্রে সেটাই হয়েছে।

বিচার বিভাগকে নির্বাহী বিভাগ থেকে পৃথক করতে চাইলে এই পৃথক্‌করণের পথে যত সাংবিধানিক, আইনি, প্রাতিষ্ঠানিক, এমনকি অর্থনৈতিক বাধা আছে, তা দূর করার উদ্যোগ নেওয়ার কথা ছিল। তেমন কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি। এর ফলে সত্যি সত্যি বিচার বিভাগ পৃথক হয়েছে বা নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়েছে—এমনটা বলা যায় না।

প্রথম আলো : নতুন বিচারপতি সৈয়দ রিফাত আহমেদ সম্প্রতি বিচার বিভাগ নিয়ে একটি 'রোডম্যাপ' দিয়েছেন। সেটাকে কীভাবে দেখছেন?

এম এ মতিন : তিনি যা বলেছেন, সেটা বেশ ইতিবাচক। এগুলোর অনেক কিছুই মাসদার হোসেন মামলার নির্দেশনায় বলা হয়েছিল। সেগুলো পুরোপুরি বাস্তবায়ন করতে হবে। সুপ্রিম কোর্ট সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, আলাদা বাজেট বরাদ্দ দেওয়া এবং নিম্ন আদালতগুলোকে সম্পূর্ণভাবে সুপ্রিম কোর্টের অধীনে নিয়ে আসা—এ বিষয়গুলো নিয়ে আগেও আলোচনা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সংবিধানের ১১৬ অনুচ্ছেদ একটি বাধা। এই অনুচ্ছেদের ফলে বিচার বিভাগে এখন 'দ্বৈত শাসন' চলছে। নিম্ন আদালতকে পুরোপুরি সুপ্রিম কোর্টের অধীনে আনতে হলে এটাকে বাহাত্তরের সংবিধানে যেভাবে ছিল, সেই অবস্থায় ফিরিয়ে নিতে হবে।

প্রথম আলো : শুধু সাংবিধানিক, আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো থাকলেই কি ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে, নাকি এ ক্ষেত্রে বিচারকদের যোগ্যতা, দক্ষতা ও ন্যায়পরায়ণতার প্রয়োজন আছে?

এম এ মতিন : আমি মনে করি দুটিই সমানভাবে প্রয়োজনীয়। একজন বিচারক ব্যক্তিগতভাবে কতটা দক্ষ, যোগ্য, সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও মানবিক—সেটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিচারকাজ কার্যত রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার বাস্তবায়ন। একজন বিচারক যদি সেই ক্ষমতা ঠিকমতো ব্যবহার করতে না পারেন কিংবা ভুল বা অপব্যবহার করেন, তাহলে অনেক বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যায়। এ কারণে সঠিক ব্যক্তিদের বিচারক হিসেবে নিয়োগের কোনো বিকল্প নেই।

প্রথম আলো : সম্প্রতি অন্তর্বর্তী সরকার হাইকোর্টে ২৩ জন অস্থায়ী বিচারপতি নিয়োগ দিয়েছে। বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্রে আমাদের তো কোনো আইন নেই। তাহলে এটা কোন প্রক্রিয়া বা কীভাবে হচ্ছে?

এম এ মতিন : উচ্চ আদালতে বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে জরুরি ভিত্তিতে একটি আইন করা উচিত। তবে আইন না থাকলেও আপিল বিভাগের কিছু নির্দেশনা আছে। আমি বিচারপতি থাকা অবস্থায় আপিল বিভাগ এ নির্দেশনাগুলো দিয়েছিল।

এ নির্দেশনায় বার ও বেঞ্চের সঙ্গে আলোচনা করে বিচারক নিয়োগের কথা বলা হয়েছিল। সেই আলোচনার লিখিত রেকর্ড রাখার কথাও বলা হয়েছিল, যাতে কারও ব্যাপারে কী আলোচনা হয়েছে, সেটা পরবর্তী সময়ে জানা যায়। কিন্তু সেসব নির্দেশনা মানা হয়েছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। এ ব্যাপারে স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

উচ্চ আদালতে বেশির ভাগ বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয় আইনজীবীদের মধ্য থেকে। আমাদের দেশে অন্যান্য শ্রেণি-পেশার মানুষের মতো আইনজীবীরাও রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত। এ কারণে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নেই, এমন আইনজীবীদের বিচারক হিসেবে নিয়োগ দেওয়াই শ্রেয়। আমি মনে করি, যাঁদের বিচারক হিসেবে নিয়োগের জন্য বিবেচনা করা হয়, তাঁদের নামের তালিকা অন্তত এক মাস আগে প্রকাশ করা উচিত। এতে কারও ব্যাপারে কোনো আপত্তি থাকলে সেটা জানা বা যাচাই-বাছাই করার সুযোগ থাকে। এতে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিদের বিচারক হিসেবে নিয়োগের সম্ভাবনা বেশি থাকে।

মনে রাখতে হবে, জনগণই শ্রেষ্ঠ 'বিচারক'। তাই জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করা যাবে না। বিশেষ দল বা মতের মানুষের চেয়ে সাধারণ মানুষের বিবেচনাকে গুরুত্ব দিতে হবে। সম্প্রতি যেভাবে বিচারক নিয়োগ দেওয়া হলো, সেটা নতুন কোনো কিছু নয়। হয়তো কিছু লোক নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তালিকা করেছেন। এটাকে অনেকটা আগে যেভাবে বিচারক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, সেটার পুনরাবৃত্তি বলা যেতে পারে।

প্রথম আলো : বিচার বিভাগ সংস্কার করার লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকার 'বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন' নামে একটি কমিশন গঠন করেছে। এই কমিশনের কোন কোন বিষয়ে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত বলে মনে করেন?

এম এ মতিন : বিচার বিভাগ নিয়ে মানুষের মধ্যে একধরনের অনাস্থা তৈরি হয়েছে। কেন এই অনাস্থা তৈরি হলো এবং কীভাবে এই অনাস্থা দূর করা যায়, কমিশনকে সবার আগে সেটা অনুসন্ধান করতে হবে। বিচার বিভাগের কিছু সমস্যা নিয়ে অনেক দিন ধরেই কমবেশি আলোচনা হচ্ছে। কিছু কিছু সমস্যার সমাধান স্বল্পমেয়াদি, আবার কিছু সমস্যার সমাধান দীর্ঘমেয়াদি।

নিম্ন আদালতে মামলা অনুপাতে বিচারকের সংখ্যার স্বল্পতা আছে, সেটার জন্য বিচারক নিয়োগ দিতে হবে। আদালতগুলোর অবকাঠামোগত সংকট কীভাবে দূর করা যায়, সেটা একটা চিন্তার বিষয়। বার ও বেঞ্চের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব কীভাবে বৃদ্ধি করা যায়—সেটাও বিবেচনায় রাখতে হবে। বিচারালয়কে দলীয় আনুগত্য থেকে মুক্ত রাখতে হবে। আদালত প্রাঙ্গণে সব বিভাজন দূর করে সবার একটিমাত্র পরিচয় হওয়া উচিত, 'আমরা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় নিবেদিত সেবক।'

এসব কিছুর উদ্দেশ্য হলো মানুষ যাতে স্বল্প সময়ে ন্যায়বিচার পেতে পারে। ন্যায়বিচার পাওয়া একজন নাগরিকের অধিকার। বিচার বিভাগ কীভাবে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ভালোভাবে ভূমিকা রাখতে পারে, কমিশনকে সেটা খুঁজে বের করতে হবে।

প্রথম আলো : সংবিধান সংস্কারের জন্যও সরকার একটি কমিশন গঠন করেছে। সংবিধান পরিবর্তন নিয়ে যে কথাবার্তা হচ্ছে, সে বিষয়ে আপনার মতামত কী?

এম এ মতিন : বাংলাদেশে গত কয়েক দশকের রাজনৈতিক সংকটের সঙ্গে সংবিধানের একটা সম্পর্ক আছে। সাংবিধানিকভাবে কোনো সমাধান সম্ভব হয়নি বলেই ২০২৪ সালে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে স্বৈরাচারী সরকারের পতন হলো।

বর্তমান সংবিধান অনেক ক্ষেত্রেই নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার নিশ্চিত করতে পারেনি। সংবিধানের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য নেই, বরং নির্বাহী বিভাগের একক কর্তৃত্ব রয়েছে। ৭০ অনুচ্ছেদের মতো অগণতান্ত্রিক ধারার কারণে সংসদ সদস্যরা কার্যত দলের হাতে 'বন্দী' থাকেন। এসব অনুচ্ছেদকে যুক্তিসংগত সংস্কারের মাধ্যমে সংবিধানকে গণতান্ত্রিকীকরণ করতে হবে। আমরা প্রত্যাশা করি, সংবিধান সংস্কার কমিশন এসব বিষয় ভালোভাবে পর্যালোচনা করে সুপারিশ প্রণয়ন করবে।

প্রথম আলো : সংবিধান সংশোধন, পুনর্লিখন নাকি নতুনভাবে প্রণয়ন—কোনটা এখন বেশি প্রযোজ্য বলে মনে করেন?

এম এ মতিন : বাহাত্তরের সংবিধান সংশোধন বা পুনর্লিখন কিংবা নতুন সংবিধান প্রণয়ন—যেকোনোভাবেই সংবিধান পরিবর্তন করা যেতে পারে। কোনটা, কীভাবে করা হবে, সেটা নির্ভর করছে রাজনৈতিক ঐকমত্যের ওপর। যেটাই করা হোক, রাজনৈতিক দল, বিশেষজ্ঞ ও নাগরিকদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে করতে হবে। তা না হলে এই পরিবর্তন টেকসই হবে না।

প্রথম আলো : আমাদের সংবিধানে ধর্মের অবস্থান একটি আলোচিত ইস্যু। সংবিধানে একদিকে যেমন ধর্মনিরপেক্ষতা আছে, আবার রাষ্ট্রধর্মও আছে। এই বিতর্কের অবসান কীভাবে হবে?

এম এ মতিন : এখন সংবিধানে যেভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রধর্ম—দুটোই রাখা হয়েছে তা সাংঘর্ষিক। রাষ্ট্র একটি প্রতিষ্ঠান। এর কোনো ধর্ম থাকতে পারে না, ধর্ম থাকে ব্যক্তির। একটা বিষয় মনে রাখতে হবে, সংবিধানে রাষ্ট্রধর্মের বিষয়টি তখন কোনো রাজনৈতিক দলের বা নাগরিকের দাবি ছিল না। এটা ছিল স্বৈরাচার এরশাদের ক্ষমতায় টিকে থাকার একটি রাজনৈতিক কৌশল। ধর্ম যেহেতু আমাদের দেশে একটি স্পর্শকাতর ইস্যু, তাই পরবর্তী সময়ে কেউ আর এ বিষয়ে কিছু বলেনি।

প্রথম আলো : আমাদের সংবিধানে নাগরিকত্ব ও জাতীয়তা নিয়েও কিছু অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি আছে। বলা হয়েছে, বাংলাদেশের জনগণ জাতি হিসেবে বাঙালি এবং নাগরিকেরা বাংলাদেশি হিসেবে পরিচিত হবেন। এর ফলে কি অন্য জাতিসত্তার মানুষদের 'অস্বীকার' করা হলো?

এম এ মতিন : বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে বসবাসরত সব নাগরিকের একটি সাধারণ পরিচয় থাকতে হবে। এটা আমাদের একটা ঐক্যের জায়গা। অন্যদিকে বাংলাদেশে শুধু বাঙালি নয়, অন্য জাতির মানুষও আছেন। এটা একটা বৈচিত্র্যের বিষয়। সংবিধানে সেই স্বীকৃতিও থাকা উচিত। তাঁরা কীভাবে নিজেদের পরিচিতি চান, সেটা নিয়ে সংবিধান সংস্কার কমিশনের উচিত হবে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করা। এ বিষয়গুলো এখনই সুরাহা করার সময়। এসব ইস্যুর মীমাংসা না হলে তা বারবার ফিরে আসবে।

প্রথম আলো : অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর গত আমলের অনেক মন্ত্রী, এমপি, প্রভাবশালী নেতা ও বিভিন্ন বাহিনীর কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে মামলা, গ্রেপ্তার, রিমান্ড নিয়ে কিছু প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। এ বিষয়টা নিয়ে আপনার মতামত কী?

এম এ মতিন : গণ-অভ্যুত্থানের সময় যাঁরা হত্যা-সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নিতে হবে। কিন্তু গণহারে গ্রেপ্তার করা হলে সেটা ঠিক হচ্ছে না। মনে রাখতে হবে, এজাহারে কারও নাম থাকলেই তিনি অভিযুক্ত হয়ে যান না। পুলিশের তদন্তের পর আদালত যখন অভিযোগপত্র আমলে নেন, তখনই শুধু একজন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত বলা যেতে পারে। তাই আদালত অপরাধ আমলে নেওয়ার আগে কাউকে অহেতুক নাজেহাল করা উচিত হবে না। যে যতটুকু অপরাধ করেছে, আইন অনুযায়ী তার বিরুদ্ধে ততটুকু ব্যবস্থা নিতে হবে। কারও বিরুদ্ধে প্রতিশোধপরায়ণ হওয়া যাবে না, তাহলে বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠবে।

প্রথম আলো : আদালতে নেওয়ার পথে কোনো কোনো গ্রেপ্তার ব্যক্তির ওপর আদালত প্রাঙ্গণে হামলার ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনাগুলোকে কীভাবে দেখছেন?

এম এ মতিন : আদালত প্রাঙ্গণে হামলার ঘটনাগুলোকে 'মব ট্রায়াল' বা 'মব জাস্টিস' বলা যেতে পারে। যখন একজন মানুষ আইনের আশ্রয়ে থাকেন, তখন এমনটা করা কোনোভাবেই উচিত নয়। এ ঘটনাগুলো আদালতের প্রতি অপমান বা অবমাননা। এ ধরনের কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে শক্ত হাতে ব্যবস্থা নিতে হবে। আইনের শাসন এবং আদালতের প্রতি মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে হবে।

প্রথম আলো : আপনাকে ধন্যবাদ।

এম এ মতিন : আপনাকেও ধন্যবাদ।

পাকিস্তান

বেলুচিস্তানে খনিশ্রমিক হত্যা, কেন বাড়ছে সন্ত্রাসী হামলা

হারুন জানজুয়া

পাকিস্তানের বেলুচিস্তানে বন্দুকধারীরা ২০ জন খনিশ্রমিককে হত্যা করেছে। গুরুতর আহত হয়েছে সাতজন। গত শুক্রবার এ সন্ত্রাসী হামলার ঘটনা ঘটে। বেলুচিস্তান প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

কয়েক দিন পরে রাজধানী ইসলামাবাদে একটি বড় নিরাপত্তা শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। ঠিক এর আগে আগেই পাকিস্তানের অশান্ত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ বেলুচিস্তানে এই হামলার ঘটনা জাতীয় পর্যায়ে এক অস্থিরতা তৈরি করেছে। হামলার উদ্দেশ্যও কি তা-ই ছিল? রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা সে বিষয়ে জোর আলোচনা করছেন।

ঘটনা ঘটেছে বেলুচিস্তানের হারনাই জেলার তহসিল দাকির কয়লাখনিতে। নিহত ব্যক্তিরা এই কয়লাখনির শ্রমিক। নিহত খনিশ্রমিকদের মধ্যে পাকিস্তানি নাগরিক ছাড়া আফগানও রয়েছে।

বার্তা সংস্থা রয়টার্সের বরাত দিয়ে দাকি থানার স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) হুমায়ুন খান জানিয়েছেন, গভীর রাতে একদল সশস্ত্র লোক ভারী অস্ত্র নিয়ে দাকি এলাকার খনিটিতে হামলা চালায়। এখানকার অধিকাংশ শ্রমিক বেলুচিস্তানের পশতুনভাষী এলাকার বাসিন্দা। কিছু প্রতিবেদন অনুযায়ী, হামলাকারীরা রকেট ছুড়েছে এবং গ্রেনেডও নিক্ষেপ করেছে।

কোনো গোষ্ঠী তাৎক্ষণিকভাবে হামলার দায় স্বীকার করেনি, তবে নিষিদ্ধ বালুচ লিবারেশন আর্মিকে এই হামলার জন্য সন্দেহ করা হচ্ছে। এরা প্রায়ই বেসামরিক এবং নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে হামলা করে থাকে।

গোষ্ঠীটি গত আগস্ট মাস থেকে ধারাবাহিক হামলা চালিয়ে ৫০ জনের বেশি লোক হত্যা করেছে। শাসকদের পক্ষ থেকে সশস্ত্র গোষ্ঠীর ২১ জনকে হত্যা করে পাল্টা প্রতিশোধ নেওয়া হয়।

নিহতদের কফিন নিয়ে খনিশ্রমিকদের বিক্ষোভ। ছবি : এএফপি

এর আগেও হামলা হয়েছে

বেলুচিস্তানের খনিতে কাজ করা শ্রমিকদের ওপর হামলার ঘটনা আগেও ঘটেছে। বেলুচিস্তানের কুচি জেলার মছ এলাকায় ঘুমন্ত অবস্থায় ১০ জনকে অপহরণ করা হয়েছিল। পরে তাঁদের হত্যা করা হয়। ঘটনার দায় স্বীকার করেছিল চরমপন্থী সংগঠন দায়েশ। যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁরা হাজারা সম্প্রদায়ের।

বেলুচিস্তানের স্বাধীনতা চেয়ে আসছে প্রদেশটির কয়েকটি বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী। তাদের অভিযোগ, ইসলামাবাদের ফেডারেল সরকার তেল ও খনিজসমৃদ্ধ বেলুচিস্তানকে নির্মমভাবে শোষণ করছে। এত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও বেলুচিস্তানের মানুষ রয়ে গেছে অবহেলিত ও দরিদ্র।

৭ অক্টোবর সোমবার, বালুচ লিবারেশন আর্মি দেশের বৃহত্তম বিমানবন্দরের বাইরে চীনা নাগরিকদের ওপর হামলার দায় স্বীকার করে। পাকিস্তানে কয়েক হাজার চীনা নাগরিক বেইজিংয়ের বহু বিলিয়ন ডলারের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ প্রকল্পে কাজ করছেন।

পাকিস্তানি বাহিনীর সক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন

বেলুচিস্তান লিবারেশন আর্মির হামলার পর পাকিস্তানে গুরুত্বপূর্ণ কোনো অনুষ্ঠান আয়োজন বা সেই অনুষ্ঠানে আগত বিদেশিদের রক্ষা করার ক্ষেত্রে পাকিস্তানি বাহিনীর সক্ষমতা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

আগামী সপ্তাহে ইসলামাবাদ সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করছে। কর্তৃপক্ষ রাজধানীতে নিরাপত্তা জোরদার করেছে। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঠেকাতে সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

এই সপ্তাহে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অতিরিক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে পাকিস্তানের চারটি প্রদেশকে সতর্ক করেছে। কারণ, বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী এবং পাকিস্তানি তালেবান জনসমাগমপূর্ণ এলাকা এবং সরকারি স্থাপনায় হামলা করতে পারে, এমন আশঙ্কা রয়েছে।

পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদ বাড়ছে কেন?

চলতি বছরের আগস্ট পর্যন্ত পাকিস্তানে সন্ত্রাসী হামলায় ৭৫৭ জন নিহত হয়েছে। সর্বশেষ হামলাসহ সেই সংখ্যা দাঁড়াল ৭৭৭। আহত হয়েছেন আরও বেশি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই প্রবণতা বন্ধ করতে সরকারের আরও ভালো পরিকল্পনা তৈরি করতে হবে।

বর্তমানে হামলাকারীরা দেশের দুটি প্রদেশ, খাইবার পাখতুনখাওয়া এবং বেলুচিস্তানে সবচেয়ে বেশি সক্রিয় রয়েছে। এই দুই প্রদেশের সীমান্ত রয়েছে আফগানিস্তানের সঙ্গে। ইসলামাবাদ বারবার পাকিস্তানে হামলার জন্য উগ্রপন্থী সংগঠন তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তানকে (টিটিপি) দায়ী করে আসছে।

এর বাইরে বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী বালুচ লিবারেশন আর্মিও বেলুচিস্তানে সক্রিয় রয়েছে। পাকিস্তান আফগান তালেবানকে পাকিস্তানে সন্ত্রাসীদের সমর্থন করার অভিযোগ করে থাকে। যদিও কাবুলের ক্ষমতায় থাকা আফগান তালেবানরা এই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে।

রাষ্ট্রীয় অবহেলা

এ প্রসঙ্গে সাংবাদিক এহসানুল্লাহ মো. টিপু মেহসুদ ডয়চে ভেলের সঙ্গে আলাপকালে 'রাষ্ট্রের অবহেলা' বর্তমান পরিস্থিতির প্রধান কারণ হিসেবে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন, সামরিক অভিযানের মাধ্যমে সন্ত্রাসীদের দেশ থেকে বিতাড়িত করে অর্জিত সুবিধা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়নি।

এহসানুল্লাহর মতে, আশরাফ গনির সময় আফগানিস্তানের সঙ্গে কোনো সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া জোরালো হয়নি। এর ফলে তেহরিক-ই-তালেবান পাকিস্তান (টিটিপি) আবার জমিয়ে বসার সুযোগ পায়।

সন্ত্রাসী আক্রমণ বৃদ্ধির কারণ

পাকিস্তানের সাবেক কূটনীতিক ও পররাষ্ট্রবিষয়ক বিশ্লেষক মালিহা লোধি বলেছেন, আফগান তালেবান সহিংসতা বন্ধ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

ডয়চে ভেলের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন, 'পাকিস্তানে জঙ্গি হামলা বৃদ্ধির বেশ কয়েকটি কারণ রয়েছে। প্রধান কারণগুলোর মধ্যে একটি হলো (আফগান) তালেবান কর্তৃপক্ষের টিটিপির লাগাম টেনে ধরতে অস্বীকৃতি। অথচ সংগঠনটি আফগানিস্তান থেকেই পালিয়ে পাকিস্তানে এসে ঘাঁটি গেড়েছে। আর এখন তারা পাকিস্তানে হামলা অব্যাহত রেখেছে।'

বেলুচিস্তানে সাম্প্রতিক সহিংসতার বৃদ্ধি 'পাকিস্তানকে অস্থিতিশীল করার একটি বহিরাগত প্রচেষ্টা' বলে মাহিরা লোধি মনে করেন।

আমেরিকান থিঙ্কট্যাংক ব্রুকিংস ইনস্টিটিউশনের মাদিহা আফজালের মতে, আফগানিস্তানের তালেবান কর্তৃপক্ষ টিটিপিকে সন্ত্রাসবাদের জন্য 'লজিস্টিক স্পেস' দিচ্ছে।

যাহোক, তিনি এ-ও বলেছেন যে পাকিস্তানে সন্ত্রাসবাদের উত্থানের জন্য পাকিস্তানি নেতৃত্বও দায়ী। তাঁরা অভ্যন্তরীণ বিরোধ এবং রাজনৈতিক বিরোধিতা প্রশমন করার বদলে ক্র্যাকডাউন পদ্ধতি অবলম্বন করতে পছন্দ করেন। এর ফলাফল ইতিবাচক হওয়ার কথা নয়।

জনসাধারণের সমর্থন অত্যাবশ্যক

বিশ্লেষকেরা বলছেন, সন্ত্রাসবাদের অবসান ঘটাতে সরকারকে আরও ভালো কৌশল সামনে নিয়ে আসতে হবে। সব অংশীজনকে সম্পৃক্ত করতে হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, সব প্রক্রিয়ার মধ্যে জনসমর্থন অর্জনে মনোযোগ দিতে হবে।

এহসানুল্লাহ টিপু মেহসুদ পাখতুনখাওয়া এবং বেলুচিস্তান সম্পর্কে বলতে গিয়ে মত ব্যক্ত করেন যে 'দেখা যাচ্ছে যে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানে জনগণের সমর্থন নেই। এটা খুব উদ্বেগজনক। জনগণ বরং মনে করে যে তাদের এলাকাগুলো থেকে সন্ত্রাসবাদী ও সেনাবাহিনী, এই দুই পক্ষকেই সরিয়ে ফেলা উচিত।' মানুষের জীবন সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মানুষের মধ্যে অবিশ্বাস তৈরি হয়েছে, তারা সন্ত্রাসী বা সেনাবাহিনী যে-ই হোক। কোনো পক্ষকেই তারা তাদের স্বার্থের রক্ষক বলে মনে করছে না। বিশ্বাসের এই ফাটলকে কাজে লাগাচ্ছে বিদ্রোহীরা।

তবে যে প্রক্রিয়া বা যে কৌশল কাজে লাগানোর কথা ভাবা হোক না কেন, মনে রাখতে হবে, এই দুই প্রদেশে সন্ত্রাসবাদ বন্ধে সবার আগে যা নিশ্চিত করা উচিত, তা হচ্ছে জনসমর্থন।

● **হারুন জানজুয়া** পাকিস্তানের সাংবাদিক

ডয়চে ভেলে উর্দু থেকে নেওয়া। অনুবাদ : **জাভেদ হুসেন**

প্রথম আলো রেজি. নং ডিএ ১৮৮০ | **সম্পাদক ও প্রকাশক :** মতিউর রহমান। মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত | **নির্বাহী সম্পাদক :** সাজ্জাদ শরিফ **ব্যবস্থাপনা সম্পাদক :** আনিসুল হক | **ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড**, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত | **প্রধান কার্যালয় :** প্রথম আলো ভবন ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫। ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬ | **বার্তা বিভাগ** ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১ ই-মেইল : news@prothomalo.com **সম্পাদকীয়** ই-মেইল : editorial@prothomalo.com | **বিজ্ঞাপন :** ৫৫০১২২১২ ই-মেইল : ad@prothomalo.com

ম্যানগ্রোভ বন

উপকূলীয় বন বা জোয়ার ভাটায় প্লাবিত বিস্তীর্ণ জলাভূমিকে বলা হয় 'ম্যানগ্রোভ' বন। পৃথিবীর একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন হচ্ছে সুন্দরবন।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

বাংলা | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান লিটন, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ১

 # এককথায় প্রকাশ

প্রশ্ন : 'আগুনের পরশমণি' উপন্যাসটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
উত্তর : ১৯৮৬ সালে।
প্রশ্ন : হুমায়ূন আহমেদের বাবা কোন বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন?
উত্তর : পুলিশ বাহিনীতে।
প্রশ্ন : হুমায়ূন আহমেদ কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন?
উত্তর : নেত্রকোনা জেলায়।
প্রশ্ন : 'আগুনের পরশমণি' কোন সময়ের জীবন বাস্তবতার খণ্ডাংশ?
উত্তর : মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের।
প্রশ্ন : হুমায়ূন আহমেদের প্রথম উপন্যাস কোনটি?
উত্তর : 'নন্দিত নরকে'।
প্রশ্ন : যোগাযোগে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে কী?
উত্তর : চিন্তা, অনুভূতি ও চাহিদা।
প্রশ্ন : চিন্তা কী?
উত্তর : এমন একধরনের মানসিক প্রক্রিয়া, যা সহজেই ভাষায় বর্ণনা করা যায়।
প্রশ্ন : অনুভূতি কী?
উত্তর : অনুভূতি হলো যা আমরা বোধ করি, কিন্তু এটি সহজে ভাষায় বর্ণনা করা যায় না।
প্রশ্ন : চাহিদা কয় ধরনের হয়?
উত্তর : দুই ধরনের—বস্তুগত ও অবস্তুগত চাহিদা।
প্রশ্ন : যোগাযোগের চাহিদা কেমন ধরনের?
উত্তর : এটি আপেক্ষিক।
প্রশ্ন : বড়দের সঙ্গে কীভাবে কথা বলতে হবে?
উত্তর : নম্র ও বিনয়ের সঙ্গে।
প্রশ্ন : কোনো বিষয়ে আলোচনার সময় কী অনুযায়ী সম্মান বজায় রেখে কথা বলতে হবে?
উত্তর : বয়স ও সম্পর্ক অনুযায়ী।
প্রশ্ন : কথা বলার সময় অসম্মান বোঝায়, এমন ধরনের কী কথা বলা যাবে না?
উত্তর : শারীরিক অঙ্গভঙ্গি।
প্রশ্ন : কারও সঙ্গে কথা বলার সময় সেই ব্যক্তির কী বুঝে কথা বলতে হবে?
উত্তর : শারীরিক ও মানসিক অবস্থা।
প্রশ্ন : কথা বলার সময় কী বাদ দিতে হবে?
উত্তর : অপ্রাসঙ্গিক বিষয়।
প্রশ্ন : কোনো বিষয়ে যার সঙ্গে কথা বলা হচ্ছে তার মতামতের প্রতিটি কী রাখতে হবে?
উত্তর : সম্মান বজায় রাখতে হবে।
প্রশ্ন : একাধিক মানুষের মধ্যে ভাব বিনিময়ের প্রক্রিয়াকে কী বলে?
উত্তর : যোগাযোগ।
প্রশ্ন : প্রত্যক্ষ মাধ্যমে যোগাযোগের উদারণ দাও।
উত্তর : গলার স্বর, কথার সুর ও ইশারা।

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৪

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১৯. কত সালে বাংলাদেশে উপজেলা ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়?
ক. ১৯৭৩ সালে খ. ১৯৭৮ সালে
গ. ১৯৮৩ সালে ঘ. ১৯৮৬ সালে

২০. বাংলাদেশ সরকার কত তারিখে 'জেলা পরিষদ আইন ২০০০' প্রবর্তন করে?
ক. ৬ জুন ২০০০
খ. ৬ জুলাই ২০০০
গ. ৩ আগস্ট ২০০০
ঘ. ৮ সেপ্টেম্বর ২০০০

২১. সিটি করপোরেশনের প্রধানকে কী বলে?
ক. কাউন্সিলর খ. মেয়র
গ. সিটিপ্রধান ঘ. প্রশাসক

২২. কোন দেশ আক্রমণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল?
ক. পোল্যান্ড খ. ইতালি
গ. জাপান ঘ. ক্রোয়েশিয়া

২৩. কোন সম্মেলনে বৃহৎ পাঁচটি শক্তিশালী দেশকে ভেটো ক্ষমতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়?
ক. মস্কো সম্মেলনে
খ. ইয়াল্টা সম্মেলনে
গ. ডাম্বারটন ওকস সম্মেলনে
ঘ. তেহরান সম্মেলনে

২৪. মূল জাতিসংঘ সনদে মোট কয়টি দেশ স্বাক্ষর করেছিল?
ক. ৫০টি খ. ৫১টি
গ. ৫২টি ঘ. ৫৩টি

২৫. বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্র কয়টি?
ক. ১৯১টি খ. ১৯২টি
গ. ১৯৩টি ঘ. ১৯৪টি

২৬. কত সালে জাতিসংঘের কার্যপ্রণালিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার হয়?
ক. ১৯৮১ সালে খ. ১৯৮২ সালে
গ. ১৯৮৩ সালে ঘ. ১৯৮৪ সালে

২৭. ইউনেসকো কত সালে জাতিসংঘের সহায়ক সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি অর্জন করে?
ক. ১৯৪৫ সালে খ. ১৯৪৬ সালে
গ. ১৯৪৭ সালে ঘ. ১৯৪৮ সালে

সঠিক উত্তর
১৯. গ ২০. খ ২১. খ ২২. ক ২৩. খ ২৪. খ ২৫. গ ২৬. ঘ ২৭. খ

এইচএসসি পরীক্ষার প্রস্তুতি-২০২৫

বাংলা ১ম পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. সুজাউদ দৌলা, *সহকারী অধ্যাপক*
রাজউক উত্তরা মডেল কলেজ, ঢাকা

কবিতা : বিদ্রোহী

২২. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজেকে কার বাঁশরী বলেছেন?
ক. রাখালের খ. অর্ফিয়ুসের
গ. গায়কের ঘ. নাট্যকারের

২৩. পরশুরামের কঠোর কুঠার দিয়ে কবি কী করবেন?
ক. অসত্যকে ধ্বংস করবেন
খ. বৈষম্য দূর করবেন
গ. সত্য প্রতিষ্ঠা করবেন
ঘ. উদার শান্তি আনবেন

২৪. কবি কী উপাড়ি ফেলবেন?
ক. মিথ্যা খ. জড়তা
গ. অধীন বিশ্ব ঘ. জঙ্গল

২৫. কবি কবে শান্ত হবেন?
ক. অত্যাচারীর অত্যাচার বন্ধ হলে
খ. সত্য প্রতিষ্ঠিত হলে
গ. কবি যুদ্ধে জয়ী হলে
ঘ. সাম্য প্রতিষ্ঠিত হলে

কবি কাজী নজরুল ইসলাম

২৬. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি এলোকেশে নিজেকে কোন ঝড় বলেছেন?
ক. চৈত্রের ঝড় খ. মরুঝড়
গ. ঘূর্ণিঝড় ঘ. অকাল বৈশাখী ঝড়

২৭. কবি বিশ্বকে কী করবেন?
ক. নতুন করে সাজাবেন
খ. ধ্বংস করবেন
গ. দাহন করবেন
ঘ. সৃজন করবেন

২৮. 'বিদ্রোহী' কবিতায় কবি নিজেকে কার বিদ্রোহী-সূত বলে পরিচয় দিয়েছেন?
ক. রামের খ. বিশ্ব-বিধাত্রীর
গ. লক্ষ্মণের ঘ. উর্মিলার

২৯. মহাদেবের অপর নাম কী?
ক. নটরাজ খ. ভিমরাজ
গ. রাম ঘ. কৃষ্ণ

৩০. ইন্দ্রের স্ত্রীর নাম কী?
ক. সীতা খ. উর্মিলা
গ. প্রমিলা ঘ. ইন্দ্রাণী

৩১. গ্রিক পুরাণের গানের দেবতা কে?
ক. স্টাভরেজি খ. ক্রিস মারাগোডাকিস
গ. অ্যাপোলো ঘ. জো মাইলোগ

৩২. 'বিদ্রোহী' কবিতায় বিদ্রোহী কে?
ক. কবি নিজেই খ. মহাদেব
গ. মজলুম ঘ. চেঙ্গিস খান

৩৩. 'বিদ্রোহী' কবিতার শেষে ধ্বনিত কবির শেষ কাম্য কী?
ক. সাম্যবাদ খ. মানবমুক্তি
গ. অত্যাচারীর অত্যাচারের অবসান
ঘ. মজলুমের সাহায্য

সঠিক উত্তর
বিদ্রোহী : ২২. খ ২৩. ঘ ২৪. গ ২৫. ক ২৬. ঘ ২৭. গ ২৮. খ ২৯. ক ৩০. ঘ ৩১. গ ৩২. ক ৩৩. গ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

অষ্টম শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

ইংরেজি | সিভি রাইটিং

ইকবাল খান, *প্রভাষক*, বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

প্রিয় শিক্ষার্থী, বার্ষিক পরীক্ষায় সামষ্টিক মূল্যায়নে CV-Writing থাকবে। CV লেখার জন্য কিছু নিয়ম দেওয়া থাকবে। সেগুলো অনুসরণ করে CV লিখতে হবে। এর জন্য ১০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে। একটি নমুনা CV দেওয়া হলো।

Question: Suppose, you are Masum/Masuma. Your home district is Narshingdi. You have recently passed SSC from Dhaka Board. You have found a job advertisement in the Daily Prothom Alo that there is a vacancy for the position of a salesman in a manufacturing company. If you think, you are a suitable candidate for the post, write a CV for the job.
The following points must be mentioned in your CV.
Create a header with contact information
Include career objectives # Provide educational details
Provide your relevant skills # Give two references
Describe your personal information and personal attributes

উত্তর :

Curriculum Vitae of
Md Masum
33, Sadar Road, Narshingdi.
Mobile-017118*****
Email-masum6@gmail.com

Photo

Career Objective: To work as a salesman in a reputed manufacturing company.

Personal details
Father's Name: Md Rabiul Alam
Mother's name: Sabrina Begum
Date of birth: 30/10/2009
Gender: Male
Marital Status: Single
Religion: Islam
Nationality: Bangladeshi

Permanent address
33, Sadar Road, Narshingdi , Police station-Narshingdi sadar, Post office-Narshingdi-1600, District-Narshingdi

Educational Qualification

Name of the Examination	Board/University	Grade/GPA	Passing Year
SSC	Dhaka	3.50	2023

Experience: Worked as a salesman for Jayson Pharma Ltd.

Skills
Computer Literacy: Ms Office, Word, Excel
Language: Skilled in using English and Bengali

Reference
1. Kabir Khan, Managing Director, Swapnadanga Housing, Hazaribag, Dhaka. Mobile phone-017287*****
2. Altaf Hossain, CEO Dream Pharma, 4 Rayer Bazar, Dhaka Mobile phone-01711******

Signature
Masum

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস অনুসারে

পৌরনীতি ও নাগরিকতা
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

আমিনুল ইসলাম, *প্রভাষক*
উত্তরা মডেল স্কুল, ঢাকা

অধ্যায় ৩

৮. 'আইন হচ্ছে সেই সাধারণ নিয়ম, যা মানুষের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োগ ও বলবৎ করা হয়'— কে বলেছেন?
ক. অ্যারিস্টটল খ. অধ্যাপক হল্যান্ড
গ. স্যামন্ড ঘ. মার্কস

৯. 'আইন হলো ন্যায় প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও প্রয়োগকৃত নীতিমালা'— কে বলেছেন?
ক. লাস্কি খ. স্যামন্ড
গ. গার্নার ঘ. অধ্যাপক হল্যান্ড

১০. সমাজ স্বীকৃত ও রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত নিয়মকানুনকে কী বলে?
ক. স্বাধীনতা খ. সাম্য
গ. আইন ঘ. সংবিধান

১১. কোনটি কতগুলো প্রথা, রীতিনীতি ও নিয়মকানুনের সমষ্টি?
ক. স্বাধীনতা খ. সাম্য
গ. অধিকার ঘ. আইন

১২. কোনটি মানুষের বাহ্যিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে?
ক. স্বাধীনতা খ. আইন
গ. নৈতিকতা ঘ. সাম্য

১৩. আইন কিসের রক্ষক হিসেবে কাজ করে?
ক. সরকারের খ. রাষ্ট্রের
গ. স্বাধীনতার ঘ. জনগণের

১৪. কোনটিকে ব্যক্তিস্বাধীনতার ভিত্তি বলা হয়?
ক. আইনকে খ. সরকারকে
গ. রাষ্ট্রকে ঘ. প্রশাসনকে

১৫. আইনের মূলকথার মধ্যে কোন বিষয়টি ফুটে ওঠে?
ক. সাম্প্রদায়িকতা খ. সর্বজনীন
গ. আভিজাত্য ঘ. পক্ষপাতিত্ব

১৬. নাগরিকদের জন্য আইন প্রণয়ন করে কোনটি?
ক. আমলারা খ. সচিবালয়
গ. মন্ত্রণালয় ঘ. আইনসভা

১৭. দেশের আইন প্রয়োগ করে কোনটি?
ক. আইন বিভাগ খ. নির্বাহী বিভাগ
গ. বিচার বিভাগ ঘ. সামরিক বাহিনী

১৮. আইনকে পরিবর্তনশীল হতে হবে—
i. দেশভেদে ii. কালভেদে
iii. সময়ভেদে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৩ : ৮. খ ৯. খ ১০. গ ১১. ঘ ১২. খ ১৩. গ ১৪. ক ১৫. খ ১৬. ঘ ১৭. খ ১৮. ঘ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি | বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৩

৪৮. কুইজ ব্যবহারের ব্যবস্থা থাকে কোন ই-বুকে?
ক. ইন্টারনেটের ই-বুকে
খ. স্মার্ট ই-বুকে
গ. মুদ্রিত ই-বুকে ঘ. শ্বেতপত্রে

৪৯. কোন ই-বুকে ত্রিমাত্রিক ছবির ব্যবহার করা যায়?
ক. স্মার্ট ই-বুকে খ. আইবুক রিডারে
গ. ফিল্ডসে ঘ. ই-পাবে

৫০. কোন জাতীয় ই-বুক কেবল সুনির্দিষ্ট হার্ডওয়্যারের ভিত্তিতে চলে?
ক. স্মার্ট ই-বুক খ. ডিজিটাল ই-বুক
গ. মুদ্রিত ই-বুক ঘ. ইলেকট্রনিক ই-বুক

৫১. আইবুক কোন কোম্পানির তৈরি?
ক. গুগল খ. ওপেন কম্পিউটার্স
গ. ইয়াহু ঘ. অ্যামাজন

৫২. ওপেন কম্পিউটার্সের তৈরি আইবুক কোন কম্পিউটারে ভালোভাবে পড়া যায়?
ক. ম্যাক কম্পিউটারে খ. আইবুকে
গ. ফিল্ডসে ঘ. ই-পাবে

৫৩. ডাউনলোড করা ই-বুক অ্যাপস পড়তে কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়?
ক. ওয়েবসাইট খ. ল্যান্ডফোন
গ. কম্পিউটার ঘ. টেলিভিশন

৫৪. ই-বুকের অ্যাপস কী আকারে প্রকাশিত হয়?
ক. পিডিএফ আকারে
খ. ওয়েবসাইট আকারে গ. অ্যাপস আকারে
ঘ. ডাউনলোড আকারে

৫৫. ওয়েবসাইটে প্রবেশ করার জন্য কোনটি অবশ্যই প্রয়োজন?
ক. ডেস্কটপ খ. ট্যাবলেট
গ. স্মার্টফোন ঘ. ইন্টারনেট সংযোগ

৫৬. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রধান উপকরণ কোনটি?
ক. কম্পিউটার খ. স্মার্টফোন
গ. ইন্টারনেট ঘ. টেলিভিশন

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৫৭ ও ৫৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।
রাফি বাজার থেকে বই কিনে পড়াশোনা করে। একদিন রাফি দেখল তার বন্ধু তাসিনও বই পড়ছে একটি যন্ত্র ব্যবহার করে। রাফির বন্ধু যে বই পড়ছে, সে বইকে বলা হয় ই-বুক।

৫৭. রাফির বন্ধুর ব্যবহৃত যন্ত্রের নাম কী?
ক. টেলিফোন খ. স্ক্রিপিং
গ. রিডার ঘ. ওয়েবসাইট

৫৮. তাসিন যে বইটি পড়ছিল, তা—
i. অডিও ফাইল আকারে প্রকাশিত হতে পারে
ii. মুদ্রিত বইয়ের হুবহু প্রতিলিপি হতে পারে
iii. অ্যাপস আকারে প্রকাশিত হতে পারে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৫৯. ই-লার্নিং কোনটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত?
ক. মোবাইল খ. অ্যাপস
গ. ইন্টারনেট ঘ. ই-পাব

৬০. ই-লার্নিং নিচের কোন ক্ষেত্রটির সঙ্গে সম্পর্কিত?
ক. কৃষি খ. স্বাস্থ্য
গ. শিক্ষা ঘ. বাণিজ্য

৬১. ইন্টারনেট থেকে বই নামাতে কোন অপশনটি ব্যবহার করা হয়?
ক. ওপেন খ. পিডিএফ
গ. ডাউনলোড ঘ. ফ্রিল্যান্স

৬২. কোথায় বিনা মূল্যে বই পাওয়া যায়?
ক. দোকানে খ. লাইব্রেরিতে
গ. ইন্টারনেটে ঘ. স্কুলে

৬৩. কোনটি নেটওয়ার্কের নেটওয়ার্ক?
ক. ইন্টারনেট খ. ইন্ট্রানেট
গ. ল্যান ঘ. আরপানেট

৬৪. ইন্টারনেটের সুবিধা পাওয়া যায় কোথায়?
ক. মোবাইল ফোনে
খ. স্মার্টফোনে
গ. কি-বোর্ডে ঘ. মাউসে

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ১ : ৪৮. খ ৪৯. ক ৫০. ক ৫১. খ ৫২. ক ৫৩. গ ৫৪. গ ৫৫. ঘ ৫৬. ক ৫৭. গ ৫৮. গ ৫৯. গ ৬০. গ ৬১. গ ৬২. গ ৬৩. ক ৬৪. খ

বাকি অংশ ছাপা হবে আগামীকাল

ভূগোল ও পরিবেশ
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মো. শাকিরুল ইসলাম, *প্রভাষক*
ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অধ্যায় ৪

৬৭. ভূমিকম্প যে কারণে সংঘটিত হয়—
i. ভূগর্ভস্থ বাষ্প ii. তাপ বিকিরণ
iii. শিলাচ্যুতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৮. যেটি খুব ধীরে ধীরে ভূত্বকের ক্ষয় সাধন করে—
i. সূর্যতাপ ii. বায়ু
iii. আগ্নেয়গিরি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬৯. 'ভঙ্গিল' শব্দটির উৎপত্তি যেভাবে—
i. ভঙ্গ থেকে ii. ভাঁজ থেকে
iii. ফাটল থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭০. স্তূপ পর্বত হলো—
i. ব্ল্যাক ফরেস্ট ii. আল্পস
iii. সাতপুরা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭১. পাললিক শিলায় যে বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়—
i. শিলা স্তরীভূত ii. নরম
iii. হালকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৭২. শিলা কীভাবে গঠিত হয়?
ক. খনিজের সংমিশ্রণে
খ. ধাতব পদার্থের সংমিশ্রণে
গ. বালির সংমিশ্রণে
ঘ. লোহার সংমিশ্রণে

৭৩. 'পিনাটুবো' কী?
ক. একটি হ্রদ খ. একটি নদী
গ. একটি শহর ঘ. একটি আগ্নেয় পর্বত

৭৪. তাসিন মেক্সিকোর পেরিকোটিন আগ্নেয়গিরি দেখতে গেল। এটি কোন ধরনের আগ্নেয়গিরি?
ক. শিল্ড খ. সিন্ডারকোণ
গ. সুপ্ত ঘ. সক্রিয়

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ৬৭. ঘ ৬৮. ক ৬৯. ক ৭০. খ ৭১. ঘ ৭২. ক ৭৩. ঘ ৭৪. খ

আগামীকাল থাকবে

- **নবম শ্রেণি** : ডিজিটাল প্রযুক্তি, ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিজ্ঞান
- **এইচএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : বাংলা ১ম পত্র
- **অষ্টম শ্রেণি** : বাংলা
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : পৌরনীতি ও নাগরিকতা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, ভূগোল ও পরিবেশ
- **নোটিশ বোর্ড** : ঢাকা শিক্ষাবোর্ডের ২০২৪ সালের এইচএসসি ও মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ডের ২০২৪ সালের আলিম পরীক্ষার ফলাফল সংগ্রহের তথ্য

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

২০২৪ সালের ১০ম শ্রেণির নির্বাচনি পরীক্ষার সংশোধিত সময়সূচি

২০২৪ সালের দশম শ্রেণির নির্বাচনি পরীক্ষা নিচের সংশোধিত সময়সূচি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে। বিশেষ প্রয়োজনে বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ সময়সূচি পরিবর্তন করতে পারবে।

 # সব পরীক্ষা শুরুর সময় : সকাল ১০টা থেকে # প্রতিটি বিষয়ের জন্য নির্ধারিত সময়ে শেষ হবে

পরীক্ষার তারিখ	দিন	বিষয় ও বিষয় কোড
২০/১০/২০২৪	রোববার	বাংলা ১ম পত্র (১০১)
২১/১০/২০২৪	সোমবার	বাংলা ২য় পত্র (১০২)
২৩/১০/২০২৪	বুধবার	ইংরেজি ১ম পত্র (১০৭)
২৪/১০/২০২৪	বৃহস্পতিবার	ইংরেজি ২য় পত্র (১০৮)
২৭/১০/২০২৪	রোববার	গণিত (১০৯)
২৯/১০/২০২৪	মঙ্গলবার	বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় (১৫০), বিজ্ঞান (১২৭)
৩০/১০/২০২৪	বুধবার	ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষা (১১১), হিন্দুধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা (১১২)
০৩/১১/২০২৪	রোববার	পদার্থবিজ্ঞান (১৩৬), হিসাববিজ্ঞান (১৪৬), ভূগোল ও পরিবেশ (১১০)
০৫/১১/২০২৪	মঙ্গলবার	উচ্চতর গণিত (১২৬), পৌরনীতি ও নাগরিকতা (১৪০)
০৭/১১/২০২৪	বৃহস্পতিবার	জীববিজ্ঞান (১৩৮)
১০/১১/২০২৪	রোববার	রসায়ন (১৩৭), ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং (১৫২) বাংলাদেশের ইতিহাস ও বিশ্বসভ্যতা (১৫৩)
১১/১১/২০২৪	সোমবার	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (১৫৪)

যুক্তরাষ্ট্রে স্নাতক করতে চান? যুক্তরাষ্ট্রে স্নাতক করতে আগ্রহীদের জন্য 'মিনি কলেজ ফেয়ার'-এর আয়োজন করছে এডুকেশন ইউএসএ। ঢাকার ইএমকে সেন্টারে ২৮ অক্টোবর বসবে এই মেলা।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

'ভয়ের সংস্কৃতি আর ফিরে না আসুক'

মোশাররফ শাহ, *চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়*

১০ অক্টোবর সকাল ১০টা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলের ঝুপড়িতে বসে গল্প করছিলেন একদল শিক্ষার্থী। রাজনীতি থেকে অর্থনীতি, নানা কিছুই উঠে আসছিল। ঠাট্টার ছলে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তি থেকে শুরু করে শীর্ষ রাজনীতিবিদদেরও সমালোচনা করছিলেন তাঁরা। এক ফাঁকে আমিও তাঁদের সঙ্গে যোগ দিলাম। জানলাম, সবাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী। বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে নানা অভিযোগ ও আশার কথা শুনিয়ে শেষে সাজ্জাদ হোসেন নামের এক শিক্ষার্থী যোগ করলেন, 'ভয়ের সংস্কৃতি আর ফিরে না আসুক, এটাই চাওয়া। এই যে ঝুপড়িতে বসে মন খুলে আড্ডা দিচ্ছি, ভিন্নমত প্রকাশ করছি, আগেপিছে ভাবতে হচ্ছে না, ক্যাম্পাসে এই পরিবর্তন ধরে রাখা দরকার।'

সাজ্জাদ হোসেনের মতো একই সুরে কথা বলছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব শিক্ষার্থী। মন খুলে কথা বলা যাবে, গবেষণার উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে উঠবে, মুক্তচিন্তাচর্চার একটা ক্ষেত্র হয়ে উঠবে ক্যাম্পাস—প্রশাসনের কাছে এটাই শিক্ষার্থীদের চাওয়া। বাংলা বিভাগের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র এমদাদ উল্লাহ যেমন বলছিলেন, 'বিগত বছরগুলোয় আমরা জ্ঞানচর্চার পরিবর্তে অপরাজনীতি চর্চার কারখানা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়কে দেখেছি। এই পরিবেশ আর চাই না। সত্যিকার অর্থে নতুন জ্ঞান উৎপাদনের কারখানা হয়ে ওঠে যেন বিশ্ববিদ্যালয়, যে জ্ঞান খেটে খাওয়া মানুষকে তাঁর অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমৃদ্ধি এনে দেবে।'

তিন মাস পর স্বাভাবিক

গত ১ জুলাই থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণি কার্যক্রম বন্ধ ছিল। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলন ও সরকার পতনের পর গত ১৯ আগস্ট থেকে শ্রেণি কার্যক্রম শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সিন্ডিকেট। তবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে এ সিদ্ধান্ত স্থগিত হয়। উপাচার্য, দুই সহ-উপাচার্যসহ প্রশাসনে যুক্ত বেশ কয়েকজন শিক্ষকের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করছিলেন শিক্ষার্থীরা। পরে ১১ আগস্ট উপাচার্য, সহ-উপাচার্যসহ অন্তত ৪০ শিক্ষক প্রশাসন থেকে পদত্যাগ করেন। এর পর থেকে স্থবির হয়ে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের সব কার্যক্রম। পরে ১৯ সেপ্টেম্বর উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার। পরে তিনি প্রক্টর, ১৪ হলের প্রাধ্যক্ষসহ প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদে পুনরায় নিয়োগ দেন। ৬ অক্টোবর থেকে সশরীর শ্রেণি কার্যক্রমও শুরু করেন। দীর্ঘ সাত বছর পর ছাত্রদের আবাসিক হলগুলোয় শৃঙ্খলা ফিরে আসে। চাঁদাবাজি ও বাকির ভোগান্তি না থাকায় স্বস্তিতে আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের দোকানিরাও।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক তানভীর মোহাম্মদ হায়দার বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণার পরিবেশ নিশ্চিত করতে যা যা দরকার, কর্তৃপক্ষ তা করার চেষ্টা করছে। গ্রন্থাগারে ছাত্রদের ফিরিয়ে আনা, নিয়মিত ক্লাস-পরীক্ষার মাধ্যমে সেশনজট দূর করা, নিরাপদ ও উন্মুক্ত জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়কে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা আমরা শুরু করেছি।'

শৃঙ্খলা আনতে কমিটি, বিজ্ঞপ্তি

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পরবতী পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলা উন্নয়ন কমিটি' করেছে কর্তৃপক্ষ। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে বিরোধিতা করেছে, এমন অভিযোগে কোনো শিক্ষার্থী যেন মারধর অথবা 'মব জাস্টিসের' শিকার না হন, সেটিই এই কমিটির মূল লক্ষ্য বলে জানানো হয়েছে। ৭ অক্টোবর এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন জানিয়েছে, আন্দোলন চলাকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী আক্রমণ, হুমকি বা হেনস্তার শিকার হয়ে থাকলে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের শান্ত থাকার অনুরোধ করছে। ক্ষতিগ্রস্ত যে কেউ চাইলে সম্প্রীতি ও শৃঙ্খলা উন্নয়ন কমিটির কাছে প্রমাণসহ লিখিত অভিযোগ দাখিল করতে পারবেন। কমিটি অভিযোগ খতিয়ে দেখে পরবর্তী সময়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। কোনোভাবেই আইন নিজ হাতে তুলে নিয়ে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটানো যাবে না।

শাটলের ক্যাম্পাসে প্রাণ ফিরেছে আবার। ছবি : সৌরভ দাশ

হৃদয় ও ফরহাদকে স্মরণ

দীর্ঘ বিরতির পর ৬ অক্টোবর ক্যাম্পাসে ফেরার উচ্ছ্বাস ছিল সবার চোখেমুখে। তবে আন্দোলনের সময় যে সহপাঠীদের হারিয়েছেন, তাঁদের কথাও ভোলেননি শিক্ষার্থীরা। ইতিহাস বিভাগে ছিল ভিন্ন আয়োজন। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে এই বিভাগের দুই শিক্ষার্থী প্রাণ দিয়েছেন—হৃদয় চন্দ্র তরুয়া ও মো. ফরহাদ হোসেন। ক্যাম্পাস খোলার দিনে ক্লাসরুমে না থেকেও যেন তাঁরা ছিলেন। সামনের সারির ফাঁকা বেঞ্চে রাখা হয়েছিল তাঁদের ছবি ও ফুল।

ইতিহাস বিভাগের সভাপতি শামীমা হায়দার বলেন, হৃদয় ও ফরহাদের স্মরণে শিক্ষার্থীরা একটা তথ্যচিত্র তৈরি করেছেন। নতুন সিলেবাসেও এই দুই শহীদকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও দুজনকে মনে রাখবে ইতিহাস বিভাগ।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনও শ্রেণি কার্যক্রম শুরুর আগে প্রার্থনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। ৬ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের সামনে লাল ব্যাজ পরে সমবেত হন উপাচার্য, সহ-উপাচার্য থেকে শুরু করে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা। পরে সেখানে নিহত শিক্ষার্থীদের স্মরণ ও তাঁদের জন্য প্রার্থনার আয়োজন করা হয়।

প্রায় ৩ মাস পর ক্যাম্পাসে ক্লাস শুরু হয়েছে

আবাসনেও ফিরেছে শৃঙ্খলা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী মো. সজল হোসেন। বিশ্ববিদ্যালয়জীবন শুরু করেছিলেন পাঁচ বছর আগে, ২০১৯ সালে। বাড়ি বগুড়ায়। এই পাঁচ বছরে নানা চেষ্টা করেও তিনি হলে থাকার সুযোগ পাননি। ছাত্রলীগের দখলদারি আর প্রশাসনের উদাসীনতায় তাঁকে বাড়তি টাকা খরচ করে থাকতে হয়েছে ভাড়া বাসায়। দীর্ঘ অপেক্ষার পর হলে আসন পেয়েছেন তিনি।

১০ অক্টোবর বিকেলে কথা হয় সজলের সঙ্গে। ফলাফলের ভিত্তিতে তিনি আলাওল হলে আসন পেয়েছেন বলে জানালেন। বলছিলেন, 'শিক্ষার্থীদের আর যেন কোনো রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণে থাকতে না হয়।'

সজলের মতো প্রায় দুই হাজার শিক্ষার্থী বৈধভাবে হলে থাকার সুযোগ পাচ্ছেন। ৪ অক্টোবর রাতে ফলাফলের ভিত্তিতে ছাত্রদের সাতটি হলে বরাদ্দ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ। ৫ অক্টোবর থেকে শিক্ষার্থীরা হলে উঠছেন। ধাপে ধাপে এই বরাদ্দের প্রক্রিয়া চলবে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪টি হলের মধ্যে চালু আছে ১২টি। এর মধ্যে ছাত্রদের সাতটি ও ছাত্রীদের পাঁচটি। ছাত্রীদের হলগুলোর নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের হাতেই ছিল। তবে গত সাত বছর ছাত্রদের হলে আসন বরাদ্দ না দিয়ে ছাত্রলীগকে একক নিয়ন্ত্রণের সুযোগ করে দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। এসব হলের নিয়ন্ত্রণ রাখতে গিয়ে অন্তত ২১ বার নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে জড়িয়েছেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। ৫ আগস্ট সরকার পতনের পর সেদিনই তাঁরা ক্যাম্পাস ছেড়েছেন।

ঝুপড়ি ও আবাসিক হলের আশপাশের দোকানগুলোতেও এসেছে স্বস্তি। ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের বাকির কারণে অতিষ্ঠ দোকানিরা জানান, এখন তাঁদের সেই ভোগান্তি নেই। বাকি কিংবা চাঁদার জন্য আতঙ্কে থাকতে হচ্ছে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী হলের ঝুপড়ির দোকানি মো. শিপন বলেন, 'আমার দোকানে প্রায় তিন লাখ টাকা বাকি আছে। প্রায় সব দোকানেই বাকি রেখেছিলেন ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা। আশপাশের বিভিন্ন দোকান থেকে নিয়মিত চাঁদাও নিতেন তাঁরা। প্রশাসনকে জানানোর পরও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এখন আর এই ঝামেলা নেই।'

আপনারা শুধু আমার জন্য একটি কাজ করবেন

নতুন পরিস্থিতি ও পরিবেশে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হয়েছি। আমার মূল উদ্দেশ্য আইনের সুশাসন প্রতিষ্ঠা। এত দিন সুশাসন ছিল না, এ কথাটা আমরা বলেছি। ১৯ তারিখ দায়িত্ব নেওয়ার পর দেখলাম সব পদ খালি। আমার টার্গেট ছিল যেভাবে হোক বিশ্ববিদ্যালয় খুলতে হবে। যত দ্রুত সম্ভব এটি করতে হবে। প্রক্টরিয়াল বডি থেকে শুরু করে প্রাধ্যক্ষ, আবাসিক শিক্ষক নিয়োগ ও হলে আসন বরাদ্দ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় খুলেছি। আমি সংস্কৃতি বদলানোর চেষ্টা করেছি। প্রতিটি অনুষ্ঠান ও সভা নির্ধারিত সময়ে শুরু করেছি। সব জায়গায় অটোমেশনের কাজ চলছে। ব্যাংকে টাকা জমা দেওয়ার জন্য যে লাইন, সেটি জাদুঘরে যাবে। বই কিনতে শিক্ষার্থীদের যেন দূরে যেতে না হয়, সে জন্য অন-ক্যাম্পাস বুক স্টোর হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য ইনডোর গেম, পড়ার জায়গা ও প্রাক্তনদের জন্য আলাদা ফ্লোর থেকে শুরু করে দৃষ্টিনন্দন অনেক আধুনিক সুবিধা থাকবে।

বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের শিক্ষকেরা শীর্ষ বিজ্ঞানী ও গবেষকের তালিকায় ঠাঁই পাচ্ছেন। কিন্তু বাকিগুলোর অবস্থা ভালো নয়। গবেষণার বিষয় তো পরে, নিয়মিত পাঠদানের বিষয়টিও আমরা নিশ্চিত করতে পারিনি। ক্লাস শুরুর পর হঠাৎ হঠাৎ বিভাগগুলো পরিদর্শনে যাব। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলব। রুটিন অনুযায়ী ক্লাস না হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেব। আমি শিক্ষক ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অনুরোধ করে বলেছি, আপনারা শুধু আমার জন্য একটি কাজ করবেন, আপনার ওপর অর্পিত দায়িত্বটা আপনি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবেন। তাহলে বিশ্ববিদ্যালয়ে আর সংকট থাকবে না।

অধিকাংশ শিক্ষার্থী ছাত্ররাজনীতি চান না। ছাত্ররাজনীতি বন্ধ মানে এই নয় যে শিক্ষার্থীদের কোনো সংগঠন থাকবে না। অবশ্যই সংগঠন থাকবে। তাঁরা একাডেমিক স্বার্থকেন্দ্রিক রাজনীতি করবেন। 'আমার পরীক্ষা সময়মতো হলো না কেন, জবাব চাই, জবাব চাই', এটা হতে পারে একজন শিক্ষার্থীর স্লোগান। আমার ক্যাম্পাসে সেশনজট কেন, ক্লাস সময়মতো হলো না কেন, এসব প্রশ্ন তাঁরা তুলবেন। আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ, বিএনপি জিন্দাবাদ, জামায়াতে ইসলামী জিন্দাবাদ, এসব স্লোগান হবে না। দাবিদাওয়া হবে একাডেমিক স্বার্থকেন্দ্রিক। অক্সফোর্ড, এমআইটি ও হার্ভার্ড থেকে শুরু করে সব জায়গায় ছাত্রদের সংগঠন রয়েছে। তাঁরা কি অমুক পার্টি, তমুক দলের নামে স্লোগান দেন? আবারও বলছি, বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে যোগ্য গ্র্যাজুয়েট তৈরির কারখানা। এটা নেতা তৈরির কারখানা নয়। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের পার্লামেন্ট দেখেন, সেখানে কি যোগ্য নেতার অভাব আছে? তাহলে আমরা পারব না কেন? আমরা যদি যোগ্য গ্র্যাজুয়েট তৈরি করতে পারি, তাহলে আপনা-আপনিই যোগ্য নেতাও তৈরি হবে।

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার
উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

উৎসব

নেপালি শিক্ষার্থীরা পূজা উদ্‌যাপন করেন নিজেদের মতো করে। ছবি : সংগৃহীত

বাংলাদেশে পূজার সময়টা কেমন কাটল নেপালি শিক্ষার্থীদের

ফুয়াদ পাবলো

নেপাল থেকে যে শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে পড়তে আসেন, তাঁদের প্রায় সবাই হিন্দুধর্মাবলম্বী। পূজার ছুটিতে দেশে যাওয়ার সুযোগ তাঁদের হয় না। নিজ দেশের বাইরে, একটি ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে উৎসব উদ্‌যাপনের অভিজ্ঞতা একই সঙ্গে 'মন খারাপ করা' ও আনন্দদায়ক। নেপালি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এমনটাই জানা গেল।

নেপালি শিক্ষার্থীরা সাধারণত নিজেদের মতো করেই ছোট পরিসরে ক্যাম্পাসে পূজার আয়োজন করেন। প্রয়োজনীয় উপকরণের একটা অংশ স্থানীয় বাজার থেকেই সংগ্রহ করেন, অনেক কিছু নিজেরা বানিয়েও নেন। এই আয়োজনের মাধ্যমে তাঁরা নিজের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ধরে রাখার চেষ্টা করেন, আবার বাংলাদেশি সংস্কৃতির সঙ্গেও জুড়তে চেষ্টা করেন। অনেকে মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে উপভোগ করেন বাংলাদেশের পূজা আয়োজন। সিলেট কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের শিক্ষার্থী বিষ্ণু সাথি বললেন, 'বাংলাদেশে এ নিয়ে আমি চতুর্থবার পূজা উদ্‌যাপন করছি। যদিও এখানকার পূজার সঙ্গে আমাদের দিকের পূজার কিছু পার্থক্য আছে। তারপরও এটা আমার কাছে উপভোগ্য। পূজার প্রস্তুতি হিসেবে কেনাকাটাসহ অন্যান্য নানা বিষয়ে আমি বাংলাদেশি বন্ধুদের অনেক সহযোগিতা পাই। সব মিলিয়ে বেশ ভালো একটা অভিজ্ঞতা হয়।'

বাংলাদেশের মানুষের আতিথেয়তার কথা ভিনদেশিরা সব সময়ই আলাদা করে বলেন। নেপালি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েও শোনা গেল একই সুর। অনেকেই স্থানীয় বন্ধুদের সঙ্গে পূজা উদ্‌যাপনের আমন্ত্রণ পেয়েছেন। শুধু পূজা নয়, যেকোনো ধর্মীয় কিংবা সাংস্কৃতিক উৎসবেই বন্ধুরা আমন্ত্রণ জানায়, জানালেন শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যানিমেল সায়েন্স অ্যান্ড ভেটেরিনারি মেডিসিন বিভাগের শিক্ষার্থী রিতু চালিসে। রিতু বলেন, 'বাংলাদেশের মানুষ অনেক অতিথিপরায়ণ। আমি শুরুতে যখন বাংলা ভাষা জানতাম না, তখন সবার সঙ্গে মিশতে চাইতাম না। কিন্তু ভাষাটা শেখার পর মানিয়ে নেওয়াটা সহজ হয়ে গেছে। মানুষের সঙ্গে মিশেও অনেক ভালো লেগেছে। পূজা উদ্‌যাপনের সময় অনেক বন্ধুর সঙ্গে ঘোরার সুযোগ পাই, এটা খুব ভালো লাগে। নেপালের ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার কিছু মিল আছে, এই ব্যাপারটাও আমার ভালো লাগে।'

কথা হলো হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিভাগের শিক্ষার্থী লাভরাজ আচার্যের সঙ্গে। বললেন, 'ভারত বা বাংলাদেশ থেকে আমাদের সংস্কৃতি একেবারেই আলাদা। দুর্গাপূজা না বলে আমরা বলি 'বড়া দশে'। এখানে যেমন বড় বড় মণ্ডপে পূজা হয়, আমাদের এ রকম হয় না। দশ দিনই আমরা উদ্‌যাপন করি। তবে দশমীর দিন মা-বাবা-ভাই-বোনের হাত থেকে আশীর্বাদ নিই। দূর দূরান্ত থেকে আত্মীয়স্বজন বাসায় আসে, আমরাও যাই। পরিবারের সঙ্গে পূজার এই সময় কাটাতে না পারার একটা কষ্ট আছে। তবে ভিনদেশে নিজ সংস্কৃতির চর্চা করতে পারাটা একটা ভালো অনুভূতি দেয়। এখানকার পূজার আয়োজনও আমার ভালোই লাগে।'

তাঁরা পড়েন, প্রতিমাও গড়েন

আবু দারদা মাহফুজ

শারদীয় দুর্গাপূজাকে উপলক্ষ করে প্রতিবছর দেশজুড়ে মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা বানানোর উৎসব লেগে যায়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে পড়েন, এমন অনেক প্রাক্তন ও বর্তমান শিক্ষার্থীও প্রতিমা বানানোর এই কাজে যুক্ত থাকেন। তাঁদেরই একজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের দেবাশিষ দাস। ভাস্কর্য বিভাগের ২০১৫-১৬ সেশনের এই শিক্ষার্থী বললেন, 'খুব ছোটবেলায়, ক্লাস থ্রি বা ফোরে পড়ার সময়, ঠাম্মার বানানো মাটির চুলা থেকে মাটি তুলে এনে ছোট ছোট প্রতিমা বানানোর চেষ্টা করতাম। ২০১৩ সালে উচ্চমাধ্যমিকে পড়ার সময় বড় প্রতিমা বানাতে চেয়েছিলাম। কিন্তু প্রশিক্ষণ কিংবা পর্যাপ্ত সাহসের অভাবে সে বছর আর করে ওঠা হয়নি। পরের বছর, ২০১৪ সালে ঠাম্মার উৎসাহে বড় আকারের প্রতিমা বানানো শুরু করি। তখনো আমার পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ ছিল না, কোনো সহকারীও ছিল না। ঠাম্মাই এগিয়ে এসেছেন। বাঁশের কাঠামো দেওয়া, খড় প্যাঁচানো থেকে অবয়ব দেওয়া—সবকিছুতেই সাহায্য করেছেন।'

ঠাম্মার সহায়তায় প্রতিমা তো বানানো হলো। এখন কোনো না কোনো মণ্ডপে তো সেটা দিতে হবে। এগিয়ে এলেন দেবাশিষের মা। তার চেষ্টায় সূর্যতরুণ ক্লাবের নজরে এল দেবাশিষের বানানো প্রতিমা। তাঁরা পছন্দও করল। দেবাশিষের প্রতিমা দিয়েই সেবার ক্লাবের পূজা হয়েছিল।

প্রায় ১০ বছর আগে প্রতিমা বানানো শুরু করেছিলেন বগুড়ার এই তরুণ। সেবার তাঁর বানানো প্রতিমা দেখে সবাই প্রশংসা করেছিল। বেড়েছিল পরিচিতি। এরপর ২০১৬, ২০১৮, ২০২০ এবং সবশেষ ২০২১ সালে বগুড়ার কয়েকটি মণ্ডপে দেবাশিষের বানানো প্রতিমায় পূজা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র দেবাশিষের সঙ্গে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদের মৃৎশিল্প ও ভাস্কর্য বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র সঞ্জয় কুমার সূত্রধরের শুরুর গল্পে মিল আছে। যদিও সঞ্জয়ের শুরুটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পর। ২০১৫ সালে একটা ফরমায়েশি কাজ দিয়ে প্রতিমা বানানো শুরু করেছিলেন সঞ্জয়, 'প্রথম প্রতিমাটা দিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলাতেই পূজা হয়েছিল। এরপর ২০১৬ ও ২০১৮ সালে চারুকলাতেই সরস্বতীর প্রতিমা বানাই। এর মধ্যে প্রথমটির উপাদান ছিল কাগজ। দুটি কাজেই আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ভাইয়েরা সহযোগিতা করেছেন।'

বাঁয়ে দেবাশিষ দাস ও ডানে সঞ্জয় কুমার সূত্রধর। পেছনের প্রতিমাটি দেবাশিষের গড়া। কোলাজ : প্রথম আলো

চারুকলার শিক্ষার্থী হিসেবে ভাস্কর্য হয়তো আরও বানাতে হয়। কিন্তু প্রতিমা বানানোর সময় বিশেষ কোনো অনুভূতি কি কাজ করে? দেবাশিষ উত্তর দিলেন, 'বানানোর সময় অনুভব করি, প্রতিমাটি একই সঙ্গে আমার মা এবং মেয়ে। নিজ হাতে তাঁকে আমি গড়ছি, অবয়ব দিচ্ছি—এই অনুভূতি দারুণ। আমার গড়া প্রতিমার চরণে যখন হাজার হাজার ফুল-বেলপাতার অঞ্জলি পড়ে, তখন যে অনুভূতি হয়, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।'

> **বানানোর সময় অনুভব করি, প্রতিমাটি একই সঙ্গে আমার মা এবং মেয়ে। নিজ হাতে তাঁকে আমি গড়ছি, অবয়ব দিচ্ছি—এই অনুভূতি দারুণ। আমার গড়া প্রতিমার চরণে যখন হাজার হাজার ফুল-বেলপাতার অঞ্জলি পড়ে, তখন যে অনুভূতি হয়, তা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন।**

সঞ্জয় সিরাজগঞ্জের ছেলে। পালদের (শিল্পীর) হাতের কাজ দেখেই প্রতিমা বানানোয় আগ্রহ। হোয়াটসঅ্যাপের খুদে বার্তায় তিনি জানালেন, 'ছোটবেলায় আমাদের বাড়িতে পূজা হতে দেখেছি। পূজার আগে আগে পালবাড়ি থেকে পালেরা এসে আমাদের বাড়িতে প্রতিমা বানিয়ে দিয়ে যেত। আমি বসে বসে পালমশাইয়ের কাজ দেখতাম। কাঠামো থেকে শুরু করে খড়-দড়ি-মাটি থেকে সবশেষে রং করা পর্যন্ত প্রতিটা কাজ খেয়াল করতাম। তখন থেকেই প্রতিমা বানানোর ইচ্ছা।'

এই প্রতিমা বানানোর আগ্রহ থেকেই নাকি সঞ্জয়ের চারুকলায় ভর্তি হওয়া। চারুকলার লেখাপড়া এবং প্রতিমা বানানোর ব্যবহারিক জ্ঞানের মধ্যে সামঞ্জস্য কেমন, সম্পূরক প্রশ্নটা চলেই এল। বললেন, 'চারুকলার পড়াশোনা আর প্রতিমা বানানো—এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য অনেক। চারুকলায় পড়লেই যে কেউ প্রতিমা বানাতে পারবে, বিষয়টা তেমন নয়। তবে হ্যাঁ, প্রতিমা বানানো নিয়ে ছোটবেলায় যে রকম ধারণা ছিল, তা চারুকলায় পড়তে গিয়ে অনেকটাই পরিবর্তিত হয়েছে।'

দুজনের কেউই এবারের পূজায় প্রতিমা বানাননি। দুজনই ও গবেষণাসংক্রান্ত পড়াশোনায় ব্যস্ত সময় পার করছেন। সামনে সুযোগ পেলে দুজনই আবারও দুর্গাপূজায় প্রতিমা বানাতে চান।

কীভাবে নেব মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি

গত বছর মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিলেন **তানজিম মুনতাকা**। এ বছর যাঁরা প্রস্তুতি নিচ্ছেন, তাঁদের জন্য আজ থাকল তাঁর পরামর্শ।

তানজিম মুনতাকা পড়েন ঢাকা মেডিকেল কলেজে। ছবি : সংগৃহীত

বিষয়ভিত্তিক প্রস্তুতি

বেসিক অর্থাৎ মৌলিক ধারণাটা ঠিক থাকলে পড়া বেশি দিন মনে রাখতে সুবিধা হয়। প্রশ্ন একটু ঘুরিয়ে এলেও উত্তর করতে সমস্যা হয় না। আর এই 'বেসিক' তৈরির কাজটা করতে হয় উচ্চমাধ্যমিকের সময়। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা শেষে আমরা যখন ভর্তি প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করি, তখন নতুন করে বেসিক তৈরির সময় থাকে না।

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় ভালো প্রস্তুতি নিতে হলে মূল বইয়ের কোনো বিকল্প নেই। মূল বই পড়ার সময় কোনো ফাঁকফোকর রাখা চলবে না। উদ্ভিদবিজ্ঞানের জন্য আবুল হাসান স্যার, প্রাণিবিজ্ঞানের জন্য গাজী আজমল স্যার, পদার্থবিজ্ঞানের জন্য ইসহাক স্যার ও রসায়নের জন্য হাজারী স্যারকে অনুসরণ করতে পারেন। একটি অধ্যায়ের সব বিষয় সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়, আবার কোনো বিষয় একেবারে ফেলনাও নয়। প্রয়োজন অনুযায়ী ক্লাস করে, প্রশ্নব্যাংক দেখে একটি অধ্যায়ের কোন জায়গা কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ, সেখান থেকে প্রশ্ন এলে কীভাবে আসে—বুঝতে হবে। মনে রাখতে হবে, পড়তে চাইলে অনেক কিছুই পড়া যায়। কিন্তু একটু কৌশলের সঙ্গে পড়লে আমাদের ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতিটা অনেক সহজ হয়ে যায়।

মূল বই > প্রশ্নব্যাংক> অতিরিক্ত বইয়ের তথ্য> অনুশীলন

ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রথমবার পড়ার সময় এভাবে ধাপে ধাপে এগোলে নির্দিষ্ট অধ্যায়ের ওপর সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নেওয়া সম্ভব। সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের বাইরের অধ্যায়গুলোও সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে। কোনো কিছু বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই।

অতিরিক্ত বই কতটুকু জরুরি

পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নের জন্য অতিরিক্ত বইয়ের অনুশীলনী ভালোমতো পড়লেই চলে। সঙ্গে কোচিংয়ের বইগুলো দেখে নেওয়া যেতে পারে। জীববিজ্ঞানের জন্য অতিরিক্ত বইয়ের তথ্যগুলো একটু কৌশলী হয়ে পড়তে হবে। যেসব জায়গা থেকে বিগত বছরে সব সময় প্রশ্ন এসেছে, সেই জায়গাটুকু অতিরিক্ত বই থেকে পড়ে নেওয়া ভালো। যেমন উদ্ভিদবিজ্ঞানের শৈবাল ও ছত্রাক অধ্যায় থেকে বিগত দুই বছরই প্রশ্ন এসেছে। একটু খেয়াল করলেই বোঝা যায়, এই প্রশ্নগুলো ঘুরেফিরে নির্দিষ্ট একটা বিষয়ের ওপরই এসেছে। যেমন শৈবাল ও ছত্রাকের উপকারিতা-অপকারিতা, শৈবালের শ্রেণিবিভাগ, ছত্রাকের শ্রেণিবিভাগ ইত্যাদি। এভাবে প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য অতিরিক্ত বইয়ের তথ্য আলাদা করে পড়তে হবে। অতিরিক্ত বইয়ের সব পড়া কখনোই উচিত নয়, এত সময় থাকেও না। অতিরিক্ত পড়তে গিয়ে মূল পড়ায় যেন ঘাটতি না থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। মূল বইয়ের ওপর দক্ষতা থাকলে অতিরিক্ত তথ্য নিয়ে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই।

মূল বইয়ের অনুশীলনীর গুরুত্ব কতটুকু

মূল বই ও অতিরিক্ত বইয়ের অনুশীলনীতে আমাদের শতভাগ দক্ষতা রাখতে হবে। কেননা প্রতিবছরই রসায়ন, পদার্থবিজ্ঞানের ৮০-৯০ ভাগ প্রশ্ন বিভিন্ন বইয়ের অনুশীলনী থেকে চলে আসছে। সে জন্য অধ্যায়ের ভেতরে পড়ার পাশাপাশি অধ্যায় শেষের সারসংক্ষেপ ও বহুনির্বাচনী সমান গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে।

সাধারণ জ্ঞান ও ইংরেজির গুরুত্ব

সাধারণ জ্ঞান ও ইংরেজি অংশটি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এই দুই বিষয়ে ভালো প্রস্তুতি নিতে পারলে বেশ ভালো নম্বর তোলা সম্ভব। উচ্চমাধ্যমিকে জীববিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন থাকায় এই তিন বিষয়ে সবার প্রায় একই ধরনের প্রস্তুতি থাকে। সবার মূল লক্ষ্য থাকে এই তিন বিষয়ের ওপর সর্বোচ্চ প্রস্তুতি নেওয়া। কিন্তু অনেকেই ভুলে যায়, সাধারণ জ্ঞান ও ইংরেজি অংশে ২৫টি প্রশ্ন আসে এবং ভর্তি পরীক্ষায় ০.২৫ নম্বরও অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাই সাধারণ জ্ঞান ও ইংরেজিকে অবহেলা করার কারণ নেই। সে ক্ষেত্রে বাজারে প্রচলিত যেকোনো বই অথবা কোচিং থেকে পাওয়া বই থেকে প্রস্তুতি নেওয়া যেতে পারে। এর বাইরে বিগত বছরের মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষা, বিসিএস এবং বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নগুলো ভালো করে সমাধান করতে হবে।

প্রতিদিন কতটুকু পড়া

এই প্রশ্নের কোনো গৎবাঁধা উত্তর নেই। হাতে যেহেতু সময় কম, বিপরীতে সিলেবাস অনেক বড়, তাই লক্ষ্য থাকতে হবে—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একবার সিলেবাস শেষ করে রিভিশন শুরু করা। একটি অধ্যায় যতবার রিভিশন দেওয়া যাবে, সে অধ্যায়ের ওপর দক্ষতা তত বাড়বে। মনে রাখতে হবে, একটি অধ্যায় একবার পড়লে যতটুকু মনে থাকে, দশবার পড়লে তার থেকে বেশি মনে থাকে। প্রতিটি অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো যেন বারবার পড়া হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষার গুরুত্ব

প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা (মক টেস্ট) দেওয়ার মাধ্যমেই আমরা ভুলত্রুটিগুলো বুঝতে পারি। কোন বিষয়ে অথবা কোন অধ্যায়ের কোথায় ঘাটতি আছে, জানতে পারি। সে জন্য শুরু থেকে প্রস্তুতিমূলক পরীক্ষা দেওয়ার অভ্যাস করতে হবে। পরীক্ষায় হওয়া ভুল ফেলে রাখলে চলবে না। বরং ভুলগুলো ভালো করে দাগিয়ে রাখতে হবে, সেটা ব্যাখ্যাসহ সমাধান করতে হবে। পরীক্ষা দেওয়ার মাধ্যমে সময় সম্পর্কেও একটা ভালো ধারণা হয়। ৬০ মিনিটে ১০০টি বহুনির্বাচনী যেন ঠিকভাবে দাগানো যায়, সেটার জন্য শুরু থেকেই একটু একটু করে প্রস্তুতি নিতে হবে।

বহুনির্বাচনী দাগানোর সময় যে বিষয়গুলো খেয়াল রাখতে হবে

১. যে বহুনির্বাচনীগুলো এক দেখাতেই পারা যায়, সেগুলো আগে দাগাতে হবে। গাণিতিক সমস্যা, না-পারাগুলো শেষে দাগাতে হবে।
২. বৃত্ত ভরাটের সময় খেয়াল রাখতে হবে যেন সিরিয়াল ব্রেক না হয়। সর্বোচ্চ সতর্কতার সঙ্গে বৃত্ত ভরাট করতে হবে।

প্রস্তুতি নেওয়ার সময় যে ভুলগুলো আমরা প্রায়ই করি

১. মূল বইকে অবহেলা, ২ পর্যাপ্ত অনুশীলন না করা, ৩. সাধারণ জ্ঞান ও ইংরেজিকে গুরুত্ব না দেওয়া, ৪. পর্যাপ্ত মক টেস্ট না দেওয়া, ৫. গুরুত্বপূর্ণ জায়গা না বুঝে একদম সব পড়া, ৬. বুঝে বুঝে না পড়ে সব মুখস্থ করার চেষ্টা করা, ৭. পড়াশোনা, ইবাদত ও আবশ্যিক কাজগুলো ছাড়া অন্য কিছুতে বেশি সময় দেওয়া।

সর্বোপরি, মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য নিজের সর্বোচ্চটুকু দিয়ে শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করতে হবে। মাঝপথে হতাশ হলে চলবে না। স্বাস্থ্যের দিকে খেয়াল রাখতে হবে। সৃষ্টিকর্তার কাছে বেশি বেশি চাইতে হবে। সবার জন্য শুভকামনা।

উদ্যোগ

পুরোনো বই বিক্রি করেন সৌরভ

তানভীর রহমান

শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী সৌরভ দত্ত চৌধুরী। ছোটবেলার শখটাকেই কাজের ক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছেন তিনি।

সৌরভ বলেন, 'ছোটবেলায় পুরোনো জিনিসের আড়ত ঘুরে বেড়াতাম—পুরোনো দিনের কয়েন, মেডেল, হারিয়ে যাওয়া দুর্লভ জিনিসপত্রের খোঁজে। একদিন মাথায় এল, এসব জায়গায় তো অনেক পুরোনো বইও থাকে। বিক্রি করতে পারলে হয়তো ভালো লাভ হবে। সেই ভাবনা থেকে ১০-১২টি বই কিনে পুরোনো বইয়ের গ্রুপে বিক্রির বিজ্ঞাপন দিই। এক দিনের ভেতর বইগুলো বিক্রি হয়ে যায়। সেখান থেকে পথচলা শুরু।'

২০২১ সালের মাঝামাঝি থেকে ফেসবুক গ্রুপ 'সৌরভের দুর্লভ বই সংগ্রহশালা'য় বই বিক্রি করছেন। এখন গ্রুপে সদস্যের সংখ্যা প্রায় ১২ হাজার। শুরুতে গ্রুপের এই নাম ছিল না, নাম বদল করতে হয়েছে। কারণটাও ব্যাখ্যা করলেন সৌরভ, 'অনলাইনে অনেক ধরনের প্রতারণা হয়। মানুষকে আশ্বস্ত করতে একজন মানুষের চেহারার দরকার হয়, যার কাছে মানুষ অভিযোগ, অনুযোগ জানাতে পারবে, জবাবদিহি চাইতে পারবে। তাই নিজের নাম যুক্ত করি। বই বিক্রি আমার ব্যবসার মূল। তবে মাঝেমধ্যে যদি পুরোনো পুঁথি, ডাকটিকিট সংগ্রহ করতে পারি, সেগুলোও বিক্রি করি।' ক্যাম্পাসের কাছেই একটা মেসে থেকে পুরো কার্যক্রম পরিচালনা করেন সৌরভ।

নানা ধরনের দুর্লভ বই তাঁর সংগ্রহশালায় পাওয়া যায়। এর মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন ও ভারত থেকে প্রকাশিত বই, ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলের বই, সিলেটি নাগরি ভাষার বই, মণিপুরি ভাষার বই, সেবা প্রকাশনীর পুরোনো সংস্করণ, পুরোনো কমিকস, পুঁথি, কিতাব ও ইসলামি বইও আছে। সিলেটের বিভিন্ন পুরোনো বইয়ের দোকান থেকে এসব সংগ্রহ করেন তিনি। সৌরভ দত্ত বলেন, 'ঢাকায় যেমন নীলক্ষেত, সিলেটে তেমন বইয়ের মার্কেটের নাম রাজা ম্যানশন। সেখানে চার-পাঁচটা দোকানে পুরোনো বই বিক্রি হয়। যেহেতু আমি ডিলারদের কাছ থেকে সরাসরি এবং অল্প দামে বই সংগ্রহ করতে পারি, তাই দামও কম রাখি। বইভেদে ১০-৫০০ টাকা লাভ থাকে। বই যত পুরোনো ও দুর্লভ হয়, লাভ তত বেশি।'

প্রতি মাসে গড়ে ১৫-২০ হাজার টাকার বই বিক্রি করেন এই তরুণ। আবার কোনো মাসে লাখ টাকার বইও বিক্রি হয়েছে। তখন ৩০-৩৫ হাজার টাকা লাভ থাকে। এই টাকায় নিজের খরচ, বিভিন্ন শখ পূরণ করেন তিনি। যেমন ব্যবসা শুরুর মাত্র ছয় মাসের মাথায় ২০২২ সালে একটা মোটরসাইকেল কিনে ফেলেছেন। পরের বছর বাড়িতে ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার করেছেন।

কথোপকথনের একপর্যায়ে সৌরভ বলছিলেন, 'এই ব্যবসা আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও বাইরে পরিচিতি দিয়েছে। অনেক লেখক-পাঠকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। অনেক ক্রেতা সিলেটে ঘুরতে এলে আমার সঙ্গে দেখা করেন, ক্যাম্পাসে ঘুরতে আসেন। এর চেয়ে আনন্দের আর কিছু হতে পারে না। আর অর্থ উপার্জনের কথা যদি বলি, বই বিক্রি করে আমার যা লাভ হয়, সিলেটে চার-পাঁচটা টিউশন করেও তা উপার্জন করা সম্ভব নয়।'

অল্প সময়ে এত জনপ্রিয়তা কীভাবে পেলেন? উত্তরে এই উদ্যোক্তা বলেন, 'আমার ব্যবসার কৌশল খুব সহজ—কম দামে বেশি বই বিক্রি করব। যেহেতু আমি কম দামে অনেক দুষ্প্রাপ্য বই বিক্রি করি, সে জন্য আমার গ্রুপের নাম মানুষের মুখে মুখে অনেক দূর পৌঁছে গেছে।'

এ বছরই স্নাতক শেষ করেছেন সৌরভ। তাঁর ইচ্ছা, অনলাইনের পাশাপাশি অফলাইনেও বইয়ের দোকানটাকে নিয়ে আসা। সেই পথেই এগোচ্ছেন তিনি।

অনুপ্রেরণা

আমার চাওয়া ছিল শুধুই একটা চাকরি

ভারতের শিল্পপতি **রতন টাটা** মারা গেছেন ৯ অক্টোবর। শুধু ব্যবসার জগতে অবদান রাখার জন্যই নয়, দানশীলতার জন্যও তাঁর সুনাম ছিল। শিক্ষাজীবন থেকে কীভাবে নিজেকে একটু একটু করে তৈরি করেছেন, ২০০৭ সালে সে কথাই বলেছিলেন *মানিলাইফ* নামের একটি ভারতীয় সাময়িকীর কাছে। পড়ুন চুম্বক অংশ।

আমার জন্ম মুম্বাইয়ে। কবে, এখন আর মনে পড়ে না (হাসি)। বড় হয়েছি টাটা হাউসে। বাড়িটি আমার দাদা বানানো শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষটা দেখে যেতে পারেননি।

বাবা চেয়েছিলেন, আমি যেন প্রকৌশলী হই। তাই যুক্তরাষ্ট্রের কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে দুই বছর আমাকে যন্ত্রকৌশলে পড়তে হয়েছে। কিন্তু আদতে আমার আগ্রহ ছিল স্থাপত্যে। পরে স্থাপত্যে স্থানান্তর করি। এ বিষয়েই শেষ পর্যন্ত স্নাতক করেছি।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরোতে প্রায় সাত বছর লেগে গেলেও কর্নেলে সময়টা দারুণ কেটেছে। একমাত্র অপছন্দ ছিল ওখানকার ঠান্ডা আবহাওয়া। এই এক জিনিস, যেটার সঙ্গে কখনো খাপ খাওয়াতে পারিনি। সম্ভবত পারবও না।

একটু উষ্ণতার খোঁজেই বোধ হয় এরপর ঠাঁই নিই লস অ্যাঞ্জেলেসের একটা স্থাপত্য প্রতিষ্ঠানে। ওখানেই বেশ খুশি ছিলাম। ভারতে ফেরার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু দাদি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছিলেন। একদিন জেআরডি টাটা ফোন করে বললেন, আমি যেন কিছুদিনের জন্য টাটা গ্রুপে যোগ দিই। অতএব আমাকে ছয় মাসের জন্য জামসেদপুরে টেলকোতে (এখন টাটা মোটরস) সময় দিতে হলো।

নেই কাজ

সেটা ১৯৬২-৬৩ সালের কথা। ওই ছয়টা মাস আমার জন্য ভয়াবহ ছিল। কিন্তু পেছনে ফিরে তাকালে মনে হয়, ওই কয়েক দিনে অনেক কিছু শিখেছি।

ভয়াবহ বলছি কারণ সে সময় আমার কিছু করার ছিল না। কাজ নেই, এমনকি বসার জায়গাও নেই। কিন্তু এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়েও তো থাকতে পারি না। আবার কারও পাশে গিয়ে দাঁড়ালে ভাবে নজরদারি করছি। অথচ আমি তো শুধু শিখতে চাইতাম, শেখা ছাড়া কিছু করারও ছিল না। দাঁতে দাঁত চেপে কোনো রকম ছয় মাস কাটিয়েই বলে দিলাম, টেলকোর সঙ্গে আমি আর নেই। এরপর টাটা স্টিলে যোগ দিই।

সত্যি বলতে ওই সময় আমার চাওয়া ছিল শুধুই একটা চাকরি। অথচ নানা প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হচ্ছিল, যে প্রশিক্ষণের কোনো শেষ নেই। তবে হ্যাঁ, চাকরি পাওয়া বা সত্যিকার দায়িত্ব নেওয়া বলতে যা বোঝায়, সেটা খানিক পেয়েছিলাম টাটা স্টিলে। এখানেও আমাকে এক বিভাগ থেকে আরেক বিভাগে ঘুরতে হয়েছে, তবে সেটা কিছুটা গোছানো ছিল। আমার কোনো কাজ নেই, এই বোধ থেকে অন্তত রেহাই পেয়েছিলাম। আমাকে তখন নানা অগুরুত্বপূর্ণ কাজ দেওয়া হতো, তবু, কাজ তো। অবশেষে টাটা স্টিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালকের টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্টের পদ পেয়ে কিছুটা থিতু হলাম।

> **সে সময় আমার কিছু করার ছিল না। কাজ নেই, এমনকি বসার জায়গাও নেই। কিন্তু এক জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়েও তো থাকতে পারি না।**

লোকসান থেকে লাভে

একসময় আমাকে নেলকোর (ন্যাশনাল রেডিও অ্যান্ড ইলেকট্রনিকস কোম্পানি) ডিরেক্টর ইনচার্জ করা হলো। সেই সময় নেলকো বেশ লোকসানে ছিল। এরপরের গল্পটা সাফল্যেরই বলতে হয়। আমার সময়ে রেডিওর বাজারে নেলকোর মার্কেট শেয়ার ২ শতাংশ থেকে ২০ শতাংশে উঠে আসে। লোকসান কাটিয়ে আমরা লাভও দিতে শুরু করি। কিন্তু সত্যি কথা বলতে, আমরা আসলে ব্যবসাটা বড় করতে পারিনি। কারণ, ব্যবসা বড় করতে আরও বিনিয়োগ লাগে। টাটার কাছ থেকে আমরা সেটা পাইনি। কেন যেন সবাই ধরেই নিয়েছিলেন, রেডিওর ব্যবসা টাটার জন্য নয়।

১৯৭১ থেকে ১৯৮৪ পর্যন্ত আমি নেলকোয় ছিলাম। নির্দিষ্ট করে লাভের অঙ্ক আমার মনে নেই কিন্তু কাগজপত্র ঘাঁটলে পাবেন, সে সময় নেলকোর আয় ক্রমেই বাড়ছিল। একটা সময় আমরা রেডিওর পাশাপাশি টেলিভিশন সেটও তৈরি করতে শুরু করি। তার চেয়েও বড় কথা, আমরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইলেকট্রনিকসের জগতে প্রবেশ করি।

হাসপাতালে বসে পরিকল্পনা

১৯৮২ সালের দিকে মা ক্যানসারে আক্রান্ত হন। তখন মাত্রই আমি টাটা ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেয়েছি। এই দায়িত্ব আদতে পদসর্বস্ব ছিল। কারণ, টাটা ইন্ডাস্ট্রিজে তেমন কিছু ছিল না। তাই ভাবলাম, একটা কৌশলগত পরিকল্পনা সাজালে কেমন হয়।

মায়ের দেখাশোনার জন্য তিন মাস ছুটি নিয়েছিলাম। সেই সময় হাসপাতালে বসে পরিকল্পনাটা সাজিয়ে ফেলি। মায়ের মৃত্যুর পর অফিসে যোগ দিয়েই পরিকল্পনাটা সবার সামনে উপস্থাপন করি। সবাই বলে, 'এটা খুব ভালো পরিকল্পনা। কিন্তু বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।' কারণ, পরিকল্পনা অনুযায়ী আমাদের কিছু উচ্চ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পা রাখতে হতো, যার পুরোটাই ছিল বেসরকারি খাতের হাতে। ব্যবস্থাপনা পর্ষদ তাই পরিকল্পনা বাতিল করে দেয়।

কিন্তু আমি বললাম, 'আমি টাটা ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান। টাটা ইন্ডাস্ট্রিজের জন্য তো আমরা এই উচ্চ প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করতেই পারি।' সেটাই করে দেখালাম। আমরা কাজ করতে শুরু করলাম আইবিএম, হানিওয়েল ইত্যাদি বড় বড় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে। সে সময়ই অর্থাৎ ১৯৮৪ সালের দিকে রাজীব (ভারতের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী) ক্ষমতায় আসে। কে ক্ষমতায় আসবে না আসবে, তা নিয়ে আমার ভাবনা ছিল না। কিন্তু দেখা গেল রাজীবের ভাবনাও অনেকটা আমার মতো। এরপরই বেসরকারি খাতের কাজের পরিসর আরও বড় হতে শুরু করে।

অনুবাদ : মো. সাইফুল্লাহ

আয়োজন

পুরকৌশল বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে দক্ষতা বাড়াতে জিপিএইচ ইস্পাত ও প্রথম আলো আয়োজন করছে 'জিপিএইচ ইস্পাত-প্রথম আলো ইন-জিনিয়াস ২০২৪'। এ আয়োজনের একাডেমিক পার্টনার ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিক। প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পর্বের জন্য নির্বাচিত ১২টি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০টি দলের সদস্যদের নিয়ে ৪ ও ৫ অক্টোবর আয়োজন করা হয়েছিল এক বিশেষ কর্মশালা।

১৭ হাজার কর্মী ছাঁটাই করবে বোয়িং | আগামী কয়েক মাসের মধ্যে প্রায় ১৭ হাজার কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দিয়েছে উড়োজাহাজ প্রস্তুতকারী কোম্পানি বোয়িং। রয়টার্স

ই-অরেঞ্জ পাচার করে ৩৫৮ কোটি

সিআইডির প্রতিবেদন

১২ জনকে আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দিয়েছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি)।

ফখরুল ইসলাম, *ঢাকা*

> যেহেতু অভিযোগপত্র জমা হয়েছে, সেহেতু আমরা এখন বিচারকাজ শুরু ও শেষ হওয়ার আশা করতে পারি।
>
> **সুবর্ণ বড়ুয়া**, অধ্যাপক, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

আলোচিত ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ই-অরেঞ্জ ডট শপের মাধ্যমে ৩৫৮ কোটি টাকা মানি লন্ডারিং হয়েছে। রাজধানীর গুলশান থানার সাবেক পুলিশ পরিদর্শক শেখ সোহেল রানা (পরে বরখাস্ত) সরকারি চাকরির আড়ালে ই-অরেঞ্জ পরিচালনা করতেন। তিনি ও তাঁর আত্মীয়স্বজনই মূলত এ মানি লন্ডারিংয়ে জড়িত। এর বাইরে জড়িত এক পরিবারের আপন দুই ভাই, যাঁদের আরপি করপোরেশন নামের একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। আরও জড়িত ছিল অল জোন নামের আরেকটি প্রতিষ্ঠান।

আদালতে ই-অরেঞ্জের ওপর পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগের (সিআইডি) দাখিল করা সাম্প্রতিক অভিযোগপত্রে এমন তথ্য উঠে আসে। ২০২১ সালের অক্টোবরে গুলশান থানায় মামলা হওয়ার প্রায় তিন বছর পর এ অভিযোগপত্র দেওয়া হয়েছে।

গ্রাহকদের কাছ থেকে অগ্রিম অর্থ নিয়ে ২০১৯ সালের ৩১ জুলাই থেকে ২০২১ সালের ১৭ আগস্ট পর্যন্ত তিন বছর ব্যবসা করেছে ই-অরেঞ্জ। ১০ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে 'ডাবল টাকা ভাউচার অফার' দিয়ে তারা অস্বাভাবিক কম দামে মোটরসাইকেল, মুঠোফোন, রেফ্রিজারেটর, টেলিভিশন ইত্যাদি পণ্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেয়। এভাবে মানুষের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে ই-অরেঞ্জ। এ সময় প্রতিষ্ঠানটি ৩ লাখ ১৫ হাজার ৫৭০ জন গ্রাহকের কাছ থেকে সমপরিমাণ লেনদেনের মাধ্যমে ৯৫৭ কোটি টাকা সংগ্রহ করেছে। অগ্রিম টাকা দিয়েও অনেকে পণ্য পাননি। আর এসব লেনদেনের অর্থই মানি লন্ডারিং হয়েছে।

অভিযোগপত্রে ১২ জন আসামির নাম রয়েছে। তাঁদের মধ্যে প্রধান আসামি হচ্ছেন গুলশান থানার তৎকালীন পুলিশ পরিদর্শক শেখ সোহেল রানা, তাঁর বোন ই-অরেঞ্জের সোনিয়া মেহজাবিন, সোনিয়ার স্বামী মাসুকুর রহমান, সোহেল-সোনিয়ার খালু রেড অরেঞ্জ ইন্টারন্যাশনালের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ জায়েদুল ফিরোজ। প্রতিষ্ঠানের দুই সাবেক প্রধান পরিচালন কর্মকর্তা (সিওও) নাজমুল আলম রাসেল এবং মঞ্জুর আলম পারভেজও এতে জড়িত। এ দুজন সম্পর্কে আপন ভাই।

মামলার অন্য আসামিরা হচ্ছেন ই-অরেঞ্জের নতুন মালিক বীথি আক্তার, শেষ দিকে যোগ দেওয়া ই-অরেঞ্জের সিওও আমানউল্লাহ চৌধুরী, অল জোন নামক একটি প্রতিষ্ঠানের মালিক মেহেদী হাসান, পেমেন্ট গেটওয়ে প্রতিষ্ঠান সফটওয়্যার শপ লিমিটেডের (এসএসএল) চেয়ারম্যান সাবরিনা ইসলাম ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক সাইফুল ইসলাম এবং এসএসএলের চিফ এক্সটারনাল অ্যাফেয়ার্স অফিসার নূরুল হুদা।

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা (সদ্য বদলি হয়েছেন) কাজী জিল্লুর রহমান মোস্তফা গতকাল শনিবার মুঠোফোনে *প্রথম আলো*কে বলেন, '৩৫৮ কোটি টাকা মানি লন্ডারিংয়ের দায়ে ১২ জনকে অভিযুক্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করা হয়েছে। এখন তা আদালতের বিষয়।'

পেমেন্ট গেটওয়ে প্রতিষ্ঠান এসএসএলের চেয়ারম্যান, এমডি ও কর্মকর্তা কেন আসামি—এমন প্রশ্নের জবাবে কাজী জিল্লুর রহমান মোস্তফা বলেন, বেশি কমিশন পাওয়ার আশায় এসএসএলের এই তিনজন ই-অরেঞ্জের মানি লন্ডারিংয়ে সহায়তা করেছেন।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, ব্র্যাক ব্যাংকের গুলশান শাখায় ২৯৪ কোটি ৬৪ লাখ টাকা এবং সিটি ব্যাংকের গুলশান শাখায় ৬০৫ কোটি ৫৭ লাখ টাকা অর্থাৎ ৯০০ কোটি ২১ লাখ টাকা স্থানান্তর করেছে ই-অরেঞ্জ। বাকি ৫৬ কোটি ৭০ লাখ টাকার মধ্যে আদালতের নির্দেশে জব্দ আছে ৩৪ কোটি ৫৬ লাখ টাকা এবং ২২ কোটি ১৪ লাখ টাকা কমিশন নিয়েছে এসএসএল।

বলা হয়েছে, অনেক সন্দেহজনক লেনদেন হলেও এসএসএল সরকারি কোনো সংস্থায় সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন (এসটিআর) দাখিল করেনি। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে নেওয়া গেটওয়ে লাইসেন্সের শর্ত পালনে ব্যর্থ হয়েছে এসএসএল। প্রতিষ্ঠানটি মানি লন্ডারিংয়ে সহায়তাকারী। প্রতিবেদনে বলা হয়, অল জোনের স্বত্বাধিকারী মেহেদী হাসান মোটরসাইকেল সরবরাহের নামে ১৮৮ কোটি টাকা স্থানান্তর করেছেন। আর সোহেল রানা ও তাঁর বোন সোনিয়া মেহজাবিন নিজেদের নামে একাধিক ফ্ল্যাট কিনেছেন। এদিকে গ্রাহকদের টাকা নগদে জমা নেয় আরপি করপোরেশন।

অভিযোগপত্র অনুযায়ী ই-অরেঞ্জ ডট শপের প্রথম সিওও মো. নাজমুল আলম রাসেল, যাঁর হাতে ছিল ই-অরেঞ্জের সফটওয়্যার ও ওয়েবসাইটের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। তিনি পরে তাঁর ভাই মঞ্জুর আলম পারভেজকেও চাকরি দিয়ে ই-অরেঞ্জে নিয়ে আসেন।

আত্মসাৎ প্রক্রিয়ায় জড়িত শেখ সোহেল রানা ভারতে পালাতে গিয়ে ধরা পড়ে জেল খেটেছেন। এখন জামিনে আছেন। সোহেল রানারই বোন সোনিয়া মেহজাবিন ও তাঁর স্বামী মো. মাসুকুর রহমান বর্তমানে গাজীপুরের কাশিমপুর কারাগারে রয়েছেন। অরেঞ্জ বাংলাদেশ নামের আরেকটি প্রতিষ্ঠানের মালিক তাঁরা। এ ছাড়া ই-অরেঞ্জ শপ যার কাছে বিক্রি হয়েছিল, সেই বিথী আক্তার এবং ই-অরেঞ্জের সিওও মো. আমানউল্লাহ চৌধুরীর বিরুদ্ধে প্রতারণায় সহযোগিতার অভিযোগ রয়েছে। আমানউল্লাহ চৌধুরী সম্প্রতি জামিনে বের হয়েছেন।

যোগাযোগ করলে ই-কমার্স নিয়ে কাজ করা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের অধ্যাপক সুবর্ণ বড়ুয়া বলেন, 'যেহেতু অভিযোগপত্র জমা হয়েছে, সেহেতু আমরা এখন বিচারকাজ শুরু ও শেষ হওয়ার আশা করতে পারি।'

নোয়েল নাভাল টাটা

দ্বিতীয় সুযোগ পেলেন নোয়েল টাটা

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

ভারতের শীর্ষস্থানীয় শিল্পপতি রতন টাটার মৃত্যুর পর টাটা ট্রাস্টের দায়িত্ব পেয়েছেন তাঁর সৎভাই নোয়েল টাটা। টাটা ট্রাস্টের পরিচালনা পর্ষদ ৬৭ বছর বয়সী নোয়েলকে পরবর্তী চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছে। গত বুধবার মুম্বাইয়ে মারা যান ৮৬ বছর বয়সী রতন টাটা। নোয়েল টাটার পারিবারিক অবস্থান এবং টাটা গ্রুপের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় তাঁর পেশাগত অভিজ্ঞতার কারণে টাটা ট্রাস্টে রতন টাটার উত্তরসূরি হিসেবে নোয়েলকেই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচনা করা হতো।

টাটা গোষ্ঠীর বেশ কয়েকটি কোম্পানির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্বে রয়েছেন নোয়েল টাটা। যেমন ট্রেন্ট, ভোল্টাস, টাটা ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন ও টাটা ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। টাটা স্টিল ও ঘড়ি কোম্পানি টাইটানের ভাইস চেয়ারম্যান তিনি। এ ছাড়া স্যার রতন টাটা ট্রাস্টেরও একজন সদস্য নোয়েল।

টাটা গোষ্ঠীর প্রধান দুই অঙ্গপ্রতিষ্ঠান হচ্ছে টাটা সন্স ও টাটা ট্রাস্ট। এর মধ্যে টাটা গ্রুপের হোল্ডিং প্রতিষ্ঠান টাটা সন্স গোষ্ঠীটির ব্যবসায়িক উদ্যোগগুলো (কোম্পানি) নিয়ন্ত্রণ করে।

তবে টাটা সন্সের চেয়ারম্যান ও টাটা ট্রাস্টের চেয়ারম্যানের পদকে আলাদা করেছিলেন রতন টাটা। উদ্দেশ্য ছিল—উভয় প্রতিষ্ঠানের ওপরে একজন ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ বা খুব বেশি কর্তৃত্ব এড়ানো। ২০১২ সাল পর্যন্ত টাটা সন্সের চেয়ারম্যান ছিলেন রতন টাটা। এরপর টাটা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হন তিনি। যদিও টাটা গ্রুপের সার্বিক বিষয়ে তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

আর বর্তমানে টাটা সন্সের চেয়ারম্যান নটরাজন চন্দ্রশেখরন, যিনি চন্দ্র নামেই বেশি পরিচিত।

দ্বিতীয় সুযোগ

প্রায় ১২ বছর আগে টাটা গ্রুপের গুরুত্বপূর্ণ অংশ টাটা সন্সের চেয়ারম্যান হওয়ার খুব কাছাকাছি গিয়েছিলেন নোয়েল টাটা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি ওই পদে যেতে পারেননি। এর তিন বছর পরেই টাটা সন্সের চেয়ারম্যানের পদ ছেড়ে টাটা ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হন রতন টাটা।

ওই সময় টাটা সন্সের চেয়ারম্যান বাছাইয়ের জন্য একটি বোর্ড গঠন হয়েছিল। নতুন চেয়ারম্যানের কী যোগ্যতা থাকা উচিত, তা নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন রতন টাটা। সেই যোগ্যতার বিচারে পিছিয়ে ছিলেন নোয়েল টাটা।

যাহোক, শেষ পর্যন্ত নোয়েলের শ্যালক সাইরাস মিস্ত্রি টাটা সন্সের চেয়ারম্যান হন। এতে অবশ্য অনেকে অবাক হয়েছিলেন। কারণ, টাটা গ্রুপ ও শাপুরজি পালোনজি গ্রুপের মধ্যে ঐতিহাসিকভাবে একটি টানাপোড়েনের সম্পর্ক ছিল। বলা হয়ে থাকে, ওই সময় রতন টাটা তাঁর পরবর্তী উত্তরসূরি হিসেবে নোয়েলকে যোগ্য মনে করেননি। এ কারণে বাছাইপ্রক্রিয়া থেকে বাদ পড়েন নোয়েল।

উল্লেখ্য, স্যার রতন টাটা ট্রাস্ট ১৯১৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। নোয়েল টাটা হলেন ট্রাস্টের ষষ্ঠ চেয়ারম্যান। এ ছাড়া টাটা গোষ্ঠীর আরেক ট্রাস্ট স্যার দোরাবজি টাটা ট্রাস্টের ১১তম চেয়ারম্যানও তিনি। ২০২৩-২৪ সালে টাটার কোম্পানিগুলোর মোট রাজস্ব ছিল ১৬ হাজার ৫০০ কোটি ডলারের বেশি। টাটা সন্সের হিসাবে, এ প্রতিষ্ঠানগুলোতে সম্মিলিতভাবে ১০ লাখের বেশি লোক কাজ করছেন।

সংবাদ সূত্র : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ও এনডিটিভি।

কাগজের ফুল নিজ হাতে তৈরি কাগজের ফুল বিক্রি করতে দিনাজপুরের পার্বতীপুর থেকে এসেছেন আবদুস সালাম। প্রতিটি ফুল তিনি বিক্রি করেন ১০ টাকা। গতকাল রংপুর নগরের হনুমানতলা এলাকায়। ছবি : মঈনুল ইসলাম

ছয় মাসে খেলাপি ঋণ তিন হাজার কোটি টাকা বেড়েছে

আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাত

গত জুনে এই খাতে খেলাপি ঋণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪ হাজার ৭১১ কোটি টাকা, যা গত বছরের ডিসেম্বরে ছিল ২১ হাজার ৫৬৭ কোটি টাকা।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশের ব্যাংকবহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর দুরবস্থা নতুন কিছু নয়। তবে আর্থিক খাতের বহুল আলোচিত ব্যক্তি প্রশান্ত কুমার (পি কে) হালদার বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে যে অনিয়ম করে গেছেন, তার জের পুরো খাতকেই টানতে হচ্ছে। পি কে হালদারের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনায় ছিল, এমন কয়েকটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানেই এখন খেলাপি ঋণের হার সবচেয়ে বেশি। এসব আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানেও খেলাপি ঋণ বাড়ছে। এ কারণে সার্বিকভাবে আর্থিক খাতে খেলাপি ঋণ বেড়েই চলেছে।

গত জুন মাসের শেষে এই খাতে খেলাপি ঋণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৪ হাজার ৭১১ কোটি টাকা, যা মোট ঋণের ৩৩ দশমিক ১৫ শতাংশ। গত বছরের ডিসেম্বরের শেষে খেলাপি ঋণের পরিমাণ ছিল ২১ হাজার ৫৬৭ কোটি টাকা, যা ছিল ওই সময়ের মোট ঋণের ২৯ দশমিক ২৭ শতাংশ। সে হিসাবে ৬ মাসে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৩ হাজার ১৪৪ কোটি টাকা। বাংলাদেশ ব্যাংক সূত্রে এসব তথ্য জানা গেছে।

তবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে ৬ মাসে খেলাপি ঋণ ৩ হাজার ১৪৪ কোটি টাকা বাড়লেও ব্যাংক খাতে এই সময়ে খেলাপি ঋণ বেড়েছে প্রায় ৬৬ হাজার কোটি টাকা। ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চেয়ে ব্যাংকে খেলাপি ঋণ বাড়ছে বেশি। এর কারণ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তিন বছর ধরে কঠোর তদারকির মধ্যে ছিল। আর ব্যাংকগুলোতে তদারকি শুরু হয়েছে আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর থেকে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যানুযায়ী, তহবিল-সংকটের কারণে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে এখন সেভাবে ঋণ বাড়ছে না। গত জুনের শেষে এসব প্রতিষ্ঠানের মোট ঋণের স্থিতি দাঁড়ায় ৭৪ হাজার ৫৩৪ কোটি টাকা, যা গত ডিসেম্বরে ছিল ৭৩ হাজার ৬৮৩ কোটি টাকা। আর ২০২২ সালের শেষে ঋণের স্থিতি ছিল ৭০ হাজার ৪৩৬ কোটি টাকা। ওই সময়ে খেলাপি ঋণ ছিল ১৬ হাজার ৮২১ কোটি টাকা, যা তখনকার মোট ঋণের ২৩ দশমিক ৮৮ শতাংশ। এর মানে গত দেড় বছরে আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতে ঋণ বেড়েছে ৪ হাজার ৯৮ কোটি টাকা। এর বিপরীতে খেলাপি ঋণ বেড়েছে ৭ হাজার ৮৯০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ঋণের তুলনায় খেলাপি ঋণ বেড়েছে প্রায় দ্বিগুণ।

যথাযথ তদারকির অভাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাত বেশ আগে থেকেই খারাপ অবস্থায় ছিল। তবে আমানতকারী ব্যক্তিদের অর্থ ফেরত দিতে না পারাসহ বিভিন্ন কারণে ২০১৯ সালে পিপলস লিজিং অবসায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়। তখনই পরিস্থিতি বেশি খারাপ হয়। এর মধ্যে প্রশান্ত কুমার হালদারের (পি কে হালদার) দখল করা বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স কোম্পানি (বিআইএফসি), ইন্টারন্যাশনাল লিজিং, এফএএস ফিন্যান্স ও আভিভা ফিন্যান্সের নানা জালিয়াতি সামনে চলে আসে। এসব নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার কারণে পুরো খাতের প্রতি গ্রাহকের আস্থা কমে যায়। তাঁদের আস্থা বাড়াতে কেন্দ্রীয় ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য বিভিন্নভাবে কঠোর ব্যবস্থা নেয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের জুনের শেষে আর্থিক খাতে আদায়ের অযোগ্য বা মন্দ ঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে ২১ হাজার ৩৩ কোটি টাকা, যা বিতরণ করা মোট ঋণের ২৮ দশমিক ২২ শতাংশ। গত মার্চে আদায় অযোগ্য ঋণ ছিল ২০ হাজার কোটি টাকা, যা ওই সময়ের মোট ঋণের ২৬ দশমিক ৯১ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, পি কে হালদার-সংশ্লিষ্ট আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে পিপলস লিজিংয়ের খেলাপি ঋণের হারই সর্বোচ্চ, ৯৯ শতাংশ বা ১ হাজার ৯৬ কোটি টাকা। অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোয় খেলাপি ঋণের হার ও পরিমাণ এ রকম : ইন্টারন্যাশনাল লিজিং ৯৪ দশমিক ৭৬ শতাংশ বা ৩ হাজার ৯১২ কোটি টাকা; এফএএস ফিন্যান্স ৮৯ দশমিক ৫৬ শতাংশ বা ১ হাজার ৬৪৫ কোটি টাকা এবং আভিভা ফিন্যান্স ৭১ দশমিক ৭২ শতাংশ বা ১ হাজার ৯০২ কোটি টাকা।

এর বাইরে ফারইস্ট ফিন্যান্সের খেলাপি ঋণ ৯৪ দশমিক ৪১ শতাংশ, যা জিএসপি ফিন্যান্সের ৯২ দশমিক ৩৭ শতাংশ, ফার্স্ট ফিন্যান্সের ৮৯ দশমিক ৪১ শতাংশ, প্রিমিয়ার লিজিংয়ের ৬৬ দশমিক ৭৪ শতাংশ, সিভিসি ফিন্যান্সের ৫৯ দশমিক ৩৯ শতাংশ, মেরিডিয়ান ফিন্যান্সের ৫৯ দশমিক ১৭ শতাংশ, আইআইডিএফসির ৫৮ দশমিক ৬৪ শতাংশ, হজ ফিন্যান্সের ৫৭ দশমিক ৭৯ শতাংশ, ফিনিক্স ফিন্যান্সের ৫৭ দশমিক ৭৯ শতাংশ, ন্যাশনাল ফিন্যান্সের ৫৬ দশমিক ৮৬ শতাংশ, বে লিজিংয়ের ৫২ দশমিক ৮২ শতাংশ ও উত্তরা ফিন্যান্সের ৫০ দশমিক ৪৮ শতাংশ।

দেশের প্রথম আর্থিক প্রতিষ্ঠান হলো আইপিডিসি ফিন্যান্স, যেটির যাত্রা শুরু হয় ১৯৮১ সালে। বর্তমানে দেশে ৩৫টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠানে খেলাপি ঋণের হার কত

প্রতিষ্ঠান	হার
ইন্টারন্যাশনাল লিজিং	৯৪.৭৬%
এফএএস ফিন্যান্স	৮৯.৫৬%
আভিভা ফিন্যান্স	৭১.৭২%
ফারইস্ট ফিন্যান্স	৯৪.৪১%
জিএসপি ফিন্যান্স	৯২.৩৭%
ফার্স্ট ফিন্যান্স	৮৯.৪১%
প্রিমিয়ার লিজিং	৬৬.৭৪%
সিভিসি ফিন্যান্স	৫৯.৩৯%
মেরিডিয়ান ফিন্যান্স	৫৯.১৭%
আইআইডিএফসি	৫৮.৬৪%
হজ ফিন্যান্স	৫৭.৭৯%
ফিনিক্স ফিন্যান্স	৫৭.৭৯%
ন্যাশনাল ফিন্যান্স	৫৬.৮৬%
বে লিজিং	৫২.৮২%
উত্তরা ফিন্যান্স	৫০.৪৮%

বগুড়ায় হিমাগার, আড়ত ও খুচরা বাজারে সবজির মতো আলুর দামও বেড়েছে। গতকাল বগুড়া শহরের রাজাবাজার আড়তে। ছবি : সোয়েল রানা

বগুড়াতেই চড়া সবজি ও আলুর দাম

বাজারদর

বগুড়ার পাইকারি মোকাম মহাস্থান হাটে প্রায় সব ধরনের শাকসবজি ও আলুর দাম বেশ বেড়েছে। কোনো কোনোটির দাম বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে।

আনোয়ার পারভেজ, *বগুড়া*

উৎপাদন এলাকা বগুড়া অঞ্চলে পাইকারি পর্যায়ে সব ধরনের সবজির দাম এখন চড়া। গত এক সপ্তাহে এখানকার মোকামে সবজির দাম বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। খুচরা পর্যায়েও অধিকাংশ সবজির কেজি এক শ টাকার আশপাশে। সবজির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে কাঁচা মরিচ আর আলুর দাম।

বিক্রেতারা বলছেন, সাম্প্রতিক টানা বৃষ্টির কারণে অনেক ফসল নষ্ট হওয়ায় পাইকারি মোকামে সবজির সরবরাহ কমেছে। এ ছাড়া শীতকালীন আগাম সবজিও সেভাবে আসছে না। এসব কারণে সবজির দাম আগের তুলনায় বেড়েছে।

এদিকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বাজারে তদারকি শুরুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলা প্রশাসন। এ ছাড়া দুর্গাপূজার ছুটির পর হিমাগার পর্যায়েও অভিযান পরিচালনা করা হবে বলে জানিয়েছেন সরকারি কর্মকর্তারা।

সবজির দাম যেন লাগামহীন

বগুড়া জেলার অন্যতম বড় পাইকারি মোকাম মহাস্থান হাট। এখান থেকে রাজধানী ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেটসহ দেশের বিভিন্ন শহর ও এলাকায় সবজি সরবরাহ করা হয়। গত শুক্রবার এ হাটে পাইকারিতে এক কেজি করলা বিক্রি হয়েছে ৮০ থেকে ৯০ টাকায়, যা এক সপ্তাহ আগে ছিল ৫০ টাকা। এভাবে প্রতি কেজি বেগুন ও কাঁকরোলের দাম ৩০ টাকা থেকে বেড়ে ৮০ টাকায়, পটোল ২৫ টাকা থেকে বেড়ে ৬০ টাকায়, শসা ৩০-৪০ টাকা থেকে ৫০ থেকে ৬০ টাকায় উঠেছে। ঢ্যাঁড়স, পেঁপে, মিষ্টিকুমড়া, কচুমুখি, মুলাসহ অন্যান্য সবজির দামও আগের তুলনায় কেজিতে ১০ থেকে ৩৫ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। এই পাইকারি হাটে সপ্তাহের ব্যবধানে কাঁচা মরিচের দাম বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে, অর্থাৎ ২৮০ টাকায় উঠেছে।

মহাস্থান হাটের পাইকারি সবজি ব্যবসায়ী মোস্তাফিজুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, বৃষ্টিতে অনেক খেতের সবজি নষ্ট হয়েছে। এ কারণে হাটে সবজির সরবরাহ কম। অন্যান্য বছর এ সময় শীতকালীন আগাম সবজিতে হাট ভরে যেত। এবার মুলা ও লাউ ছাড়া শীতকালীন অন্যান্য সবজিরও তেমন সরবরাহ নেই। ফলে সবজির দাম চড়া।

এদিকে মহাস্থান পাইকারি বাজারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বগুড়া শহরের খুচরা বাজারেও বেশি দামে সবজি বিক্রি হচ্ছে। যেমন শহরের ফতেহ আলী বাজারে শুক্রবার প্রতি কেজি কাঁচা মরিচ ৪২০ টাকা, শসা ৮০ থেকে ১২০ টাকা, কাঁকরোল ও করলা ১০০ টাকা, বেগুন ১২০ থেকে ১৪০ টাকা, ঢ্যাঁড়স ৯০ টাকা, পটোল ৮০ টাকা, কচুমুখি ৭০ টাকা, মুলা ৬০ টাকা, পেঁপে ৫০ টাকা এবং প্রতিটি লাউ গড়ে ৮০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এক সপ্তাহে এ বাজারেও সবজির দাম দ্বিগুণ বা তার চেয়ে বেশি বেড়েছে।

ফতেহ আলী বাজারে শুক্রবার কাঁচা মরিচ কিনতে এসেছিলেন শহরের চেলেপাড়া এলাকার গৃহিণী অনিমা রায়। তিনি বলেন, পূজায় রান্নার আয়োজন বেড়েছে। অথচ এ সময় মরিচ ও সবজির দামে যেন আগুন লেগেছে।

আলুর দামও ঊর্ধ্বমুখী

হিমাগার পর্যায়ে আলুর দাম বেড়েছে, যার প্রভাব পড়েছে খুচরা বাজারে। গত ফেব্রুয়ারি মাসে বগুড়ায় হিমাগার পর্যায়ে প্রতি কেজি বিদেশি জাতের সাদা আলু গড়ে ২০ টাকা ও দেশি জাতের ছোট আলু ৩০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছিল। গত শুক্রবার হিমাগার ফটকে (পাইকারি) প্রতি কেজি সাদা আলু ৪৫ থেকে ৪৭ টাকা ও দেশি আলু ৪৮ টাকা কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। এক সপ্তাহের ব্যবধানে পাইকারিতে আলুর দাম কেজিতে চার টাকা বেড়েছে। খুচরা পর্যায়ে দাম বেড়ে প্রতি কেজি আলু ৫৮ থেকে ৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

বগুড়ার অন্তত ১০টি হিমাগারে খোঁজ নিয়ে জানা যায়, প্রতি বস্তা (৬০ কেজি) বিদেশি জাতের সাদা আলু বর্তমানে ২ হাজার ৭০০ থেকে ২ হাজার ৮০০ টাকায় এবং দেশি ছোট আলু ২ হাজার ৯০০ থেকে ৩ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এক সপ্তাহ আগে সাদা আলু ২ হাজার ৫০০ এবং দেশি আলু ২ হাজার ৭০০ টাকায় বিক্রি হয়েছিল। অর্থাৎ এক সপ্তাহে হিমাগার পর্যায়ে প্রতি বস্তা আলুর দাম ২০০ টাকা বেড়েছে।

একই অবস্থা পাশের জেলা জয়পুরহাটেও। এ জেলার কালাই উপজেলার পুনট কোল্ড স্টোরেজের ব্যবস্থাপক বিপ্লব কুমার পাল বলেন, সংরক্ষণ পর্যায়ে আলুর দাম, হিমাগার ভাড়া, চটের বস্তা ও পরিবহন খরচ যোগ করলে এক কেজি আলুর দাম সর্বোচ্চ ২৮ টাকা খরচ হওয়ার কথা। তবে শুক্রবার আলু হিমাগারে বিক্রি হয়েছে ৪৫ টাকা কেজি দরে।

সবজি ও অন্যান্য পণ্যের মূল্যবৃদ্ধির বিষয়ে জেলার ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মেহেদী হাসান *প্রথম আলো*কে বলেন, বৃষ্টিতে কৃষকের খেত ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সবজির দাম কিছুটা বাড়তে পারে। তবে কোনো যুক্তিতেই হিমাগার পর্যায়ে আলুর দাম বেড়ে যাওয়ার কথা নয়। আগামীকাল সোমবার থেকে বাজারের পাশাপাশি হিমাগার পর্যায়েও অভিযান পরিচালনা করা হবে।

মহাস্থান হাটে সবজির পাইকারি দর
(প্রতি কেজি, টাকায়)

সবজি	গত সপ্তাহ	এই সপ্তাহ	বৃদ্ধি
কাঁচা মরিচ	১৪০	২৮০	১৪০
করলা	৫০	৯০	৪০
পটোল	২৫	৬০	৩৫
হাইব্রিড শসা	৩০	৫০	২০
দেশি শসা	৪০	৬০	২০
কাঁকরোল	৩০	৮০	৫০
বেগুন	৩০	৮০	৫০
কচুমুখি	৩০	৫০	২০
মুলা	২৫	৫০	২৫
ঢ্যাঁড়স	৩০	৬৫	৩৫
পেঁপে	২০	৩০	১০
মিষ্টিকুমড়া	৩০	৪৮	১৮
দেশি আলু	৫০	৫২	২
বিদেশি জাতের আলু	৪৪	৪৬	২
* লাউ প্রতিটি	৪০	৬০	২০

অনুমোদনের মাত্র ২০ শতাংশ ইলিশ গেছে ভারতে

মনিরুল ইসলাম, *যশোর*

দুর্গাপূজা উপলক্ষে বেঁধে দেওয়া সময়ের মধ্যে বা গত ১৭ দিনে যশোরের বেনাপোল স্থলবন্দর দিয়ে মোট ৪৮৩ মেট্রিক টন ইলিশ মাছ রপ্তানি হয়েছে, যা সরকারি অনুমোদনের এক-পঞ্চমাংশ বা ১৯ দশমিক ৯৬ শতাংশ। এ বছর বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ভারতে ২ হাজার ৪২০ মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানির অনুমোদন দেয়।

রপ্তানিকারকেরা বলছেন, দেশে ইলিশ-সংকট ও উচ্চ দাম এবং পশ্চিমবঙ্গে চাহিদা কম থাকার কারণে অনুমোদিত রপ্তানি কোটা পূরণ করা সম্ভব হয়নি। সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে পক্ষে-বিপক্ষে নানা মতামত ও প্রতিক্রিয়া এবং ফেসবুকসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনার কারণেও রপ্তানিতে প্রভাব পড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কারণ, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর ভারতে ইলিশ রপ্তানি নিয়ে বাংলাদেশের সরকারি নীতিনির্ধারকেরা যেমন নেতিবাচক মনোভাব দেখান, তেমনি ফেসবুকসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেক নাগরিকও রপ্তানি না করার মত দেন। অন্যদিকে বাংলাদেশের ইলিশ না খাওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গেও ব্যাপক প্রচার-প্রচারণা চলে। এসব মিলিয়ে ইলিশ রপ্তানিতে প্রভাব পড়েছে বলে বেনাপোল স্থলবন্দরের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করেন।

এদিকে গতকাল শনিবার মধ্যরাত থেকে আগামী ৩ নভেম্বর পর্যন্ত ২২ দিন সাগর ও নদীতে ইলিশ ধরা, মজুত বা সংরক্ষণ ও বিপণন নিষিদ্ধ।

এ বছর ৭০০ গ্রাম থেকে এক কেজি ওজনের প্রতি কেজি ইলিশ গড়ে ১০ মার্কিন ডলারে রপ্তানি হয়েছে, যা দেশের ১ হাজার ১৮০ টাকার মতো। দেশের বাজারে অবশ্য আরও অনেক বেশি দামে ইলিশ বিক্রি হয়, যা নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা হয়, প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।

দুর্গাপূজা উপলক্ষে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় প্রথমে ভারতে তিন হাজার টন ইলিশ রপ্তানির অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, যা পরে কমিয়ে ২ হাজার ৪২০ টন করা হয়। এ অনুমতি দেওয়া হয়েছে ৪৯টি প্রতিষ্ঠানকে।

জানতে চাইলে বেনাপোল স্থলবন্দরের সহকারী পরিচালক কাজী রতন *প্রথম আলো*কে বলেন, গত ১৭ দিনে এই স্থলবন্দর দিয়ে ৪৮৩ মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানি হয়েছে। তিনি আরও বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের অনেকে বাংলাদেশের ইলিশ খাবে না বলে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছে। এতেও রপ্তানিতে প্রভাব পড়তে পারে।'

রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান লাকি এন্টারপ্রাইজের স্বত্বাধিকারী তারেক রহমান বলেন, 'এবার আমার প্রতিষ্ঠান ৫০ মেট্রিক টন ইলিশ মাছ রপ্তানির অনুমোদন পায়। আমরা ৪৬ মেট্রিক টন রপ্তানি করতে পেরেছি।'

করপোরেট সংবাদ

প্রাইম ব্যাংকের সঙ্গে হোটেল রামাদার চুক্তি

বেসরকারি প্রাইম ব্যাংকের সঙ্গে কক্সবাজারের হোটেল রামাদা একটি চুক্তি সই করেছে। সম্প্রতি ঢাকার গুলশানে ব্যাংকের করপোরেট কার্যালয়ে চুক্তিটি সই হয়। প্রাইম ব্যাংকের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমডি) মো. নাজিম এ চৌধুরী ও হোটেল রামাদার মহাব্যবস্থাপক (জিএম) শেভান গুনেরত্নে চুক্তিতে সই করেন। এ সময় প্রাইম ব্যাংকের হেড অব প্রায়োরিটি ব্যাংকিং তামান্না কাদেরী ও হোটেল রামাদার সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং বিভাগের জ্যেষ্ঠ সহকারী ব্যবস্থাপক বেনি আমিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

এনসিসি ব্যাংকের চারটি নতুন এসএমই পণ্যসেবা চালু

সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের জন্য আকর্ষণীয় সুদে চারটি নতুন পণ্য চালু করেছে এনসিসি ব্যাংক। পণ্যগুলো হচ্ছে এনসিসি কমার্শিয়াল বিল্ডিং লোন, এনসিসি কমার্শিয়াল ভেহিকেল লোন, এনসিসি সাপ্লাই চেইন ফাইন্যান্স ও এনসিসি এসএমই বিজনেস অ্যাকাউন্ট। ঢাকায় এনসিসি ব্যাংক ভবনে সম্প্রতি এসব পণ্যের মোড়ক উন্মোচন করেন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এম শামসুল আরেফিন। এ সময় ব্যাংকের ডিএমডি মো. মাহবুব আলম, মো. রাফাত উল্লা খান, মো. মনিরুল আলম ও মোহাম্মদ মিজানুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

সিদ্ধান্ত নেবে জনগণ

রাজা চার্লস বলেছেন, অস্ট্রেলিয়ায় সাংবিধানিক রাজতন্ত্র থাকবে না প্রজাতন্ত্র হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেবে দেশটির জনগণ। বিবিসি

সংক্ষেপে

পাকিস্তান

গোলাগুলিতে ১১ জন নিহত

পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখাওয়া প্রদেশে গোলাগুলিতে ১১ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত আটজন। গতকাল শনিবার কুররাম জেলার কুনজ আলিজাই এলাকায় এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। কুররাম জেলার ডেপুটি কমিশনার (ডিসি) জাভেদুল্লাহ মেহসুদ মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তের কাজে কুনজ আলিজাই এলাকায় গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। জেলার সদর হাসপাতালের মেডিকেল সুপার মীর হাসান বলেন, নয়জনকে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে একজন মারা গেছেন। অন্যদের চিকিৎসা চলছে। তবে তাঁদের মধ্যে তিনজনের অবস্থা 'আশঙ্কাজনক'। কুররামের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জেলার প্রবেশ ও বের হওয়ার পথে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া ওই অঞ্চলের আইনশৃঙ্খলা পুনর্বহালের জন্যও প্রয়োজনী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
ডন

নিকারাগুয়া

ইসরায়েলের সঙ্গে ছিন্ন কূটনৈতিক সম্পর্ক

ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে মধ্য আমেরিকার দেশ নিকারাগুয়া। দেশটির অভিযোগ, মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েল সরকার 'ফ্যাসিস্ট' ও 'গণহত্যাকারী' আচরণ করছে। কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার বিষয়ে নিকারাগুয়া সরকার বলছে, ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে ইসরায়েলের নির্বিচার হামলার কারণে দেশটি এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। নির্বিচার হামলা এখন শুধু ফিলিস্তিনের গাজায় নয়, লেবাননেও ছড়িয়েছে। ইয়েমেন, সিরিয়া ও ইরানে সংঘাত ছড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি তৈরি করেছে। স্থানীয় সময় গত শুক্রবার নিকারাগুয়ার কংগ্রেসে এ-সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পাস হয়। ওই প্রস্তাবে নিকারাগুয়ার প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েল ওর্তেগার প্রশাসনকে ইসরায়েলের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলা হয়েছে। ইরানের সঙ্গে ড্যানিয়েল ওর্তেগার প্রশাসনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর গাজায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলা শুরুর বর্ষপূর্তির পরপরই দেশটির সঙ্গে নিকারাগুয়ার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা জানা গেল।
আল-জাজিরা

ইরান

নারী মানবাধিকারকর্মীর মৃত্যুদণ্ড বাতিল

ইরানের সুপ্রিম কোর্ট একজন নারী অধিকারকর্মীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ বাতিল করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ ঘোষিত কুর্দি গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ আনা হয়েছিল। গতকাল শনিবার দেশটির স্থানীয় সংবাদমাধ্যম এই প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। ইরানের সংস্কারপন্থী পত্রিকা শার্গ ডেইলি ওই নারীর আইনজীবী আমির রইসিয়ানের বরাত দিয়ে বলেছে, 'সুপ্রিম কোর্ট আমার মক্কেল শরিফাহ মোহাম্মদির বিরুদ্ধে দেওয়া রায় বাতিল করেছেন।' মানবাধিকার সংস্থাগুলো জানিয়েছে, গত জুলাই মাসে ৪৫ বছর বয়সী মোহাম্মদিকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এর আগে তাঁকে উত্তরাঞ্চলীয় রাশত শহর থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে কোমালা পার্টির সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ আনা হয়েছিল। ইরাকভিত্তিক এই কুর্দি দলটিকে ইরান সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ঘোষণা করেছে। ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে পুলিশি হেফাজতে মাসা আমিনির মৃত্যুর পর ইরানে কয়েক মাস ধরে ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। ওই ঘটনায় কুর্দি সংগঠনটির ইন্ধন রয়েছে বলে দাবি তেহরানের। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের তথ্য অনুযায়ী, প্রতিবছর চীনের পরে সবচেয়ে বেশি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয় ইরানে।
এএফপি

ইউক্রেন

যুদ্ধ শেষ হবে আগামী বছর : জেলেনস্কি

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি আশা প্রকাশ করেছেন যে রাশিয়ার সঙ্গে ২০২৫ সালে যুদ্ধ শেষ হবে। জেলেনস্কি সামরিক সহায়তার জন্য বার্লিন সফরকালে গত শুক্রবার এ আশাবাদ ব্যক্ত করেন। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর ইউক্রেন তৃতীয় কঠিন শীতের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে এমন সময় জেলেনস্কি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অধিকতর সমর্থন ও সহায়তা চাইতে ইউরোপীয় দেশগুলোর রাজধানীতে এক ঝটিকা সফর করছেন। সর্বশেষ বার্লিন সফরের আগে তিনি লন্ডন, প্যারিস ও রোম সফর করেন। সামরিক পোশাক পরা জেলেনস্কি জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সহায়তা প্রদানের জন্য জার্মানিকে ধন্যবাদ জানান। তবে তিনি বলেন, 'এই সহায়তা পরের বছর না কমাটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' জেলেনস্কি বলেন, 'বিশ্বের অন্য কারও চেয়ে ইউক্রেন এই যুদ্ধের সুষ্ঠু ও দ্রুত সমাপ্তি চায়। যুদ্ধ আমাদের দেশকে ধ্বংস করছে, আমাদের মানুষের প্রাণ কেড়ে নিচ্ছে।'
এএফপি, *বার্লিন*

ম্যারাথন

যুদ্ধের মধ্যেও চলমান স্বাভাবিক জীবন, থেমে নেই উৎসব। বার্ষিক 'কিয়েভ ম্যারাথন অব ইনভিনসিবিলিটি' উৎসবে অংশগ্রহণকারীরা। গতকাল ইউক্রেনের রাজধানীতে। ছবি : এএফপি

ইসরায়েলি হামলায় নিহত ব্যক্তিদের দাফনের সময় স্বজনদের আহাজারি। গতকাল লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলীয় বাজুরিয়া গ্রামে। ছবি : এএফপি

অ্যাম্বুলেন্সও এখন লক্ষ্যবস্তু

লেবাননে ইসরায়েলি আগ্রাসন

ইসরায়েলের দাবি, হিজবুল্লাহ সদস্যরা অস্ত্র ও রসদ পরিবহনে অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করছেন।

- ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী দক্ষিণ লেবাননের আরও ২২টি শহর ও গ্রামের বাসিন্দাদের অবিলম্বে সরে যেতে বলেছে।
- হিজবুল্লাহ উত্তর ইসরায়েলের বাসিন্দাদের সেনাবাহিনীর আশপাশে না থাকতে সতর্ক করেছে।

আল-জাজিরা

লেবাননে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীদের ওপর হামলার পর সেখানকার অ্যাম্বুলেন্সগুলোকে লক্ষ্যবস্তু বানানোর হুমকি দিয়েছে ইসরায়েল। তাদের দাবি, হিজবুল্লাহ সদস্যরা অস্ত্র ও রসদ পরিবহনে অ্যাম্বুলেন্স ব্যবহার করছেন। এ ছাড়া তাদের সদস্যদেরও এতে আনা-নেওয়া করা হচ্ছে। ইসরায়েলি সেনাদের একজন মুখপাত্র বলেছেন, তাঁদের গোয়েন্দা তথ্যে অ্যাম্বুলেন্সের অপব্যবহারের তথ্য পাওয়া গেছে।

তবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে অভিযোগ করে বলা হয়েছে, লেবাননে স্বাস্থ্যকর্মীদের ওপর হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েল। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, লেবাননের যেসব এলাকায় হামলা হয়েছে, সেখানকার ২০৭টি প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রের মধ্যে ১০০টি বন্ধ হয়ে গেছে। ইসরায়েলি হামলায় লেবাননের পাঁচটি হাসপাতাল বন্ধ হয়ে গেছে। এ ছাড়া ইসরায়েলি হামলায় অন্তত ১০০ স্বাস্থ্যকর্মী নিহত হয়েছেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে আরও বলা হয়েছে, ইসরায়েলি হামলায় হতাহতের সংখ্যা বাড়ছে। সীমিত জনবল ও রসদ নিয়ে লেবাননের স্বাস্থ্যব্যবস্থা হিমশিম খাচ্ছে।

ইসরায়েলি সেনাদের পক্ষ থেকে হুমকি দিয়ে বলা হয়েছে, যে অ্যাম্বুলেন্সে হিজবুল্লাহর সদস্যদের বহন করা হবে, তা হামলার ঝুঁকিতে পড়বে।

ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর মুখপাত্র বলেন, ইসরায়েলি সেনাবাহিনী সশস্ত্র উপাদান বহনকারী যেকোনো গাড়ির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে, তা অ্যাম্বুলেন্স হোক বা অন্য যেকোনো যানবাহন হোক।

এদিকে ইসরায়েলি লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে কৌশল পরিবর্তন করেছে লেবাননভিত্তিক সংগঠন হিজবুল্লাহ। এখন হিজবুল্লাহ শুধু সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোয় হামলা করছে না। তারা ইসরায়েলের আরও ভেতরে নির্দিষ্ট সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা করছে। ইসরায়েলি হামলা শুরুর আগে এসব এলাকায় হিজবুল্লাহ কোনো হামলা চালায়নি।

উত্তর ইসরায়েলের আবাসিক এলাকার বাসিন্দাদের ইসরায়েলি সেনা অবকাঠামো থেকে দূরে থাকতে সতর্ক করে দিয়েছে হিজবুল্লাহ।

হিজবুল্লাহ আরবি ও হিব্রু ভাষায় লেখা এক বিবৃতিতে বলেছে, ইসরায়েলি শত্রুসেনারা উত্তর ইসরায়েলে সাধারণ মানুষের বাড়িঘরকে যুদ্ধের জন্য ব্যবহার করছেন। হাইফা, তিবেরিয়াস, একরসহ বিভিন্ন আবাসিক এলাকায় তাঁদের ঘাঁটি রয়েছে। তাই জীবন নিয়ে নিরাপদে থাকার জন্য ইসরায়েলের বাসিন্দাদের সেনাবাহিনীর আশপাশে না থাকতে সতর্ক করেছে হিজবুল্লাহ।

গতকাল শনিবার ইসরায়েলি সেনাদের বিবৃতিতে বলা হয়, সেখানকার বিভিন্ন এলাকায় সতর্কতামূলক সাইরেন বাজানো হচ্ছে। তাঁরা লেবানন থেকে উৎক্ষেপণ করা ৩২টি রকেট ভূপাতিত করেছেন।

ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী দক্ষিণ লেবাননের আরও ২২টি শহর ও গ্রামের বাসিন্দাদের অবিলম্বে সরে যেতে বলেছে। ইসরায়েলের পক্ষ থেকে এ নির্দেশ দেওয়ার পর হিজবুল্লাহ ইসরায়েলি বাহিনীর ওপর আক্রমণ জোরদার করেছে। এদিকে পাল্টা হামলা চালাচ্ছে ইসরায়েলি বাহিনী।

শান্তিরক্ষীদের সরে যেতে নির্দেশ ইসরায়েলের

লেবাননে জাতিসংঘের শান্তি রক্ষা মিশনের একজন মুখপাত্র গতকাল বলেছেন, দক্ষিণ লেবানন থেকে তাঁদের সরে যেতে বলেছে ইসরায়েল। কিন্তু ইসরায়েলের এ অনুরোধ তাঁরা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

বার্তা সংস্থা এএফপিকে ইউনিফিলের মুখপাত্র আন্দ্রে তেনেন্তি বলেন, 'ইসরায়েলের পক্ষ থেকে আমাদের ব্লু লাইন থেকে সরে যেতে বলা হয়; কিন্তু সেখানে অবস্থান করার বিষয়ে তাদের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে।'

নেতানিয়াহু পরবর্তী সময়ে কী পদক্ষেপ নিতে পারেন

বিবিসি

বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু

গাজা ও লেবাননে হামলার পর শান্তিরক্ষীদের ওপর হামলা। ইসরায়েল তার নিজের পথে এগিয়ে চলেছে। উপেক্ষা করছে আন্তর্জাতিক চাপ ও আহ্বান। ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এখন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। এটি শুধু এ জন্য নয় যে দেশটি মনে করে, তারা আন্তর্জাতিক চাপ উপেক্ষা করতে সক্ষম; বরং এর পেছনে রয়েছে ৭ অক্টোবরের ঘটনার পর থেকে তার বাইরের হুমকি সহ্য করার সক্ষমতার বিষয়টিও।

যুদ্ধের ধারাবাহিকতায় ইসরায়েল তেহরানে অতিথি হিসেবে থাকাকালেই হামাসপ্রধান ইসমাইল হানিয়াকে হত্যা করেছে; হত্যা করেছে হিজবুল্লাহর প্রধান হাসান নাসরুল্লাহসহ সংগঠনটির বেশ কয়েকজন শীর্ষস্থানীয় নেতাকে। আরও হত্যা করেছে সিরিয়ায় কূটনৈতিক এলাকায় অবস্থানকারী ইরানের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের। এসব ঘটনার জবাবে ইরান-সমর্থিত হিজবুল্লাহ ইসরায়েলের বিভিন্ন শহরে ছুড়েছে ৯ হাজারের বেশি ক্ষেপণাস্ত্র, রকেট ও ড্রোন।

নেতানিয়াহু হামাসকে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছেন। গাজায় এখনো হামলা অব্যাহত রেখেছে ইসরায়েল। লেবাননেও হিজবুল্লাহকে নিষ্ক্রিয় করতে চাইছেন তিনি। সম্প্রতি নেতানিয়াহু বলেছেন, ইসরায়েল বিভিন্ন দিকে যুদ্ধ করছে। এসব যুদ্ধে জিততে তিনি মরিয়া। ইরানের ওপর হামলা চালানো নিয়ে বাইডেনের সঙ্গে ফোনালাপও করেছেন তিনি। ইসরায়েলি হামলা মোকাবিলায় পাল্টা হামলার হুমকির পাশাপাশি ইরান এখন কূটনৈতিক প্রচেষ্টা জোরদার করছে। তবে নেতানিয়াহু তাঁর লক্ষ্য পূরণে অটল রয়েছেন।

সাহারা মরুভূমিতে জমেছে পানি। ছবি : এপি

সাহারায় ৫০ বছরের মধ্যে প্রথম বন্যা

দ্য হিন্দু

মরক্কোর দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে দুই দিন ধরে ব্যাপক বৃষ্টির কারণে সাহারা মরুভূমির কিছু অংশে মারাত্মক বন্যা দেখা দিয়েছে। মরুভূমি এলাকায় এ ধরনের আকস্মিক বন্যার ঘটনা বিরল। মরক্কোর আবহাওয়া দপ্তরের কর্মকর্তারা বলেছেন, রাজধানী রাবাত থেকে ৪৫০ কিলোমিটার দূরের ত্যাগোইউনাইট গ্রামে গত সেপ্টেম্বর মাসে এক দিন ১০০ মিলিমিটার বৃষ্টির ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছিল।

নাসার কৃত্রিম উপগ্রহে তোলা ছবিতে দেখা গেছে, ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে শুকিয়ে যাওয়া জাগোরা ও টাটা এলাকার মধ্যে ইরিকুয়ি নামের হ্রদটি পানিতে ভরে গেছে।

মরক্কোর আবহাওয়া দপ্তরের কর্মকর্তা হুসেইন ইয়াবেব বলেন, 'গত ৩০ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে এত কম সময়ে এত বেশি বৃষ্টি দেখিনি।'

দ্য গার্ডিয়ান-এর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, গত মাসে মরক্কোর বন্যায় ১৮ জন প্রাণ হারিয়েছেন। এর আগের বছরে সেখানে ব্যাপক ভূমিকম্পের ধকল এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি মানুষ। গত সেপ্টেম্বরে ব্যাপক বৃষ্টিপাতের কারণে মরক্কোয় বাঁধ দিয়ে তৈরি জলাধারগুলো সব পরিপূর্ণ হয়ে গেছে।

উত্তর, মধ্য ও পশ্চিম আফ্রিকার ৯০ লাখ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে সাহারা মরুভূমি বিস্তৃত। বৈশ্বিক উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ার কারণে সেখানে চরম আবহাওয়ার ঝুঁকি সৃষ্টি হয়েছে। বিজ্ঞানীরা সতর্ক করে বলেছেন, ভবিষ্যতে এই এলাকায় ব্যাপক ঝড় ও বন্যার মতো বিষয়গুলো নিয়মিত হয়ে উঠতে পারে।

বিশ্ব আবহাওয়া সংস্থার মহাসচিব সেলেস্তে সাওলো বলেন, ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার ফলে হাইড্রোলজিক্যাল চক্র ত্বরান্বিত হয়েছে। এটি আরও অনিশ্চিত ও অপ্রত্যাশিত হয়ে উঠেছে। এতে আমরা আরও বেশি বা কম বৃষ্টির মতো সমস্যার মুখে পড়েছি। উষ্ণ বায়ুমণ্ডল বেশি আর্দ্রতা ধারণ করে, যা ভারী বৃষ্টিপাতের জন্য উপযোগী। দ্রুত বাষ্পীভবন ও মাটি শুকিয়ে যাওয়া খরা পরিস্থিতিকে আরও খারাপ করে তোলে।

এসসিও সম্মেলনের দিন ইসলামাবাদে বিক্ষোভ করবে পিটিআই

জিও নিউজ

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে ১৫ অক্টোবর শুরু হতে যাচ্ছে সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) ২৩তম সম্মেলন। এদিনই সেখানে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই)। গত শুক্রবার এক বিবৃতিতে এ ঘোষণা দিয়েছে দলটি।

নানা মামলায় সাজা পেয়ে পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির আদিয়ালা কারাগারে বন্দী ইমরান খান। তাঁর মুক্তি এবং 'স্বাধীন বিচারব্যবস্থার' দাবিতে একের পর এক বিক্ষোভ-আন্দোলন করে যাচ্ছেন পিটিআইয়ের নেতা-কর্মীরা। রাজধানীতে ১৫ অক্টোবরের বিক্ষোভের লক্ষ্যে এদিন জেলা পর্যায়ের অন্য সব বিক্ষোভ সমাবেশ বাতিল করেছে দলটি।

এমন সময় এই বিক্ষোভের ঘোষণা দেওয়া হলো, যখন ১৫ ও ১৬ অক্টোবরের এসসিও সম্মেলন ঘিরে ইসলামাবাদে নিরাপত্তাব্যবস্থা জোরদার করেছে সরকার। সংবিধানের ২৪৫ অনুচ্ছেদের অধীনে মোতায়েন করা হয়েছে সেনাবাহিনী। এ ছাড়া সুষ্ঠুভাবে সম্মেলন আয়োজনের লক্ষ্যে ইসলামাবাদ ও রাওয়ালপিন্ডিতে তিন দিনের সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।

এসসিও সম্মেলনে যোগ দেবেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করসহ জোটের বিভিন্ন দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধিরা। তাঁদের অনেকে পাকিস্তানে পৌঁছানো শুরুও করেছেন। এমন সময়ে বিক্ষোভ ডেকে পিটিআই পাকিস্তানকে অস্থিতিশীল করতে চাইছে বলে মন্তব্য করেছেন দেশটির প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ। তিনি বলেছেন, সরকার কাউকেই পাকিস্তানকে জিম্মি করার সুযোগ দেবে না।

আর পিটিআইয়ের বিক্ষোভের দিকে ইঙ্গিত করে পাকিস্তানের তথ্যমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার সাংবাদিকদের বলেছেন, এসসিও সম্মেলনে ১২টি দেশের সরকারপ্রধান অংশ নেবেন। তাঁদেরসহ বিদেশি অতিথিদের স্বাগত জানাতে ইতিমধ্যে ইসলামাবাদকে নিরাপদ করা হয়েছে। পিটিআই যে বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে, তাতে এই নিরাপত্তায় কোনো পরিবর্তন আসবে না।

এদিকে এসসিও সম্মেলন উপলক্ষে ইসলামাবাদ পরিদর্শন করেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। সম্মেলন আয়োজনের বিষয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন তিনি। এ সময় তাঁর সঙ্গে ছিলেন পাকিস্তানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহসিন নাকভি ও তথ্যমন্ত্রী তারারসহ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তারা।

স্বাস্থ্যগত তথ্য প্রকাশ কমলার, চাপ বাড়াচ্ছেন ট্রাম্পের ওপর

যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন

ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রচারশিবির বলেছে, কমলা হ্যারিস প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনে শারীরিক ও মানসিকভাবে উপযোগী।

- কমলার প্রচারশিবিরের পক্ষ থেকে ৭৮ বছর বয়সী ট্রাম্পের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে।
- ট্রাম্প দাবি করে আসছেন, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। সেটিই প্রচার করে যাচ্ছেন তিনি।

এএফপি, *ওয়াশিংটন*

স্বাস্থ্যগত দিক বিবেচনায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে যোগ্যতায় এগিয়ে থাকার প্রমাণ দিতে চান কমলা হ্যারিস। ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিসেবে মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস তাই তাঁর স্বাস্থ্যগত প্রতিবেদন (মেডিকেল রিপোর্ট) সামনে আনছেন। কমলা হ্যারিসের প্রচারশিবিরের পক্ষ থেকে গতকাল শনিবার এ তথ্য জানানো হয়েছে। কমলা হ্যারিস তাঁর স্বাস্থ্যগত তথ্য সামনে আনলে তা প্রতিদ্বন্দ্বী রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্য স্বাস্থ্যগত প্রতিবেদন প্রকাশের চাপ তৈরি করবে।

কমলা হ্যারিসের প্রচারশিবিরের একজন উপদেষ্টা বলেছেন, ৫৯ বছর বয়সী কমলা হ্যারিসের স্বাস্থ্যগত প্রতিবেদন দেখলে বোঝা যাবে তিনি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে উপযোগী।

কমলা হ্যারিসের প্রতিবেদন প্রকাশ করে তাঁর প্রচারশিবিরের পক্ষ থেকে ৭৮ বছর বয়সী ট্রাম্পের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। এখন পর্যন্ত ট্রাম্পের প্রচারশিবির থেকে এ ধরনের কোনো তথ্য প্রকাশে অনীহা জানানো হয়েছে।

গত জুলাই মাসে ৮১ বছর বয়সী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নিলে ট্রাম্পই মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ইতিহাসে সবচেয়ে প্রবীণ প্রার্থী হয়ে লড়তে যাচ্ছেন। ট্রাম্পের কাছে টেলিভিশন বিতর্কে হেরে যাওয়ার পর বাইডেনের মানসিক তীক্ষ্ণতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। এর জেরে কমলাকে সমর্থন দিয়ে সরে যান তিনি।

আগামী ৫ নভেম্বরের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে ট্রাম্পের বয়স ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে কমলার প্রচারশিবির। তবে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস দেওয়া এবারের নির্বাচনে ট্রাম্পের বয়সের বিষয়টি এখন পর্যন্ত কোনো জরিপে প্রভাব ফেলেনি।

কমলাকে সমর্থন দেওয়া *নিউইয়র্ক টাইমস* পত্রিকার নিবন্ধে ট্রাম্পের স্বাস্থ্যগত তথ্য দিতে ব্যর্থতার দিকটি নিয়ে উদ্বেগ জানানো হয়েছে। সে বিষয়টি তুলে ধরেছে কমলার প্রচারশিবির।

ট্রাম্প দাবি করে আসছেন, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ। এর আগে গত বছরের শেষ দিকে ট্রাম্পের হোয়াইট হাউসের সাবেক চিকিৎসক রনি জ্যাকসন তাঁকে দারুণ স্বাস্থ্যের অধিকারী বলে যে ঘোষণা দিয়েছিলেন, সেটিই প্রচার করে যাচ্ছেন তিনি। গত জুলাই মাসে পেনসিলভানিয়ায় নির্বাচনী প্রচারের সময় ট্রাম্পের কানে গুলি লাগে। ওই সময়েও রনি জ্যাকসন বিবৃতি দিয়ে বলেন, ট্রাম্প ভালো আছেন।

কমলার প্রচারশিবির থেকে স্বাস্থ্যগত তথ্য প্রকাশের ঘোষণার পাশাপাশি কমলা অর্থনৈতিক নীতির বিষয়টিও পরিষ্কার করে সামনে আনা হচ্ছে। আগামী সপ্তাহে কমলা হ্যারিস কৃষ্ণাঙ্গ মার্কিনিদের সুবিধা দিতে পারে, এমন অর্থনৈতিক নীতির বিষয়টি সামনে আনবেন। এদিকে ট্রাম্পের পক্ষ থেকে অভিবাসী নীতি নিয়ে ব্যাপক প্রচার চালানো হচ্ছে।

মহারাষ্ট্রে ভোট, বেতন তিন গুণ বাড়ছে মাদ্রাসাশিক্ষকদের

ভারত

ইন্ডিয়া টুডে

ভারতের মহারাষ্ট্র রাজ্যর সরকার মাদ্রাসাশিক্ষকদের বেতন প্রায় তিন গুণ বাড়াতে যাচ্ছে। ভোটের আগে সংখ্যালঘুদের কাছে টানতেই এ উদ্যোগ নিয়েছে একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন জোট সরকার। মাদ্রাসাশিক্ষকদের তিন গুণ বেতন বাড়ানোর ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ানো হচ্ছে সংখ্যালঘু তহবিলে অর্থের পরিমাণও। গত শুক্রবার এক প্রতিবেদনে এসব তথ্য জানিয়েছে ভারতের গণমাধ্যম *ইন্ডিয়া টুডে*।

এ বছরেই মহারাষ্ট্রে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এরই মধ্যে বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পে সংখ্যালঘুদের খুশি রাখতে নানা উদ্যোগ নিচ্ছে একনাথ শিন্ডের সরকার। সদ্য শেষ হওয়া লোকসভা নির্বাচনে এনডিএ জোট সরকার গঠন করলেও এ রাজ্যে ভালো ফল করতে পারেনি। জনসমর্থন কমেছে। এমন পরিস্থিতিতে হিন্দু ভোটারদের কাছে টানতে দেশি গরুকে 'রাজ্যমাতা' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে এ রাজ্যে। এরপর ভোট সামনে রেখে নানা উদ্যোগের মধ্য এবার মুসলিম ভোটারদের মন পেতে মাদ্রাসাশিক্ষকদের বেতন বাড়ানোর ঘোষণা দিল শিন্ডে সরকার।

গত বৃহস্পতিবার রাজ্য মন্ত্রিসভার এক বৈঠক হয়। সেখানে জনকল্যাণমূলক ৮০টি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। এর মধ্যে ৩৮টি প্রস্তাবে অনুমোদন দেয় রাজ্য সরকার। নানা প্রস্তাবের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে মাদ্রাসাশিক্ষকদের বেতন বাড়ানো। মহারাষ্ট্রে ডিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের মাসিক বেতন ছিল ছয় হাজার রুপি। সেটি বাড়িয়ে এখন ১৬ হাজার রুপি করা হয়েছে। এ ছাড়া বিএড ও বিএসসি বিএড প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বেতন ৮ হাজার থেকে বাড়িয়ে মাসে ১৮ হাজার রুপি করা হয়েছে।

এদিকে সংখ্যালঘু উন্নয়নে আর্থিক বরাদ্দের পরিমাণ ৭০০ কোটি থেকে বাড়িয়ে এক হাজার কোটি রুপি করা হয়েছে। চলতি বছরের ২৬ নভেম্বর শেষ হচ্ছে মহারাষ্ট্রের বর্তমান সরকারের মেয়াদ। তার আগেই অনুষ্ঠিত হবে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন।

কাশ্মীরে সরকার গঠন করছে ন্যাশনাল কনফারেন্স

জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ী ন্যাশনাল কনফারেন্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট ওমর আবদুল্লাহ সরকার গঠন করতে যাচ্ছেন। এ লক্ষ্যে তিনি ওই অঞ্চলের লেফটেন্যান্ট গভর্নর (এলজি) মনোজ সিনহার কাছে গত শুক্রবার দলীয় সমর্থনের চিঠি জমা দিয়েছেন।

ওমর আবদুল্লাহ বলেছেন, শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান হতে পারে আগামী মঙ্গলবার বা বুধবার। কারণ, লেফটেন্যান্ট গভর্নর কাগজপত্র ঠিক করতে দুই থেকে তিন দিন সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন।

ইরানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নিষেধাজ্ঞা

ইসরায়েলে হামলার শাস্তি

আল-জাজিরা

ইরানের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। সম্প্রতি ইসরায়েলে তেহরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলার শাস্তি হিসেবে ওয়াশিংটন এ পদক্ষেপ নিল। ইরানের তেল বেচাকেনা ও পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত প্রতিষ্ঠান ও যানবাহন এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় আসবে।

মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর ও অর্থ বিভাগ গত শুক্রবার ওই নিষেধাজ্ঞা আরোপের কথা ঘোষণা করে। ইরানের সাম্প্রতিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার জবাবে তেল আবিব যখন দেশটির বিরুদ্ধে সামরিকভাবে জবাব দেওয়ার কথা ভাবছে, তখন এ পদক্ষেপ নেওয়ার ঘোষণা দিল ওয়াশিংটন।

ইরানের তেল ও পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প থেকে শুরু করে একগুচ্ছ খাত যুক্তরাষ্ট্রের নেওয়া নতুন এ পদক্ষেপের আওতায় পড়বে। অথচ আগে থেকেই ইরানি তেল ও পেট্রোকেমিক্যাল খাতের ওপর বড় ধরনের নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র।

ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসের প্রধান ইসমাইল হানিয়া, লেবাননের সশস্ত্র সংগঠন হিজবুল্লাহর প্রধান হাসান নাসরুল্লাহ ও বৈরুতে একজন ইরানি জেনারেলকে হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে ১ অক্টোবর ইসরায়েলে প্রায় ২০০ ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে তেহরান। পাল্টাপাল্টি এসব হামলার ঘটনায় মধ্যপ্রাচ্যজুড়ে যুদ্ধ শুরুর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

এক বিবৃতিতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন বলেন, ইসরায়েলে ইরানের নজিরবিহীন হামলার পর যুক্তরাষ্ট্র স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছে, ওই কর্মকাণ্ডের প্রতিক্রিয়ায় তেহরানের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেবে ওয়াশিংটন।

নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়া প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের যুক্তরাষ্ট্রে থাকা সম্পদ জব্দ করবে মার্কিন প্রশাসন। সেই সঙ্গে তাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক লেনদেন করতে পারবে না কোনো মার্কিন প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তি।

এবার সিরিজ

প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস এবার নেটফ্লিক্সে আসছে। সিরিজটির চিত্রনাট্য লিখছেন ডলি অ্যালডার্টন। পাত্র-পাত্রী চূড়ান্ত হয়নি। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

নতুন ছবিতে

অ্যামাজন স্টুডিওর *ভলট্রন*-এ দেখা যাবে হেনরি ক্যাভিলকে। ছবিটি পরিচালনা করবেন রসন মার্শাল। সিনেমাটিতে ক্যাভিল ছাড়াও আছেন নবাগত অভিনেতা ড্যানিয়েল কুইন-টোয়ে। **বিনোদন ডেস্ক**

হেনরি ক্যাভিল। ছবি : রয়টার্স

উত্তমের ৫ গান

শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে এসেছে সংগীতশিল্পী উত্তমের নতুন পাঁচটি গান। সব কটি গানই মিউজিক ভিডিও আকারে শিল্পীর ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পেয়েছে। এর মধ্যে তিনটি নজরুলসংগীত ও দুটি মৌলিক গান। **বিনোদন ডেস্ক**

উত্তমকুমার রায়। ছবি : শিল্পীর ফেসবুক থেকে

কেবলই ছবি?

অনেক সাক্ষাৎকারেই ফাহাদ ফাসিল বলেছেন, মালয়ালম ইন্ডাস্ট্রির বাইরে কাজ করতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না তিনি। তবে ইদানীং তামিল ছবিতেও তাঁকে দেখা যাচ্ছে। গত শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রামগোপাল ভার্মার সঙ্গে তাঁর একটি ছবি ভাইরাল হয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, রামুর পরের ছবিতে দেখা যাবে ফাহাদকে। তবে অভিনেতা বা নির্মাতা কেউই এ বিষয়ে টুঁ শব্দ করেননি। **বিনোদন ডেস্ক**

ফাহাদ ফাসিল ও রামগোপাল ভার্মা। ছবি : এক্স থেকে

নতুন ছবিতে জুডি

রেবেকা জ্লটস্কির নতুন ছবিতে দেখা যাবে অস্কারজয়ী অভিনেত্রী ও নির্মাতা জুডি ফস্টারকে। এখন ফ্রান্সে চলছে ছবিটির শুটিং। এই নির্মাতার আগের সিনেমা *আদার পিপলস চিলড্রেন* ২০২২ সালে ভেনিসে প্রতিযোগিতা বিভাগে মনোনীত হয়েছিল। **বিনোদন ডেস্ক**

জুডি ফস্টার। ছবি : রয়টার্স

কোটিতে বুক পকেটের গল্প

গেল ভালোবাসা দিবসে মুক্তি পায় *বুক পকেটের গল্প*। মুক্তির পরেই দর্শকমহলে প্রশংসিত হয় নাটকটির গল্প। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও ভাইরাল হয় নাটকের বেশ কিছু অংশ। ইউটিউবে নাটকটি এবার কোটি ভিউ পার করল। এটি রচনা ও পরিচালনা করেছেন জাহিদ প্রীতম। অভিনয় করেছেন মীর রাব্বি, শাশ্বত দত্ত, প্রিয়ন্তী উর্বী, আইশা খান প্রমুখ।
বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বুক পকেটের গল্প নাটকের পোস্টার

লালন ব্যান্ডের সদস্যরা। ছবি : ব্যান্ডের সৌজন্যে

বিরতির পর ফিরছে লালন

ব্যান্ড সংগীত

নাজমুল হক, *ঢাকা*

বেশ কিছুদিন ধরেই 'লালন'-এ টানাপোড়েন চলছিল। আর মার্চে তো ব্যান্ডকে বিদায়ই বলে দেন দলনেতা ও ড্রামার থিন হান মং তিতি। 'ব্যান্ডের চেয়ে ব্যক্তির প্রাধান্য' বেড়ে যাওয়ার কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানিয়েছিলেন তখন। এরপর আর ব্যান্ডটিকে কোনো কনসার্টে অংশ নিতে দেখা যায়নি। বলা চলে, একরকম বন্ধই ছিল ব্যান্ডের কার্যক্রম। অভিমান ভেঙে মে মাসেই ব্যান্ডে ফেরেন তিতি। এবার ভক্তদের জন্য আরও এক সুখবর নিয়ে আসছে লালন।

১৭ অক্টোবর ফকির লালন শাহর ১৩৪তম তিরোধান দিবস। এদিনই মুক্তি পাবে লালন ব্যান্ডের নতুন অ্যালবাম *বাউলস অব বেঙ্গল*। এতে থাকছে সাতটি গান। ২০১৮ সালে বাজারে আসে ব্যান্ডের সর্বশেষ অ্যালবাম *সাদা কালো*, সময়ের হিসাবে ছয় বছর পর নতুন অ্যালবাম নিয়ে আসছে লালন। লালন ব্যান্ডের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে প্রথম গান 'একটা বদ হাওয়া' এসেও গেছে গত শুক্রবার।

বাউলস অব বেঙ্গল-এ লালন শাহর চারটি গানের সঙ্গে রাধারমণ দত্ত, বিজয় সরকার ও শাহ আবদুল করিমের একটি করে গান রয়েছে। নতুন অ্যালবামের সংগীতায়োজন করেছেন লালন ব্যান্ডের দলনেতা ও ড্রামার তিতি। গত শুক্রবার তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, '১৭ অক্টোবর সাঁইজির তিরোধান দিবস। আগে এই দিবসে প্রায়ই আমাদের কুষ্টিয়ায় লালন আখড়ায় যাওয়া হতো। কয়েক দিন আগে জানতে পারি, এবার সেখানে যাওয়া হবে না। তাই মন কিছুটা ভারাক্রান্ত। এদিকে বছরখানেক ধরে আমাদের গান তৈরির কাজ চলছিল। দেখলাম, ৯-১০টি গান তৈরি আছে। ভাবলাম, যেহেতু যাওয়া হচ্ছে না, অ্যালবাম করি। গানগুলো থেকে বাছাই করে সাতটি গান নিয়ে অ্যালবাম প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিই।'

আগের অ্যালবামগুলো থেকে *বাউলস অব বেঙ্গল*কে আলাদা বলতে চাইছেন তিতি। তাঁর মতে, 'অন্য সব অ্যালবাম বা গান বাণিজ্য ও দর্শকের চাহিদার কথা ভেবে প্রকাশ করা হলেও এবারের অ্যালবাম নিজেদের শিকড়ের প্রতি দায়বদ্ধতা ও আত্মসন্তুষ্টির জন্যই তৈরি করা হয়েছে। গানগুলো তৈরির সময় কোনো চাপও তাই অনুভব করেনি কেউ। আমাদের বাউল ইতিহাস ৬০০ বছরের বেশি পুরোনো, এর ওপরই আমাদের সংস্কৃতি দাঁড়িয়ে আছে। সেই শিকড়ের কাছে আমরা ফিরতে চেয়েছি।'

অ্যালবাম নিয়ে উচ্ছ্বসিত ব্যান্ডটির ভোকাল নিগার সুলতানা সুমি। গানগুলোতে কণ্ঠ দিতে গিয়ে ক্যারিয়ারের সবচেয়ে কঠিন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন, জানালেন তিনি। *প্রথম আলো*কে সুমি বলেন, 'আমার কাছে এটি শুধু একটি অ্যালবাম নয়, উপন্যাস। যে উপন্যাসের দুর্বল চরিত্র আমি। যথেষ্ট সময় পাওয়ার পরও গানগুলোর অ্যারেঞ্জমেন্টের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কণ্ঠ দিতে পারিনি। আমৃত্যু এই আক্ষেপ আমার থেকে যাবে, কম্পোজিশন যতটা উচ্চমানের হয়েছে, তার সঙ্গে তাল মেলানোর মতো যোগ্য শিল্পী আমি হয়ে উঠতে পারিনি। তবে সর্বোচ্চ চেষ্টা করে গেছি। আমি বিশ্বাস করি, এই অ্যালবাম মানুষের মনে সারা জীবন থেকে যাবে।'

'একটা বদ হাওয়া' ছাড়াও অ্যালবামটিতে লালন শাহর লেখা ও সুরে 'অধর চাঁদ', 'সত্য বল সুপথে চল' ও 'মান তরঙ্গ' গান রয়েছে। এর মধ্যে 'অধর চাঁদ' গানে অতিথি শিল্পী হিসেবে গেয়েছেন বাউল শফি মণ্ডল। এ ছাড়া রাধারমণ দত্তের 'বন্ধু দয়াময়', বিজয় সরকারের 'আমি যারে বাসি ভালো' ও শাহ আবদুল করিমের 'তোমারও পিরিতে বন্ধুরে' গানগুলো রয়েছে। চলতি মাসে লালন ব্যান্ডের অফিশিয়াল ইউটিউব চ্যানেলে বাকি সব কটি গান প্রকাশিত হবে। অ্যালবামের প্রচ্ছদ করেছেন খন্দকার নাসির আহাম্মেদ।

আগামী মাসে কনসার্টেও ফিরছে লালন। এরই মধ্যে কয়েকটি স্টেজ শোর প্রস্তাব এসেছে। তবে আরও সময় নিয়ে অনুশীলন সেরে মঞ্চে ফিরতে চায় তাঁরা।

BAULS OF BENGAL
EKTA BOD HAOWA

বর্তমান লাইনআপ

বেজ : তাহজিব উর রশীদ
কি-বোর্ড : আরাফাত বসুনিয়া
গিটার : মহন্ত সরকার
হারমোনিক ভোকাল : শারুফ ইসলাম ফায়াস
লিড ভোকাল : নিগার সুলতানা সুমি
ড্রামস : থিন হান মং তিতি

শর্বরী কি বছরের সেরা আবিষ্কার

বলিউড

বিনোদন ডেস্ক

বছর শেষ হতে আরও দুই মাস বাকি। তবে ২০২৪ সালে বলিউডের 'সেরা আবিষ্কার'-এর তালিকা করতে নিঃসন্দেহে শুরুর দিকে যার নাম থাকবে তিনি শর্বরী বাগ। আবেদনময়ী গানে যেমন তাঁকে দেখা গেছে, তেমনই হাজির হয়েছেন নন গ্ল্যামারাস চরিত্রে। বক্স অফিসে হিট ছবিতে যেমন ছিলেন, তেমনই ছিলেন সমালোচক প্রশংসিত ওয়েব ফিল্মে। তাই 'বর্ষসেরা আবিষ্কার' তকমাটা ২৭ বছর বয়সী অভিনেত্রীর নামের সঙ্গে জুড়ে দেওয়াই যায়।

সহকারী পরিচালক হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন শর্বরী। এরপর যশ রাজ ফিল্মসের *বান্টি অউর বাবলি ২* ছবির মাধ্যমে অভিনেত্রী হিসেবে আত্মপ্রকাশ। অভিষেক ছবিতে সেভাবে অবশ্য দর্শক মন জয় করতে পারেননি। তবে ২০২৪-এ যা পেয়েছেন, তাতে হয়তো আগের সব ব্যর্থতা ভুলে যাবেন। গত ৭ জুন প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় আদিত্য সরপোতদারের হরর-কমেডি সিনেমা *মুনজ্যা*, মাত্র ৩০ কোটি রুপি বাজেটের ছবিটি আয় করে ১৩০ কোটি! কার্যত এ সিনেমা দিয়েই আলোচনায় আসেন শর্বরী। সিনেমার গান 'তারাস'-এ শর্বরীর আবেদনময়ী রূপে মাত ছিল অন্তর্জাল। তাঁর জনপ্রিয়তা এতটাই বেড়ে যায় যে দীপিকা পাড়ুকোনকে টপকে ইন্টারনেট মুভি ডেটাবেজ বা আইএমডিবির সাপ্তাহিক সমীক্ষায় ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনয়শিল্পী হিসেবে ভোট পান। এরপর তাঁকে দেখা যায়, নেটফ্লিক্সের ওয়েব ফিল্ম *মহারাজ*-এ। জুনায়েদ খানের সঙ্গে এ ছবিতে *মুনজ্যা*র চেয়ে ব্যতিক্রমী চরিত্রে অভিনয় করে সমালোচকদের প্রশংসা কুড়ান। নিজের সাফল্য নিয়ে শর্বরী বলেন, 'আমার অভিনীত সিনেমা ১০০ কোটি ব্যবসা করেছে, এমন সাফল্যে আমি আনন্দিত। অভিনেত্রী হিসেবে আমি অনেক উচ্চাকাঙ্ক্ষী। লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে চাই। সব শিল্পীই চান, তাঁর অভিনীত সিনেমা হিট হোক। একটা হিটের পর আরও ভালো চরিত্রে অভিনয় করার লোভ হয়, আরও বেশি পরিশ্রম করার জেদ পেয়ে বসে।'

পর্দায় শর্বরীকে সর্বশেষ গত ১৫ আগস্ট নিখিল আদভানির *বেদা* সিনেমায় দেখা গেছে। জন আব্রাহামের সঙ্গে এ ছবিতেও তাঁর অভিনয় প্রশংসিত হয়েছে। বাণিজ্যিক ও শৈল্পিক ঘরানার সিনেমায় যেকোনো ধরনের চরিত্র করতে পারবেন তিনি—এমন মন্তব্য করেন অনেক সমালোচক। প্রেক্ষাগৃহের পর গত শুক্রবার ছবিটি ওটিটিতে মুক্তি পেয়েছে।

আরেকটি বড় প্রকল্পে কাজ করছেন এখন শর্বরী। যশ রাজের স্পাই ইউনিভার্সের প্রথম নারী প্রধান ছবি *আলফা*তে আলিয়া ভাটের সঙ্গে তাঁকেও দেখা যাবে। সম্প্রতি ঘোষণা এসেছে, ২০২৫ সালের বড়দিনে মুক্তি পাবে *আলফা*। এ ছবিতে শর্বরীকে দেখা যাবে রোমাঞ্চকর কিছু অ্যাকশন দৃশ্যে।

সূত্র : ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, পিংকভিলা

শর্বরী বাগ। ছবি : অভিনেত্রীর ইনস্টাগ্রাম থেকে

গানে নিয়মিত নিলয়

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

২০০৫ সালে ডি রকস্টার প্রতিযোগিতার সেরা দশে ছিলেন নিলয়। ১৯ বছরে গানে অনেকটাই অনিয়মিত হয়ে পড়েন তিনি। এখন আবার নিয়মিত হচ্ছেন, জানালেন শিল্পী। গতকাল বিকেলে জানালেন, 'আসি বলে' শিরোনামে একটি গান প্রকাশ করেছেন। আরও ১৫টি গান তৈরি আছে। সময়-সুযোগ বুঝে সেগুলোও প্রকাশ করবেন। অ্যাপিরাস ফিচারিং 'আসি বলে' গানটির ভিডিওতেও আছেন নিলয়। ঠিক মাসখানেক আগে নিলয়ের গাওয়া অ্যাপিরাস ভ্রাতৃদ্বয়ের 'যাইও না' গানটি প্রকাশ হয়। নিলয় বলেন, 'এই গানে আমাদের আবেগ ঢেলে দিয়েছি। গানটি সবাইকে শোনা ও দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।'

স্মরণে জামালউদ্দিন হোসেন

চলে গেলেন মঞ্চ, টেলিভিশন ও চলচ্চিত্রের অভিনয়শিল্পী জামালউদ্দিন হোসেন। তিন সপ্তাহের বেশি কানাডার ক্যালগ্যারির একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকার পর ১১ অক্টোবর সন্ধ্যায় মারা যান এই অভিনেতা। তিনি স্ত্রী ও দুই সন্তান রেখে গেছেন। গতকাল বাদ জোহর তাঁকে ক্যালগ্যারিতেই সমাহিত করা হয়েছে, জানালেন ছেলে তাশফিন হোসেন। ১৯৪৩ সালে ভারতের চব্বিশ পরগনায় জন্মগ্রহণ করলেও বাবার চাকরি সূত্রে চট্টগ্রামেই কেটেছে এই অভিনয়শিল্পীর ছোটবেলা। সত্তরের দশকের মাঝামাঝি থেকে মঞ্চনাটকে অভিনয় শুরু করেন জামালউদ্দিন হোসেন। নাগরিক নাট্য সম্প্রদায়ের এই সদস্য পরে টেলিভিশন নাটক এবং চলচ্চিত্রেও কাজ করেন। একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। জামালউদ্দিন হোসেনের সঙ্গে ৭৭ বছরের বন্ধুত্ব। বন্ধুর চলে যাওয়ার খবরে তাঁকে নিয়ে লিখেছেন **আবুল হায়াত**

মিন্টু-রবির ৭৭ বছরের বন্ধুতা

জামালউদ্দিন হোসেন [৮ অক্টোবর ১৯৪৩-১১ অক্টোবর ২০২৪] ফাইল ছবি

একদম ছোটবেলায়, তিন-চার বছর বয়সে, বলা যায় জ্ঞান হওয়ার পর থেকেই আমাদের বন্ধুত্ব। একই পাড়ায় থাকতাম। চট্টগ্রামের টাইগারপাস পাহাড়ের নিচেই ছিল আমাদের কলোনি। আমাদের বাসার ঠিক পেছনেই ওরা থাকত। আমার আব্বা রেলওয়েতে চাকরি করতেন। তিনি চট্টগ্রাম রেলওয়ে ওয়াজিউল্লাহ ইনস্টিটিউটের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। ওখানে নিয়মিত নাটক হতো। জামালের আব্বা সিদ্দিক হোসেন মাঝেমধ্যে নাটকে টুকটাক অভিনয় করতেন। আমি ও জামাল ছোটবেলা থেকেই তাই নাটক দেখতাম।

জামালের ডাক নাম ছিল মিন্টু। আমার রবি। জামাল আমার চেয়ে বয়সে এক বছরের বড়; কিন্তু ওটা কোনো দিনই বাধা ছিল না। ওই পাড়ায় একটি কথা চালু ছিল, 'মিন্টু-রবি লিচু খায়!' মা-বাবার একমাত্র সন্তান ছিল জামাল। খুব শান্ত, সুশীল। একমাত্র সন্তান হওয়ার কারণেই হয়তো সব সময় ওকে চোখে চোখে রাখতেন ওর মা। সারা দিন দরজায় দাঁড়িয়ে থাকতেন, ছেলে কখন আসবে, কখন যাবে। আমার বাড়িতে আমরাও খুব অন্য রকম ছিলাম, তাই আমার সঙ্গে ওর বন্ধুত্বটা দারুণ ছিল। মিন্টু খুব বই পড়ত। স্বপন কুমারের গোয়েন্দা সিরিজ। আমি *শুকতারা* নামের একটা ম্যাগাজিন পড়তাম। ভারত থেকে বের হতো। আমাদের মধ্যে বইপত্র লেনদেন হতো। স্কুলে থাকতেই সে একবার গল্প লিখে ফেলল।

আমরা হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিলাম নাটক করব। আমার এক মামা ছিলেন। আমাদের বাড়িতেই থাকতেন। তিনি বললেন, টিপু সুলতান করো। জামাল যেহেতু লম্বা আছে, সে টিপু সুলতান চরিত্রটা করুক।

বই কিনে আমাদের রিহার্সাল দেওয়া শুরু করলেন মামা। আমরা নিজেরাই রিহার্সাল করলাম। বাসার সামনের খালি জায়গায় চৌকি দিয়ে মঞ্চ বানালাম। ওটাই ছিল আমাদের প্রথম নাটক।

জামাল সেন্ট প্ল্যাসিড স্কুলে পড়ত, আমি কলেজিয়েট স্কুলে। ওরা পরে ট্রান্সফার হয়ে পোর্ট ট্রাস্টে চলে গেল, নদীর ধারে। দুজন দুই জায়গায় থাকলেও যোগাযোগ ঠিকই ছিল। খেলাধুলা হতো। আড্ডাও হতো। স্কুল শেষে চট্টগ্রাম কলেজে ভর্তি হয় জামাল, আমিও। দুজনেই সায়েন্সে ছিলাম। কলেজ শেষে আমরা বুয়েটে ভর্তি হলাম। সে মেকানিক্যালে, আমি সিভিল। আমাদের মাথার মধ্যে নাটকটা কিন্তু রয়ে গিয়েছিল। বুয়েটেও একসঙ্গে নাটক করা শুরু করলাম। আমি, জামালউদ্দিন, আবুল কাশেম, গোলাম রাব্বানী, সিরাজুল মজিদ মামুন—বুয়েটে আমাদের এই পাঁচজনের একটা গ্রুপ ছিল। সব নাটকের মধ্যে কোনো না কোনোভাবে আমরাই থাকতাম।

বুয়েট পাস করার সঙ্গে সঙ্গে বিয়ে করেছিল জামাল। মণি ভাবি (রওশন আরা হোসেন) তো আমাদের খুবই প্রিয় ভাবি, ভালো অভিনেত্রীও। চট্টগ্রামে একটা স্টিল মিলে চাকরি নিল জামাল। ওয়াসায় চাকরি নিয়ে আমি ঢাকায় থেকে গেলাম। যোগাযোগ ছিল। ঢাকায় থেকে নাগরিকে যোগ দিলাম। টেলিভিশন, মঞ্চ সবই করছি। সে যেহেতু ঢাকার বাইরে ছিল, এসব মিস করত। তারপর কুষ্টিয়ায় স্পিনিং মিলে চাকরি নিল। একসময় ঢাকায় বদলি হয়ে এল। আস্তে আস্তে নাগরিকে ঢুকল। টেলিভিশনে নাটক করা শুরু করল। নাগরিকে একসঙ্গে বহু বছর কাজ করেছি আমরা। পারিবারিকভাবেও আমরা যুক্ত ছিলাম।

১৫ বছর ধরে অভিনয়ে একেবারে অনিয়মিত জামাল। এই সময়টায় যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়া-আসার মধ্যে ছিল। মাঝেমধ্যে যখন দেশে ফিরত, টুকটাক অভিনয় করত। সাত-আট বছর ধরে একেবারে অভিনয়ে নেই, থাকে যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায়।

কানাডা থেকে ছেলে তপু (তাশফিন হোসেন) আমাকে লিখেছিল, আমরা ভেন্টিলেটরটা খুলে দেব, তারপর আল্লাহ ভরসা। কালকে (শুক্রবার) শুনতে পেলাম, ভেন্টিলেশনটা খুলে দিয়েছে। এর পর থেকেই মনটা খারাপ। শনিবার সকালে খবর পেলাম, জামাল আর নেই। ভেন্টিলেটর খোলার পর কিছুক্ষণ ভালো ছিল।

গত বছর আমেরিকায় গিয়েছিলাম। যাওয়ার খবর শুনে ফোন করেছিল। আমেরিকায় থাকা অবস্থায় আমার সঙ্গে জামালের দুই-তিন দিন কথা হয়েছে। ভাবিও তখন অসুস্থ। ভালো করে কথা বলতে পারছিলেন না। তার পরও জোর করে কথা বলেছিলেন। আসার পরও একবার কথা হয়েছিল।

মানুষ হিসেবে জামাল দুর্দান্ত ভালো। বন্ধুবৎসল। জামালের মতো বন্ধু হারানোর কষ্টটা ভাষায় প্রকাশ করা কঠিন। একসঙ্গে লম্বা একটা জীবন কাটিয়েছি। অনেক কাছাকাছি, অনেক ঘনিষ্ঠভাবে কাটিয়েছি। ৭৭ বছরের বন্ধুত্ব। সবচেয়ে বড় কথা, জামালের মতো অভিনেতা হারানো সবচেয়ে কষ্টের। ওর বৈচিত্র্যময় অভিনয়, বিভিন্ন চরিত্রে যেভাবে অভিনয় করত, সত্যিই তা অতুলনীয়। ভিলেন থেকে শুরু করে নায়ক—সব ধরনের চরিত্র সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারত। অনেক বয়স্ক, অল্প বয়স্ক এবং কমেডি চরিত্রেও দারুণ মানিয়ে যেত। রোমান্টিক নায়কেও করেছে একসময়। অভিনয়গুণে সে প্রতিটি চরিত্র হয়ে উঠত। কণ্ঠ ভালো। হাইট ভালো। একজন পরিপূর্ণ শিল্পী বলতে যা, জামাল আসলে তা-ই ছিল।

এমএ-ক্রাই অব সাইলেন্স সিনেমার দৃশ্য। ছবি : উৎসবের ফেসবুক থেকে

দ্য ল্যান্ড অব মর্নিং কাম-এর সিনেমার দৃশ্য। ছবি : উৎসবের ফেসবুক থেকে

দুই তরুণ নির্মাতা পাচ্ছেন ৭০ লাখ টাকা করে

বুসান চলচ্চিত্র উৎসব

বিনোদন ডেস্ক

তরুণ এক জেলের লাপাত্তা হওয়ার গল্প নিয়ে *দ্য ল্যান্ড অব মর্নিং কাম* বানিয়েছেন দক্ষিণ কোরীয় নির্মাতা পার্ক রি-উং। অন্যদিকে মিয়ানমারের নির্মাতা দ্য মাও নায়িংয়ের *এমএ-ক্রাই অব সাইলেন্স*-এ উঠে এসেছে দেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার চিত্র। যৌথভাবে সিনেমাটি প্রযোজনা করেছে কোরিয়া, সিঙ্গাপুর, ফ্রান্স, নরওয়ে ও কাতার। গত শুক্রবার শেষ হওয়া ২৯তম বুসান চলচ্চিত্র উৎসবে নিউ কারেন্টস বিভাগে যৌথভাবে সেরা হয়েছে এ দুই ছবি। প্রথম ও দ্বিতীয় সিনেমার নির্মাতারা এ শাখায় ছবি জমা দেওয়ার সুযোগ পান। দুটি সিনেমাই পাচ্ছে ৩০ হাজার ডলার করে পুরস্কার। বাংলাদেশের মুদ্রায় যা প্রায় ৭০ লাখ টাকা।

নিউ কারেন্টস বিভাগে প্রধান জুরি ছিলেন প্রখ্যাত পরিচালক মোহাম্মদ রাসুলফ। দুটি ছবি নিয়েই তিনি উচ্ছ্বসিত। 'অনিশ্চয়তা, হারানোর বেদনা, সামাজিক কুসংস্কারের মধ্যে দুর্দান্ত এক ন্যারেটিভ তৈরি করেছেন নির্মাতা', *দ্য ল্যান্ড অব মর্নিং কাম* নিয়ে এভাবেই বলেন তিনি। অন্যদিকে *এমএ-ক্রাই অব সাইলেন্স* নিয়ে তাঁর ভাষ্য, 'ছবিটি দেশটিতে চলমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির সাহসী বয়ান।'

উৎসবে প্রতিযোগিতামূলক আরেকটি বিভাগ কিম জিসোক। এ বিভাগে যৌথভাবে পুরস্কার পেয়েছেন ভারতের চলচ্চিত্র নির্মাতা রিমা দাস (*ভিলেজ রকস্টার ২*) ও তাইওয়ানের নির্মাতা টম লিন ইউ (*ইয়েন অ্যান্ড এআই-লি*)।

বুসান মেচেন্ট পুরস্কার জিতেছে পার্ক মিন-সো ও আন কের্ন-হিয়ং পরিচালিত সিনেমা *ওয়ার্ক অ্যান্ড ডেজ* এবং ফ্রাঙ্কি সিনের *অ্যানাদার হোম*। পরের সিনেমাটি তাইওয়ান, হংকং, চীন ও ফ্রান্সের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত। উৎসবে বর্ষসেরা অভিনেতা, অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতেছেন ইয়ো লি হা (*দ্য ফাইনাল সেমিস্টার*) ও পার্ক সিয়ন (*হামিং*)।

নিউ কারেন্টস ও নেটপ্যাক পুরস্কারের পাশাপাশি কেবি নিউ কারেন্টস অডিয়েন্স পুরস্কার পেয়েছে *দ্য ল্যান্ড অব মর্নিং কাম*। উৎসবে কোস্টারিকা ও স্পেনের সিনেমা *মেমোরিজ অব আ বার্নিং বডি* ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ড অডিয়েন্স অ্যাওয়ার্ড জিতেছে। কোরিয়ার জো সিইংয়ের *কে-নম্বর* তথ্যচিত্র বিভাগে ডকুমেন্টারি অডিয়েন্স পুরস্কার জিতেছে। ফ্ল্যাশ ফরোয়ার্ড অডিয়েন্স পুরস্কার পেয়েছেন আন্তোনেল্লা সুদাসাসি ফার্নিসের *মেমোরিজ অব আ বার্নিং বডি*। এ ছাড়া ফিপরেস্কি পুরস্কার জিতেছে ইন্দোনেশিয়ার *টেল অব দ্য ল্যান্ড*।

২ অক্টোবর শুরু হওয়া বুসান উৎসবে বাংলাদেশ থেকে এবার আ উইন্ডো অন এশিয়ান সিনেমা বিভাগে অংশ নেয় মাকসুদ হোসাইনের *সাবা* আর বুসান ফিল্ম বাজারে ইকবাল হোসাইন চৌধুরীর প্রজেক্ট *ঢাকার নাগিন*। উৎসবের সমাপনী সিনেমা ছিল *স্পিরিট ওয়ার্ল্ড*।

৩০তম বুসান উৎসব হবে ২০২৫ সালের ১৭ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর।

“ খেলোয়াড়দের কাছে তাঁর অনেক দাবি, এ জন্য তিনি মাঝেমধ্যে বিরক্তিকর।

এদেরসন
কোচ পেপ গার্দিওলা সম্পর্কে জানাতে গিয়ে ম্যানচেস্টার সিটির ব্রাজিলিয়ান গোলকিপার

ভারতের রেকর্ড ভাঙার উৎসব

হায়দরাবাদে গতকাল বাংলাদেশের বিপক্ষে আগে ব্যাট করে ৬ উইকেটে ২৯৭ রান তোলে ভারত। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটি দ্বিতীয় সর্বোচ্চ দলীয় রান, টেস্ট খেলুড়ে কোনো দেশের সর্বোচ্চ। এই রান করার পথে অনেকগুলো রেকর্ডই ভেঙেছে ভারত।

আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে দলীয় সর্বোচ্চ

স্কোর	ম্যাচ	ভেন্যু, সাল
৩১৪/৩	নেপাল-মঙ্গোলিয়া	হ্যাংজু, ২০২৩
২৯৭/৬	ভারত-বাংলাদেশ	হায়দরাবাদ, ২০২৪
২৭৮/৩	আফগানিস্তান-আয়ারল্যান্ড	দেরাদুন, ২০১৯
২৭৮/৪	চেক প্রজা.-তুরস্ক	ইলফভ, ২০১৯
২৬৮/৪	মালয়েশিয়া-থাইল্যান্ড	হ্যাংজু, ২০২৩

২৩২
চার-ছক্কাতেই ২৩২ রান তুলেছে ভারত। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে যা বিশ্ব রেকর্ড। আগের রেকর্ড ২১২, ২০২৩ এশিয়ান গেমসে মঙ্গোলিয়ার বিপক্ষে নেপালের।

২২
ভারতের ইনিংসে ছক্কা, যা আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বাংলাদেশের বিপক্ষে সর্বোচ্চ। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এক ম্যাচে ভারতের চেয়ে বেশি ছক্কা মেরেছে শুধু দুটি দল—নেপাল (২৬) ও জাপান (২৩)।

স্যামসন-সূর্যকুমারের ১৭৩ রানের জুটি

বাংলাদেশের বিপক্ষে যেকোনো উইকেটেই সর্বোচ্চ। আগের সর্বোচ্চ ১৬৮, ২০২২ বিশ্বকাপে সিডনিতে দ্বিতীয় উইকেটেই দক্ষিণ আফ্রিকার কুইন্টন ডি কক ও রাইলি রুশোর।

১৩.৮০ স্যামসন-সূর্যকুমারের জুটিতে ওভারপ্রতি রান। বাংলাদেশের বিপক্ষে শতরানের জুটিতে যা সর্বোচ্চ। আগের রেকর্ড ১৩.৫০—দিল্লিতে আগের ম্যাচেই করেছিলেন ভারতের নীতীশ রেড্ডি ও রিংকু সিং।

বিদায় ধারাভাষ্যকারের মাইক্রোফোন হাতে তামিম ইকবালের ভূমিকা এরই মধ্যে কিছুটা বদলে গেছে। টেস্ট ক্রিকেটকে আগেই বিদায় জানানো মাহমুদউল্লাহও গতকাল হায়দরাবাদে খেলে ফেললেন তাঁর শেষ আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি। ম্যাচের আগে অনেক বছরের সতীর্থকে শুভেচ্ছা জানান তামিম। দলের অন্য সতীর্থদের হাততালিতে মুখর হলো বিশেষ এই মুহূর্ত। ছবি : বিসিবি

প্রথম রাউন্ড থেকেই নিগারদের বিদায়

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সেমিফাইনালে ওঠার ক্ষীণ সম্ভাবনাটুকু টিকিয়ে রাখতে জিততেই হবে—এমন সমীকরণ নিয়েই কাল দুবাইয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল বাংলাদেশ নারী দল। কিন্তু সেই ম্যাচে পুরো ২০ ওভার খেলে ৩ উইকেটে ১০৬ রান করতে পারে নিগার সুলতানার দল। এই রানটা ১৬ বল ও ৭ উইকেট হাতে রেখে পেরিয়ে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। তাতে নিশ্চিত হয়ে যায় বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ড থেকেই বাংলাদেশের বিদায়।

টস জিতে ব্যাটিং নেওয়া বাংলাদেশের মেয়েরা কোনো রান করার আগেই হারায় প্রথম উইকেট। ইনিংসের দ্বিতীয় বলে মারিজান কাপের বলে উইকেটকিপারের হাতে ক্যাচ তোলেন দিলারা আক্তার।

শুরুর এই ধাক্কা সামলে রান তোলায় গতি আনতে পারেনি বাংলাদেশ। দ্বিতীয় উইকেটে সাথী রানি ও সোবহানা মোস্তারি ৩৬ রান যোগ করলেও খেলেন ৪৫ বল। সাথী ১ চার ও ১ ছক্কায় ৩০ বলে ১৯ রান করে ফেরার পর মোস্তারি অধিনায়ক নিগার সুলতানাকে নিয়ে তৃতীয় উইকেটে যোগ করেন ৪৫ রান। ৫৬ বল খেলেন দুজন।

১৮তম ওভারের প্রথম বলে ননকুলেলেকো এমলাবার বলে বোল্ড হয়ে যান মোস্তারি। ফেরার আগে ৪৩ বলে ৩৮ রান করার পথে ৪টি মেরেছেন এই ব্যাটার। মোস্তারির বিদায়ের পরই যা একটু গতি আসে বাংলাদেশের ইনিংসে। স্বর্ণা আক্তারকে নিয়ে শেষ ১৭ বলে ২৫ রান যোগ করেন নিগার। নিগার শেষ পর্যন্ত অপরাজিত ছিলেন ৩৮ বলে ৩২ রান করে। মাত্র ২টি চারই ছিল অধিনায়কের ব্যাটে। স্বর্ণা ৭ বলে অপরাজিত থাকেন ৭ বলে ৪ রান করে।

রান তাড়ায় দ্বিতীয় উইকেটে আনিকা বশকে (২৫) নিয়ে দ্বিতীয় উইকেটে ৫৩ রানের জুটি গড়ে ম্যাচটিকে নিজেদের হাতের মুঠোয় নিয়ে নেন তাজমিন ব্রিটস (৪২ রান)। ৫ রানের ব্যবধানে বশ-ব্রিটস বিদায় নিলেও মারিজান কাপ ও ক্লয়ি ট্রাইয়নরা উড়িয়ে দেন সব শঙ্কা।

এই ম্যাচটি জিতে ৪ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ পর্ব শেষ করেও এখনো সেমিফাইনাল নিশ্চিত করতে পারেনি দক্ষিণ আফ্রিকা। ৪ ম্যাচে বাংলাদেশের পয়েন্ট ২।

সংক্ষিপ্ত । স্কোর

বাংলাদেশ : ২০ ওভারে ১০৬/৩ (দিলারা ০, সাথী ১৯, মোস্তারি ৩৮, নিগার ৩২*, স্বর্ণা ৪*; ডের্কসেন ১/৭, কাপ ১/১০, এমলাবা ১/১১)।
দক্ষিণ আফ্রিকা : ১৭.২ ওভারে ১০৭/৩ (ভলভার্ট ৭, ব্রিটস ৪২, বশ ২৫, কাপ ১৩*, ট্রাইয়ন ১৪*; ফাহিমা ২/১৯, রিতু ১/২২)।
ফল : দক্ষিণ আফ্রিকা ৭ উইকেটে জয়ী।
ম্যাচসেরা : তাজমিন ব্রিটস।

রাতারাতি উন্নতি হবে না

সংবাদ সম্মেলনে হৃদয়

ভারতের রেকর্ড রানের নিচে চাপা পড়ে নিজেদের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হারের পর কারণ খুঁজেছেন তাওহিদ হৃদয়রা।

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *হায়দরাবাদ থেকে*

তাওহিদ হৃদয় মাত্রই আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে ক্যারিয়ার সর্বোচ্চ ৬৩ রানের ইনিংস খেলে রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামের সংবাদ সম্মেলনে এলেন। কিন্তু তাঁর চোখেমুখে অন্ধকার। ভারতের বিপক্ষে কাল টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ম্যাচে বাংলাদেশ দলের ১৩৩ রানের বিশাল হার যেন ভেঙে দিয়েছে তরুণ এই ব্যাটসম্যানকে। এমন মানসিকতায় সংবাদ সম্মেলনের কথাবার্তা কেমন হতে পারে, তা তো অনুমান করাই যায়। মাঠের খেলায় বাংলাদেশ দলের অসহায় আত্মসমর্পণের মতো সংবাদ সম্মেলনে এসেও তা-ই করলেন হৃদয়।

হারের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি যেমন বললেন, ‘সত্যি কথা বলতে, খুবই ভালো উইকেট ব্যাটিংয়ের জন্য। আমরা ভালো বোলিং করিনি। আমরা কিছু জায়গায় উন্নতি করতে পারি। আশা করি আমরা সেটা করতে পারব।’ পরে যোগ করেন, ‘আমরা তো বল ভালো করিনি। শুধু বল না, ব্যাটিংও ভালো করিনি পুরো সিরিজে। আমাদের কিছু জায়গায় ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিংয়ে উন্নতি করতে হবে। ওরা অনেক ভালো ব্যাটিং করেছে। আমরা আরও ভালো করতে পারতাম।’

টপ অর্ডার ব্যাটসম্যানদের ব্যর্থতার কথাও এসেছে তাঁর কথায়, ‘দেখুন, প্রতিটা দলেই টপ অর্ডার থেকে রান হয়। সেখানে রান এলে ইনিংস বড় হয় স্বাভাবিকভাবেই। টপ ফোর থেকে যদি বড় রান আসে, তাহলে রান ১৮০ হয়। আমাদের সবকিছু মিলিয়ে অনেক জায়গা আছে উন্নতির। এই সিরিজে আমাদের জন্য অনেক কিছু শেখার আছে। আশা করি সেটা করতে পারব।’

> আমরা আসলে এই রকম উইকেটে খেলি না। আমি অজুহাত দিচ্ছি না। তবে এ ধরনের উইকেটে আমরা যত খেলব, তত ভালো খেলব।
> তাওহিদ হৃদয়

সিরিজজুড়ে নিজেদের ঘাটতির কথাও মেনে নিয়েছেন হৃদয়, ‘সব জায়গাতেই কমতি ছিল। এক দিন ব্যাটিং ভালো হয়েছে তো বোলিং ভালো হয়নি, বোলিং ভালো হলে ব্যাটিং। আমরা আসলে এই রকম উইকেটে খেলি না। আমি অজুহাত দিচ্ছি না। তবে এ ধরনের উইকেটে আমরা যত খেলব, তত ভালো খেলব।’

ফ্ল্যাট উইকেটে দুই দলের শক্তির পার্থক্যের প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হলে হৃদয়ের উত্তর ছিল এমন, ‘আমাদের মান যে খুব নিচে তা বলব না। আমরা তো বড় দলের সঙ্গে খেলেছি। ভারত শক্তিশালী দল। ওদের হোমে খেলা। ওদের সবকিছু ভালো। স্কিলের দিক থেকেও ওরা এগিয়ে আছে। আমরা যে খুব পিছিয়ে আছি তা বলব না। আমরা ফ্ল্যাট উইকেটে কীভাবে খেলতে পারব, সেটা যত খেলব, তত ভালো বুঝব।’ এ ক্ষেত্রে ভারতকেই আদর্শ উদাহরণ মনে করেন হৃদয়, ‘ভারত আমাদের জন্য উদাহরণ হতে পারে। ফ্ল্যাট উইকেটে কীভাবে খেলা যায়...ভালো পরিকল্পনা করা যায়।’

হৃদয় আইপিএলের সঙ্গেও বিপিএলের তুলনায় যেতে চাননি। উল্টো নিজেদের দক্ষতায় পিছিয়ে থাকার কথা বলেছেন, ‘বিপিএলের সঙ্গে আইপিএলের তুলনা করতে চাই না। উইকেটের কথাই শুধু নয়, আমাদের স্কিলেও উন্নতি আনতে হবে।’ উন্নতি আনতে হবে উইকেট পড়তে পারার দক্ষতায়ও। হৃদয় অকপটে স্বীকার করেছেন, ‘আমরা বেশির ভাগ খেলোয়াড় উইকেট পড়তে পারি না। আমরা বেশির ভাগ ম্যাচ খেলি মিরপুরে। চট্টগ্রামে খেললে জানি যে কেমন উইকেট হবে। কিন্তু অন্য জায়গায় একেক দিন একেক রকম উইকেট থাকে। আমরা যদি ভালো উইকেট খেলতে থাকি, তাহলে ডে বাই ডে উন্নতি করতে পারব। রাতারাতি হবে না।’

সভাপতি প্রার্থী হচ্ছেন না তরফদার

বাফুফে নির্বাচন

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *ঢাকা*

২৬ অক্টোবর বাফুফের নির্বাচনে প্রার্থী হতে মনোয়নপত্র কেনার শেষ দিন ছিল কাল। ২১টি পদের জন্য মনোনয়নপত্র বিক্রি হয়েছে ৬২টি। সভাপতি পদে ৪টি, সিনিয়র সহসভাপতি ৩টি, সহসভাপতি ১২টি ও সদস্য ৪৩টি।

সভাপতি পদে নিজেকে প্রার্থী ঘোষণা করে আবারও রণেভঙ্গ দিয়েছেন তরফদার রুহুল আমিন। ২০২০ সালেও বাফুফের নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েও সরে যান সাইফ পাওয়ারটেকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। পরে দাবি করেন, তৎকালীন সরকারের উচ্চ মহল থেকে চাপ দেওয়ায় প্রার্থী হননি। এবারও নানা সমীকরণ মিলিয়ে সভাপতি পদে প্রার্থী হচ্ছেন না তিনি। তবে সিনিয়র সহসভাপতি পদে মনোনয়নপত্র কিনেছেন।

গত ১৫ সেপ্টেম্বর সভাপতি পদে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন তারফদার। তখনো তিনি জানতেন না বাফুফের সাবেক সহসভাপতি ও বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা তাবিথ আউয়াল সভাপতি প্রার্থী হতে পারেন। ফুটবল বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, তাবিথ প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর তরফদার বুঝে যান তাঁর পক্ষে সভাপতি হওয়া কঠিন। ফলে পিছটান দিয়েছেন তিনি।

তরফদারকে সভাপতি প্রার্থী ঘোষণার অনুষ্ঠানে মঞ্চে থাকা বিলুপ্ত ফোরামের সাবেক সহসভাপতি আবদুল্লাহ আল ফুয়াদ রেদোয়ান সভাপতি পদে মনোয়ানপত্র কিনেছেন কাল। একই পদে মনোনয়নপত্র তুলেছেন বাংলাদেশ ফুটবল সাপোর্টার্স ফোরামের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক শাহদাত হোসেন। বৃহস্পতিবার দিনাজপুরের ফুটবল কোচ মিজানুর রহমান চৌধুরীও সভাপতি পদের জন্য মনোনয়নপত্র কিনেছেন। আবদুল্লাহ আল ফুয়াদ সহসভাপতি ও শাহাদাত হোসেন সদস্য পদেও মনোনয়নপত্র কিনেছেন। ১৪ ও ১৫ অক্টোবর মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার তারিখ, প্রত্যাহার ১৯-২০ অক্টোবর।

সিনিয়র সহসভাপতি পদে তরফদার ছাড়াও মনোনয়নপত্র কিনেছেন বসুন্ধরা কিংসের সভাপতি ইমরুল হাসান ও পাইওনিয়ারের একটি ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত মনির হোসেন নামে নারায়ণগঞ্জের এক সংগঠক।

সহসভাপতি পদে শেষ দিনে মনোনয়নপত্র কিনেছেন সাবেক ফুটবলার শফিকুল ইসলাম মানিক, সৈয়দ রুম্মান বিন ওয়ারী সাব্বির, ছাইদ হাসান কানন। কানন সদস্যপদেও কেনেন। সমমনাদের নিয়ে একটা প্যানেল করার আভাস দিয়েছেন সাব্বির, ‘এখন পর্যন্ত সবাই আলাদাভাবে মনোনয়নপত্র কিনেছেন। তবে একটা প্যানেল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।’

সিংহাসনের উত্তরসূরি অজয় জাদেজা

খেলা ডেস্ক

ভারতের জামনগরের পরবর্তী মহারাজা ঘোষিত হয়েছেন সাবেক ক্রিকেটার অজয় জাদেজা। শনিবার জামনগরের বর্তমান মহারাজা শত্রুসল্যসিং জাদেজা তাঁর উত্তরসূরি হিসেবে অজয়ের নাম ঘোষণা করেন।

৫৩ বছর বয়সী অজয় জাদেজা ১৯৯৩ থেকে ২০০০ সালের মধ্যে ভারতের হয়ে ১৯৬টি ওয়ানডে ও ১৫টি টেস্ট খেলেছিলেন। জামনগরের মহারাজা শত্রুসল্যসিং ও জাদেজার বাবা দৌলতসিংজি সম্পর্কে তুতোভাই। সন্তানহীন শত্রুসল্যসিং রাজসিংহাসনের উত্তরসূরি হিসেবে ভ্রাতুষ্পুত্রকে বেছে নিয়েছেন।

১৯৬৬ সাল থেকে মহারাজা হিসেবে দায়িত্ব পালন করা শত্রুসল্যসিং নিজেও ক্রিকেটার ছিলেন। ১৯৬৬-৬৭ মৌসুমে ভারতের প্রথম শ্রেণির প্রতিযোগিতা রঞ্জি ট্রফিতে সৌরাষ্ট্রকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। বিখ্যাত জামনগর রাজপরিবারের আরও দুই সদস্য কে এস রঞ্জিত সিংহজি এবং দুলীপ সিংহজিও ক্রিকেট খেলতেন। ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের দুই টুর্নামেন্ট রঞ্জি ও দুলীপ ট্রফির নামকরণ হয়েছে তাঁদের নামেই। অজয় জাদেজার বাবা দৌলতসিংজি জাদেজাও ক্রিকেট খেলতেন।

ছোট পর্দায় আজ

নারী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ	*নাগরিক ও টফি*
ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড	বিকেল ৪টা
অস্ট্রেলিয়া-ভারত	রাত ৮টা
উয়েফা নেশনস লিগ	*সনি স্পোর্টস ২*
কাজাখস্তান-স্লোভেনিয়া	সন্ধ্যা ৭টা
ফিনল্যান্ড-ইংল্যান্ড	রাত ১০টা
১ম টি-টোয়েন্টি	*সনি স্পোর্টস ৫*
শ্রীলঙ্কা-ওয়েস্ট ইন্ডিজ	সন্ধ্যা ৭-৩০ মি.

’৮৩-এর অজানা গল্প শোনালেন মান সিং

মোহাম্মদ জুবাইর, *হায়দরাবাদ থেকে*

ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে মোহাম্মদ আজহারউদ্দিন, ভিভিএস লক্ষ্মণ বা বর্তমান ভারতীয় দলের পেসার মোহাম্মদ সিরাজের শহর হিসেবেই হায়দরাবাদের পরিচিতি। তবে এই শহরে আরও একজন আছেন, ভারতের ক্রিকেটের সঙ্গে যাঁর নামটা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে—মান সিং। ভারতের ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপজয়ী দলের ম্যানেজার। হায়দরাবাদের ক্রিকেট ইতিহাস নিয়ে লেখা বিখ্যাত বই ‘ক্রিকেট বিরিয়ানি’র লেখক।

গত বৃহস্পতিবার বিকেলে হায়দরাবাদে মান সিংয়ের পারিবারিক ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান ‘রাম সিং আগারওয়াল ওয়াইনস’-এ তাঁর সঙ্গে দেখা। ব্যবসাটা এখন দেখাশোনা করেন ছেলে বিক্রম মান সিং। হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গেও সম্পৃক্ত বিক্রম।

প্রায় ৮৬ ছুঁই ছুঁই মান সিং এখনো কেতাদুরস্ত হয়ে অফিসে আসেন। তাঁর অফিসে ঢুকলেই দেয়ালে কপিল দেবের সেই মঙ্গুজ ব্যাটের রেপ্লিকায় চোখ পড়বে। ’৮৩ বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের অটোগ্রাফ দেওয়া তাতে। ব্যাটের স্টিকারের জায়গায় বড় করে লেখা ‘১৭৫’, সেই বিশ্বকাপে জিম্বাবুয়ের বিপক্ষে করা কপিলের তখনকার সর্বোচ্চ ব্যক্তিগত রানের রেকর্ড। পাশে ফ্রেমে বাঁধাই করে রাখা কপিল, ইমরান খান ও রিচার্ড হ্যাডলির সাদা-কালো তিনটি ছবি। ঝুলছে বছর কয়েক আগে ’৮৩ বিশ্বকাপজয়ী দলের পুনর্মিলনীর একটি রঙিন ছবিও। কপিল দেব, সুনীল গাভাস্কার, মহিন্দর অমরনাথ, রবি শাস্ত্রী, সৈয়দ কিরমানিসহ পুরো দলের সঙ্গে তাতে আছেন হাস্যোজ্জ্বল মান সিংও।

মান সিং এই বার্ধক্যেও হিন্দি আর ইংরেজি মিশিয়ে এত সুন্দর করে কথা বলেন যে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনতে হয়। কথা যত এগোয়, বিস্ময় তত বাড়ে। মনে হয়, ১৯৮৩-এর বিশ্বকাপ নিয়ে অনেক লেখা পড়ে আর ভারতের সেই বিশ্বকাপ জয় নিয়ে বানানো ‘৮৩’ সিনেমা দেখেও কত কিছুই তো অজানা!

বিশ্বকাপ দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে মান সিংয়ের সম্পর্কটা ছিল তাঁর ভাষায় ‘বড় ভাই-ছোট ভাই’য়ের মতো। সেটারও শুরু এই হায়দরাবাদ থেকে, ‘দলের অনেককেই আমি অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায় থেকে চিনতাম। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত এখানকার আমন্ত্রণমূলক টুর্নামেন্ট মঈন-উদ-দৌল্লাহ গোল্ডকাপ খেলতে সারা ভারত থেকে ক্রিকেটার আসত। সেই সুযোগে ওদের সঙ্গে যোগাযোগ। ওরা আমাকে বড় ভাইয়ের মতো দেখত।’

মাঠের বাইরে খেলোয়াড়দের সব সমস্যার সমাধান ছিলেন ‘মান ভাই’। খেলোয়াড়দের প্রয়োজনে তিনি নাকি বিসিসিআইয়ের নিয়মও ভাঙতেন! তখন ক্রিকেটারদের স্ত্রীরা টিম হোটেলে থাকতে পারতেন না। কিন্তু মান সিং খেলোয়াড়দের স্ত্রীদেরও দলের সঙ্গে রাখার ব্যবস্থা করেন, ‘বিসিসিআইয়ের চুক্তিতে ছিল খেলোয়াড়ের স্ত্রীরা টিম হোটেলে থাকতে পারবে না। টিমের বাসে যেতে পারবে না। কিন্তু আমার এসব খুব একটা যৌক্তিক মনে হতো না।’

’৮৩ বিশ্বকাপে ভারতকে কেউ ফেবারিটের তালিকাতেও রাখেনি। আগের দুই বিশ্বকাপে জয় ছিল মাত্র একটি, সেটাও পূর্ব আফ্রিকার মতো দলের বিপক্ষে। স্বাভাবিকভাবেই ইংল্যান্ডের কন্ডিশনে কপিল দেবের দল ছিল ‘লো প্রোফাইল’। মান সিং মনে করেন, ভারতীয় দলের জন্য তাতে সুবিধাই হয়েছিল, ‘বিশ্বকাপের আগে আমাদেরকে কেউ পাত্তা দিচ্ছিল না। তবে আমাদের ওপর তখন কোনো চাপও ছিল না। ১৯৮৭ সালে ঘরের মাঠের বিশ্বকাপেও আমি দলের ম্যানেজার ছিলাম। সেবার দলের প্রতি সবার প্রত্যাশা ছিল, চাপ ছিল। কপিলও ’৮৩-তে পরিষ্কার বলে দিয়েছিল, মাঠে ১১০ ভাগ দিতে হবে, মাঠের বাইরে যা ইচ্ছা করুক, সমস্যা নেই।’

হায়দরাবাদে নিজের অফিসে ভারতের ১৯৮৩ সালের বিশ্বকাপজয়ী দলের ম্যানেজার মান সিং। ছবি : প্রথম আলো

লর্ডসের ফাইনাল নিয়ে মান সিং বলেছেন, ‘লর্ডসেও আমরা সেদিন হাসতে হাসতে গিয়েছি। আগের রাতে গেট টুগেদার করেছি, দলের সঙ্গে যারা ছিল, প্রেস, সাবেক ক্রিকেটার, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। আমাদের গেট টুগেদার দেখে ইংল্যান্ডের সাবেক অধিনায়ক টনি লুইস মজা করে তাঁর এক কলামে লিখেছিলেন, “ইন্ডিয়ান টিম সেলিব্রেটেড ভিক্টরি ইন অ্যাডভান্স।”’

টনি লুইসের কথার সূত্র ধরে বিক্রম মনে করিয়ে দেন ডেভিড ফ্রিথের বিখ্যাত কলামের কথা, যেখানে তিনি লিখেছিলেন, ‘ভারত ফাইনাল খেললে আমি নিজের কথা নিজে গিলব।’ বাবাকে থামিয়ে বিক্রম হাসতে হাসতে বলেন, ‘বিশ্বকাপের পর উইজডেন আমার বাবার চিঠিসহ ছবি ছেপেছিল। ফ্রিথ লিখেছিলেন, “আমি আমার নিজের কথা নিজে গিলে ফেলেছি।” ’৮৭-এর বিশ্বকাপে বাবা ছিলেন ম্যানেজার, সেমিফাইনাল ছিল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে। ডেভিড ফ্রিথও এসেছিলেন। ম্যাচের এক দিন আগে একটা বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে বাবাকে ফ্রিথ বলেছিলেন, “আমি আপনাকে কীভাবে ভুলতে পারি! আপনি আমাকে নিজের কথা গিলতে বাধ্য করেছিলেন।”’

মান সিংয়ের আরেক গল্পের দুই চরিত্র ভারতীয় ক্রিকেটের দুই কিংবদন্তি কপিল দেব ও সুনীল গাভাস্কার। এখন দুজনের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকলেও তখন যা ছিল, সেটাকে ‘দো লেজেন্ড ক্যা টক্কর’ ছাড়া অন্য কিছু বলতে পারলেন না মান সিং। তিনি মনে করিয়ে দিলেন, বিশ্বকাপে রান-খরায় ভোগা গাভাস্কারকে টিম মিটিংয়ে কপিলের বলা সেই কথা, ‘ইংল্যান্ডের বিপক্ষে সেমিফাইনালের আগের দিন সন্ধ্যায় টিম মিটিংয়ে কপিল গাভাস্কারকে বলে, “সানি ইটস হাই টাইম ইউ গট রানস।” সমস্যা হলো, কপিল ওই অর্থে বলতে চায়নি। কিন্তু তার ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে কথাটা এমনই শুনিয়েছিল। যা শুনে কয়েকজন জুনিয়র খেলোয়াড়ও হেসে ফেলে।’

পরদিন গাভাস্কার ওই ঘটনার কী প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন, মান সিং জানালেন সেটাও, ‘ম্যাচের আগে টয়লেটে দেখা হলে সুনীল আমাকে বলে, “কপিল কী বোঝাতে চায়? আমি রান করছি না যেহেতু, আমাকে বাদ দিয়ে দিক! আজকেও খেলানোর দরকার নেই। আজ কেন খেলাচ্ছে?” আমি তাঁকে বোঝানোর চেষ্টা করি। সুনীল রেগে বলে, “না না, আমি এখনই এটার সমাধান চাই। কপিলকে ডাকো।” এরপর কপিল এল। চিন্তা করুন, টয়লেটে আমি, কপিল ও সুনীল (হাসি)! সুনীল রাগান্বিত হয়ে সরাসরি জিজ্ঞেস করে, “আমার এখনই রান করা উচিত, এ কথা দিয়ে কী বুঝিয়েছিস?” কপিল বলল, “আমি ওইভাবে বলিনি।” তখনই বব উইলিস এসে কপিলকে টস করার জন্য তাড়া দিলে সে চলে যায়। সানিকে বলেছিলাম, “কপিলের ইংরেজিই এমন। তুই মন খারাপ করিস না।’

কপিল ও গাভাস্কারের দা-কুমড়া সম্পর্কের মধ্যে থাকার অভিজ্ঞতা এখনো মনে আছে মান সিংয়ের, ‘আমি তাদের মধ্যে থেকে স্যান্ডউইচ হয়ে গিয়েছিলাম। একদিন কপিল আমাকে ডিনারে ডাকল। পরদিন সকালে সুনীল আমাকে বলে, “বড়লোকের সঙ্গে খেতে যাচ্ছ। আমাদের কী হবে?” আমি তাঁকে বলি, “আজ সন্ধ্যায় তোর সঙ্গে যাব।” এমন অনেক ঘটনাই আছে, যা বাইরে আসে না।’

’৮৩ নিয়ে অনেক লেখালেখি ও সিনেমার সৌজন্যে মান সিংকেও বিশ্বকাপ জয়ের সম্মুখ শ্রেণির নায়ক মনে করা হয়। তিনিও ইতিহাসের অংশ হতে পেরে গর্বিত, ‘গত কয়েক বছরে অনেক অনুষ্ঠান হয়েছে, যেখানে পুরো দলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। *হিন্দু* (*দ্য হিন্দুর* ইনভাইটেশনের ছবি দেখিয়ে) আর স্পোর্টসস্টার সবাইকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। যখন আমরা সবাই একসঙ্গে হই, খুব ভালো লাগে। মনে হয়, আসলেই আমরা এমন কিছুর অংশ ছিলাম, যা এখন ইতিহাস হয়ে গিয়েছে।’

ভারতের ’৮৩-এর বিশ্বকাপ জয়কে বিশ্ব ক্রিকেটেরই বদলে যাওয়ার ইতিহাস মনে করেন মান সিং। যে ইতিহাসের অনেক অজানা গল্প জমা হয়ে আছে তাঁর হাঁড়িতে।

ধনেপাতা খেত থেকে ধনেপাতা তুলে সড়কের পাশে ধুয়ে সাজানো হচ্ছে। ট্রাকে করে এই ধনেপাতা চলে যাবে ঢাকার বিভিন্ন সবজির আড়তে। গতকাল পাবনার জয়নগরে। ছবি : হাসান মাহমুদ

উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে তাঁদের

সাইবার অপরাধের মামলা

বিরোধী মতের একাধিক রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক, শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ মামলা থেকে রেহাই পাওয়ার অপেক্ষায়।

আসাদুজ্জামান, *ঢাকা*

পাঁচ বছর আগে মেহেদি হাসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মনোবিজ্ঞান বিভাগে লেখাপড়ার পাশাপাশি 'জাগো' নামের একটি ইউটিউবভিত্তিক চ্যানেলে খবর পড়তেন। ২০১৯ সালের ১৪ নভেম্বর সাবেক উপমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকবের দুর্নীতিসংক্রান্ত একটি খবর পাঠ করেন তিনি। পরে মেহেদিসহ দুজনের বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করেন উপমন্ত্রী জ্যাকব। সেই মামলায় গ্রেপ্তার হয়ে নয় মাস কারাভোগ করেন মেহেদি। পরে উচ্চ আদালত থেকে জামিন পেয়ে কারামুক্ত হন। এরপর তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দেওয়া হয়। বিচার শুরু হয় ২০২১ সালের ২৯ নভেম্বর। এরপর থেকে নিয়মিত হাজিরা দিয়ে চলেছেন মেহেদি। মামলাটি ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন।

মেহেদি হাসান *প্রথম আলো*কে বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে পড়ার সময় সাবেক উপমন্ত্রী আবদুল্লাহ আল ইসলাম জ্যাকবের দুর্নীতিসংক্রান্ত খবর পাঠ করাই আমার জন্য কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপমন্ত্রীর মামলার পর দিনের পর দিন পালিয়ে ছিলাম। ধরা পড়ার পর ৯ মাস জেলও খাটি। সেই থেকে আদালতে হাজিরা দিয়ে চলেছি। কবে মামলা থেকে মুক্তি পাব জানি না।'

শিক্ষার্থী মেহেদির ভাষ্য, গ্রেপ্তারের পর আইনজীবীর ফি, যাতায়াতসহ তাঁর পরিবারের খরচ হয়েছে ১০ থেকে ১২ লাখ টাকা।

কেবল মেহেদি হাসান নয়, ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা সরকারের কয়েকজন মন্ত্রী, সংসদ সদস্য, পুলিশ সদস্য ও আওয়ামী লীগের বিভিন্ন নেতাকে নিয়ে কটূক্তির অভিযোগে সাইবার মামলার আসামি হয়ে বিরোধী মতের একাধিক রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক, শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে চলেছেন। তবে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর সাইবার আইনে দায়ের হওয়া স্পিচ অফেনস-সম্পর্কিত (মুক্তমত প্রকাশের কারণে) মামলাগুলো প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। সরকারের এমন সিদ্ধান্ত দ্রুত কার্যকরের দাবি জানিয়েছেন সাইবার মামলার আইনজ্ঞরা।

সাইবার অপরাধের বিচারের জন্য ২০০৬ সালে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার তথ্য, যোগাযোগপ্রযুক্তি আইন (আইসিটি) আইন করে। এই আইনের মামলার বিচারের জন্য সাত বছর পর ২০১৩ সালে ঢাকায় সাইবার ট্রাইব্যুনাল গঠন করে আওয়ামী লীগ সরকার। আইসিটি আইনের ৫৭ ধারার অপব্যবহার নিয়ে সোচ্চার ছিলেন গণমাধ্যম, মানবাধিকার সংগঠনসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। এরপর ২০১৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকার আইসিটি আইনের ৫৭ ধারাসহ চারটি ধারা বাতিল করে। ওই বছরই ডিজিটাল নিরাপত্তা পাস করে সরকার। এই আইনেরও অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে এটি বাতিলের দাবি ওঠে। ২০২৩ সালে আবার এই আইন বাতিল করে সাইবার নিরাপত্তা আইন করে বিগত সরকার।

মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) চেয়ারপারসন ও সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী জেড আই খান পান্না *প্রথম আলো*কে

সাইবার অপরাধের মোট মামলা
৫,৮১৮টি

স্পিচ অফেন্স-সম্পর্কিত মামলা
১,৩৪০টি

> যে আইন মতপ্রকাশের স্বাধীনতাসহ মানুষের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করে, সেই আইন সংস্কার নয়, বাতিল করা উচিত।
>
> **জেড আই খান পান্না**, সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী

বলেন, সাইবার নিরাপত্তা আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এবং আইসিটি আইনের অনেক ধারা সংবিধানের চেতনার সঙ্গে সাংঘর্ষিক। যে আইন মতপ্রকাশের স্বাধীনতাসহ মানুষের মৌলিক অধিকার ক্ষুণ্ন করে, সেই আইন সংস্কার নয়, বাতিল করা উচিত।

আইনজীবী জেড আই খান পান্না বলেন, কেবল মতপ্রকাশের কারণে শেখ হাসিনা সরকারের আমলে যাঁদের মামলা দিয়ে হয়রানি করা হয়েছিল, সেসব মামলা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত দ্রুত কার্যকর করা উচিত।

আইন মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তির তথ্য অনুযায়ী, আইসিটি, ডিজিটাল ও সাইবার নিরাপত্তা আইনে গত আগস্ট পর্যন্ত দেশের ৮টি সাইবার ট্রাইব্যুনালে মোট ৫ হাজার ৮১৮টি মামলা চলমান। এর মধ্যে স্পিচ অফেন্স-সম্পর্কিত মামলা মোট ১ হাজার ৩৪০টি। এর মধ্যে তদন্ত চলছে ৪৬১টির। আর ঢাকাসহ দেশের আটটি ট্রাইব্যুনালে ৮৭৯টি মামলার বিচার চলমান।

প্রথম আলোর অনুসন্ধানে জানা গেছে, গত ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঢাকার সাইবার ট্রাইব্যুনালে মোট ১ হাজার ৭১৭টি মামলা বিচারাধীন। এর মধ্যে স্পিচ-সংক্রান্ত মামলার সংখ্যা ৬৪। বিচারাধীন এমন অন্তত ২৫টি মামলার তথ্য পর্যালোচনায় দেখা গেছে, বঙ্গবন্ধু, সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, সাবেক সংসদ সদস্য, আওয়ামী লীগ ও পুলিশ সদস্যদের কটূক্তির জেরে আইসিটি আইনের ৫৭ ধারা, ডিজিটাল ও সাইবার নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়েছিল।

গত এপ্রিলে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর গভর্ন্যান্স স্টাডিজের (সিজিএস) এক প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, ২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে ২০২৩ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সারা দেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে ৪ হাজার ৫২০ জনকে আসামি করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয় ১ হাজার ৫৪৯ জনকে। আসামিদের ৩২ শতাংশের বেশি রাজনীতিবিদ, ২৯ দশমিক ৪০ শতাংশ সাংবাদিক। অভিযোগকারীর প্রায় ৭৮ শতাংশই আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। সাংবাদিকেরা প্রতিবেদন প্রকাশের জন্য সবচেয়ে বেশি আসামি হয়েছেন; আর সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মানহানির অভিযোগে মামলা হয়েছিল ১৯০টি। এসব মামলার বাদী আওয়ামী লীগের সমর্থকেরা। একই অভিযোগে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাও মামলা করেছিলেন।

মামলার খড়্গ মাথায় নিয়ে দিন কাটছে তাঁদের

ফেসবুকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে কটূক্তি করার অভিযোগে ওয়ার্কশপের কর্মচারী মোনায়েম ভূঁইয়ার (২৭) বিরুদ্ধে যাত্রাবাড়ী থানায় ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা হয়। ওই মামলায় ২০২১ সালের ২৫ এপ্রিল গ্রেপ্তার হন মোনায়েম। এরপর ওই বছরের ১৪ আগস্ট তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়। আর ১০ মাস কারাভোগের পর ২০২২ সালের ৩০ জানুয়ারি তিনি কারামুক্ত হন। এরপর ২০২২ সালের ১৫ জুন মোনায়েমের বিচার শুরু হয়। মাসের পর মাস তিনি আদালতে হাজিরা দিয়ে চলেছেন; কিন্তু সাক্ষী আনতে ব্যর্থ হয়েছে রাষ্ট্রপক্ষ। সর্বশেষ মামলার সাক্ষ্য গ্রহণের শুনানির তারিখ ছিল গত ২ সেপ্টেম্বর। মোনায়েমের আইনজীবী আমিনুর ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, একটা দরিদ্র পরিবারের সন্তান মোনায়েম। সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে নিয়ে কটূক্তির কারণে তাঁকে রিমান্ডে যেতে হয়েছে। নিম্ন আদালতে তাঁর জামিন আবেদন বারবার নাকচ হয়েছে।

মোনায়েমের কৃষক বাবা শুক্কুর আলী ভূঁইয়া *প্রথম আলো*কে বলেন, 'ছেলেকে ধরে নেওয়ার পর থেকে আমরা থানা-আদালত চিনেছি। জামিন করানোর জন্য উকিলের পেছনে অনেক টাকা গেছে। এখনো মামলা ঝুলছে।'

ফেসবুকে সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানসহ কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতার ব্যঙ্গাত্মক ছবি প্রকাশের অভিযোগে আইসিটি আইনের ৫৭ ধারায় ২০১৭ সালের ১২ জুন আশুলিয়ার রাজমিস্ত্রি হাসান আলীকে (৪৫) গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তাঁর বিরুদ্ধে ওই বছরের ৩১ জুলাই আদালতে অভিযোগপত্র জমা দেওয়া হয়। ২০১৮ সালের ৯ জানুয়ারি অভিযোগ গঠন করেন আদালত। ছয় বছরেও একজন সাক্ষীকেও আদালতে হাজির করতে পারেনি রাষ্ট্রপক্ষ। বছরের পর বছর আদালতে হাজিরা দিয়ে চলেছেন এই রাজমিস্ত্রি।

হাসান আলীর আইনজীবী মাসুদ খান *প্রথম আলো*কে জানান, বিতর্কিত ৫৭ ধারা বহু আগে বাতিল হয়েছে; কিন্তু সেই ৫৭ ধারার মামলায় হাজিরা দিয়ে চলেছেন তাঁর মক্কেল। মাসুদ খান আশা করেন, আদালত থেকে ন্যায়বিচার পাবেন হাসান আলী।

সাবেক জেলা ও দায়রা জজ সাইফুজ্জামান হিরো *প্রথম আলো*কে বলেন, বিরোধী মতকে স্তব্ধ করে দিতে শেখ হাসিনার সরকার আইসিটি আইন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ও সাইবার নিরাপত্তা আইনকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছে। সংবিধান পরিপন্থী এসব আইনের জাঁতাকলে বিগত ১৫ বছরে কয়েক হাজার রাজনৈতিক কর্মী, সাংবাদিক, শিক্ষক, ছাত্র, রাজমিস্ত্রিসহ নানা পেশার মানুষ অমানবিক ঘটনার মুখোমুখি হয়েছেন। মতপ্রকাশের জন্য যাঁরা মামলার মুখোমুখি হয়েছেন, তাঁদের অবিলম্বে রেহাই দেওয়া উচিত বলে মত দেন সাবেক এই বিচারক।

সাইফুজ্জামান হিরো বলেন, কেবল মতপ্রকাশের জন্য মানুষকে মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করা, রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতন করা কিংবা বছরের পর বছর মামলায় হাজিরা দেওয়ার ঘটনা চরম অমানবিক। মতপ্রকাশের পরিপন্থী সাইবার নিরাপত্তা আইনটি পুরোপুরি বাতিল করা উচিত।

রাজধানীর মোহাম্মদপুর

যৌথ বাহিনীর পরিচয়ে ৭৫ লাখ টাকা ও ৭০ ভরি সোনা লুট, মামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে গভীর রাতে আবু বকর নামের এক ব্যবসায়ীর বাসায় ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ বলেছে, যৌথ বাহিনীর পরিচয় দিয়ে ডাকাতেরা বাসায় ঢুকে ডাকাতি করে। এ সময় ৭৫ লাখ টাকা ও ৭০ ভরি সোনা লুট করা হয়েছে। ঘটনাস্থলের সিসিটিভির ফুটেজ জব্দ করেছে পুলিশ।

এ ঘটনায় আবু বকর বাদী হয়ে গতকাল শনিবার রাতে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করেছেন।

ঢাকা মহানগর পুলিশের মোহাম্মদপুর জোনের সহকারী কমিশনার (এসি) মাসুদ রানা *প্রথম আলো*কে বলেন, গত শুক্রবার দিবাগত রাত সাড়ে তিনটার পর মোহাম্মদপুরের তিন রাস্তার মোড় বেড়িবাঁধ এলাকায় ব্যবসায়ী আবু বকরের বাসায় ডাকাতি হয়। ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী ও আশপাশের লোকজনের সঙ্গে কথা বলে এবং সিসিটিভির ফুটেজ বিশ্লেষণ করে তাঁরা জানতে পারেন, যৌথ বাহিনীর অভিযানের কথা বলে একদল লোক সেনাবাহিনী ও র‍্যাবের পোশাক পরে আবু বকরের বাসায় প্রবেশ করে। প্রত্যেকের মুখোশ পরা ছিল।

সহকারী কমিশনার মাসুদ রানা জানান, মাত্র ৪০ মিনিটে আবু বকরের বাসা থেকে ৭৫ লাখ টাকা ও ৭০ ভরি সোনা লুট করে নেয় ডাকাতেরা।

আবু বকর জমি ও ইট-বালু কেনাবেচার ব্যবসা করেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ আরও জানায়, ডাকাতিতে ২০ থেকে ৩০ জন অংশ নেয়। তারা গাড়িতে করে আসে। ডাকাতির পর তারা আবার গাড়িতে করেই চলে যায়। ডাকাতির খবর পেয়ে ওই রাতেই মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে যায়। এর কিছুক্ষণ আগে ডাকাত দল পালিয়ে যায়। ডাকাতির ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। থানা-পুলিশের পাশাপাশি ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ও র‍্যাব পৃথকভাবে তদন্ত করছে।

জানতে চাইলে র‍্যাবের আইন ও গণমাধ্যম শাখার পরিচালক লে. কর্নেল মুনীম ফেরদৌস গতকাল রাতে মুঠোফোনে *প্রথম আলো*কে বলেন, সেনাবাহিনী ও র‍্যাবের পোশাক পরে মোহাম্মদপুরের ব্যবসায়ীর বাসায় ডাকাতির ঘটনায় যারা জড়িত, তাদের কয়েকজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। তাদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে বিচারের মুখোমুখি করা হবে। কেউ ছাড় পাবে না।

আবু বকরের বাড়িতে ডাকাতির ঘটনায় মামলা হয়েছে। মামলার বাদী ভুক্তভোগী ব্যবসায়ী আবু বকর *প্রথম আলো*কে বলেন, 'হঠাৎ গভীর রাতে সেনাবাহিনীর পোশাক পরা কয়েকজন লোক আমার বাসায় আসেন। পরে আমাকে তাঁরা বলেন, আমার কাছে অস্ত্র আছে। তখন আমি বলি, অস্ত্র নেই। অস্ত্র থানায় জমা দিয়েছি।' তখন সেনাবাহিনী ও র‍্যাবের পোশাক পরা ডাকাতরা আমার বাসা থেকে নগদ ৭৫ লাখ টাকা ও ৭০ ভরি স্বর্ণ লুট করে নিয়ে গেছে।'

মোহাম্মদপুর থানার পরিদর্শক (তদন্ত) হাফিজুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, সিসিটিভির বেশ কিছু ফুটেজ জব্দ করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।

পাঠকের লেখা-৪০

প্রিয় পাঠক, *প্রথম আলোয়* নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে আপনাদের লেখা। আপনিও পাঠান। গল্প-কবিতা নয়, বাস্তব অভিজ্ঞতা। আপনার নিজের জীবনের বা চোখে দেখা সত্যিকারের গল্প; আনন্দ বা সফলতায় ভরা কিংবা মানবিক, ইতিবাচক বা অভাবনীয় সব ঘটনা। শব্দসংখ্যা সর্বোচ্চ ৬০০। দেশে থাকুন কি বিদেশে; নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বরসহ পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় : readers@prothomalo.com

অলংকরণ : **এস এম রাকিবুর রহমান**

মানুষ চেনা দায়

মোবিন-উল-হক, *পূর্ব শেওড়াপাড়া, জামতলা মসজিদ মোড়, কাফরুল, ঢাকা*

বেশ কিছুদিন আগে ঢাকার আশুলিয়ায় এক নিকটাত্মীয়ের বাসায় রাতের বেলায় গিয়েছিলাম দাওয়াত খেতে। আরও অভিন্ন বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন থাকায় দাওয়াতটা মজলিশে পরিণত হয়েছিল।

খাওয়াদাওয়ার পর চা-পান, তাম্বূল সেবন এবং জম্পেশ আড্ডা। সময়টাও হারিয়ে গিয়েছিল কাকলিমুখর পরিবেশে।

রাত যখন বেশ গভীর, তখনই সবাই সংবিৎ ফিরে পেল। বাড়ি ফিরতে হবে। রাত সাড়ে ১২টায় সবাই যার যার বসতবাড়িতে ফেরার জন্য রওনা দিল।

আমি স্বচালিত শকটে সাভারের কাছাকাছি আসার পর পেছনের একটি চাকা ফটাস করে হাওয়াশূন্য হলো।

টুলবক্স থেকে জ্যাক-হাতুড়ি বের করে স্পেয়ার চাকা লাগাতে গিয়ে দেখি, সেটির অবস্থা ভালো নয়। আমি এমনিতে ঘর্মাক্ত থাকি। ঘুটঘুটে অন্ধকারে স্নায়ুর চাপ বাড়লেও নড়বড়ে স্পেয়ার চাকাটা লাগিয়েই গন্তব্যে পৌঁছাব—এমন সিদ্ধান্ত যখন নিলাম, তখন দুজন ধূমপানরত তরুণ এসে বলল, কী হয়েছে স্যার? বললাম, এই অবস্থা। ওরা নির্দ্বিধায় বলল, 'আপনার মূল চাকা ও স্পেয়ার চাকা, দুটিই নিয়ে যাচ্ছি; আধঘণ্টার মধ্যেই ঠিক করে আনব।'

আমি অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ভাবলাম, চাকা দুটিই গেল আরকি। প্রাণটা তো বাঁচল!

জনমানবশূন্য নিশীথে আয়াতুল কুরসি পড়ে বিপদমুক্ত হতে চাইছি।

২০ মিনিট পর গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে মানুষের ছায়া দেখতে পেলাম। শঙ্কিত হয়ে ভাবলাম, এবার গাড়িসহ আমাকে গায়েব করে ফেলা হবে।

ছায়াযুক্ত মানবকায়া কাছে আসার পর দেখলাম, ওই দুই তরুণ। বলল, আর ১৫ মিনিট পর মেরামতযুক্ত আপনার চাকা দুটো আসবে।

আমি ভয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলছি না দেখে ওরা বলল, নির্ভয়ে থাকুন।

ছেলে দুটোর বয়স আন্দাজ করার চেষ্টা করছিলাম। ২৫ বছরের কাছাকাছি হবে। কাপড়চোপড় বেশ সাধারণ। কথাবার্তায়ও তা-ই।

হাওয়াযুক্ত দুটি চাকা এল ওদের পরিচিত দোকান থেকে কর্মচারীর মাধ্যমে। মূল চাকাটি কর্মচারী তার দক্ষ হাতে লাগিয়ে টুলবক্সসহ স্পেয়ার চাকাটি আমার শকটের পেছনে সযত্নে রেখে বলল, 'এবার স্যার আপনি নিশ্চিন্ত মনে বাসায় যান।'

আমি দোকানের কর্মচারীকে বকশিশসহ এক হাজার টাকা এবং আমাকে বিপদমুক্তকারী দুই তরুণকে দুই হাজার টাকা দিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি; ঠিক ওই সময় দুই তরুণ তাদের দেওয়া দুই হাজার টাকা এবং দোকানের কর্মচারীকে দেওয়া এক হাজার টাকা আমার পকেটে জোর করে ঢুকিয়ে দিয়ে বলল, 'রাত প্রায় শেষ, আপনি যান। দোকানের টাকা আমরা দিয়েছি এবং আমরা আপনার মতো একজন মুরব্বিকে বিপদের সময় সহযোগিতা করতে পেরেছি, এতেই ধন্য।'

আমি তাদের নাম জিজ্ঞেস করায় বলল, 'আপনাকে নাম বললে আপনি হয়তো গণমাধ্যমে কাহিনি তুলে ধরবেন এবং আমাদের সঙ্গে আবার যোগাযোগের চেষ্টা করবেন।' তাদের কথায় আমি রীতিমতো হতবাক হলাম। এরপর তারা অন্ধকারে মিশে গেল।

আমি একরাশ বিস্ময় নিয়ে গাড়ি চালিয়ে ঢাকায় আমার পূর্ব শেওড়াপাড়ার বাসার দিকে রওনা হলাম।

১০ হাজারের বেশি ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত

তিন জেলায় বন্যা

বন্যা পরিস্থিতির আরও উন্নতি। তবে অনেকে এখনো পানিবন্দী হয়ে আছে। অনেকে গৃহহীন।

প্রথম আলো ডেস্ক

গত ৩০ বছরে এ রকম পাহাড়ি ঢল দেখেননি মো. হারেজ মিয়া। তিনি শেরপুরের ঝিনাইগাতী সদর ইউনিয়নের বাসিন্দা। হারেজ মিয়া বলেন, 'কোনো কিছু বুইঝা ওঠার আগেই পানি আমার তিনটা ঘর ভাসাইয়া নিয়া যায়। এলাকার কয়েকজন আমগরে উদ্ধার কইরা দীঘিরপাড় মাদ্রাসায় নিয়া আসে। ঘরবাড়ি ভাইঙ্গা যাওয়ায় চরম কষ্টের মধ্যে দিয়া দিন কাটাইতাছি।'

গত সপ্তাহে দেখা দেওয়া হঠাৎ বন্যায় হারেজ মিয়ার মতোই চরম দুর্দশার মধ্যে পড়েছে শেরপুর, ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনার অনেক এলাকার বাসিন্দা। বন্যায় এই তিন জেলায় প্রাথমিকভাবে ১০ হাজারের বেশি ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। কয়েক দিন ধরে বন্যার পানি কমতে থাকায় ক্ষয়ক্ষতির এসব চিত্র সামনে আসা শুরু করেছে।

সর্বশেষ খবর অনুযায়ী, গতকাল শনিবার তিন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির আরও উন্নতি হয়েছে। শেরপুরের ঝিনাইগাতী, শ্রীবরদী, শেরপুর সদর ও নকলা উপজেলার ২০ ইউনিয়নের বন্যার পানি নিম্নাঞ্চলে সরে যাচ্ছে। ময়মনসিংহ ও নেত্রকোনায়ও বন্যার পানি কমছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

দুই উপজেলায় ক্ষতিগ্রস্ত ৭ হাজার ঘরবাড়ি

৩ অক্টোবর রাতে ভারী বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের পানিতে শেরপুরের পাঁচ উপজেলার বিভিন্ন এলাকা প্লাবিত হয়। স্থানীয় উপজেলা প্রশাসনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, বন্যায় ঝিনাইগাতী উপজেলার প্রায় দেড় হাজার এবং নালিতাবাড়ীর ৫ হাজার ৬৪৭টি ঘরবাড়ি পুরোপুরি বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে সেখানে গৃহহীন হয়ে পড়েছেন প্রায় ১১ হাজার মানুষ।

ধীরগতিতে কমছে বন্যার পানি। ময়মনসিংহের ধোবাউড়া উপজেলার গোয়াতলা ইউনিয়নের একটি গ্রামে বাড়ির পানি কমে ভিটা থেকে উঠানে নেমেছে। গতকাল সকালে। ছবি : প্রথম আলো

বন্যায় শেরপুরের পাঁচ উপজেলায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অবকাঠামোও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, শেরপুরে ৭৪১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে বন্যাকবলিত হয় ৩০১টি। বন্ধ ঘোষণা করা হয় ২৪২টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ ছাড়া মাধ্যমিক ও কলেজ পর্যায়ের ৮৫টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে।

ময়মনসিংহে ক্ষতিগ্রস্ত ২ লাখ মানুষ

বন্যায় ময়মনসিংহের ধোবাউড়া, হালুয়াঘাট ও ফুলপুর উপজেলায় ১ লাখ ৯৭ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মধ্যে অনেকে বসভিটা হারিয়েছে। শুধু ফুলপুরের পাঁচটি ইউনিয়নে প্রায় ১ হাজার বাড়ি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত ও ১ হাজার ৫০০ বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

ফুলপুর উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা আশীষ কর্মকার বলেন, বন্যায় এই উপজেলায় প্রায় আড়াই হাজার ঘরবাড়ি সম্পূর্ণ বা আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। রোববার (আজ) থেকে মাঠপর্যায়ে পরিদর্শন করে ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়ির প্রকৃত সংখ্যা যাচাই করে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হবে।

জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা ছানোয়ার হোসেন *প্রথম আলো*কে বলেন, বন্যায় তিন উপজেলায় ১ লাখ ৯৭ হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের তথ্য সংগ্রহে কাজ শুরু হয়েছে। তাদের পুনর্বাসনের জন্য পরে উদ্যোগ নেওয়া হবে।

অধিকাংশ ঘরবাড়িতে এখনো পানি

নেত্রকোনার পাঁচটি উপজেলায় ৬ অক্টোবর বন্যা শুরু হয়। এতে অন্তত ২৫টি ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের ঘরবাড়িতে পানি ওঠে। বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও উপদ্রুত এলাকার অধিকাংশ বাড়িঘরে এখনো পানি। স্থানীয় প্রশাসন জানিয়েছে, গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত ৫২টি গ্রামে অন্তত ৩১৬টি ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

জেলা প্রশাসক বনানী বিশ্বাস বলেন, 'কতগুলো বাড়িঘর বিধ্বস্ত বা ক্ষতি হয়েছে, তা পানি সম্পূর্ণ নেমে গেলে সঠিক বলা যাবে। এ পর্যন্ত ৫২টি গ্রামের ৩১৬টি ঘরবাড়ির ক্ষতির তথ্য পেয়েছি।'

ভারতে পালানোর সময় সংসদ সচিবালয়ের যুগ্ম সচিব আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ব্রাহ্মণবাড়িয়া*

ভারতে পালানোর সময় জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের যুগ্ম সচিব এ কে এম জি কিবরিয়া মজুমদারকে আটক করেছে বিজিবি। গতকাল শনিবার দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবা সীমান্তের পুটিয়া এলাকা থেকে তাঁকে আটক করা হয়। বিজিবির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, গতকাল দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে কসবা উপজেলা সীমান্তের পুটিয়া এলাকায় ঘোরাফেরা করছিলেন এ কে এম জি কিবরিয়া মজুমদার। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সুলতানপুর ব্যাটালিয়নের (৬০ বিজিবি) আওতাধীন কসবা সালদা নদীর বিওপির টহল দল বিষয়টি জানতে পারে। বিজিবির সদস্যরা আন্তর্জাতিক সীমান্তরেখা সীমান্ত পিলার ২০৫০/৮ থেকে ৫০ গজ বাংলাদেশের ভেতর থেকে তাঁকে আটক করেন। জিজ্ঞাসাবাদে জাকারিয়া মজুমদার জানিয়েছেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় বিভিন্ন অপরাধমূলক কার্যকলাপের সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্টতা ছিল। তারই পরিপ্রেক্ষিতে তিনি ভারতে অনুপ্রবেশের জন্য কসবা সীমান্তে যান।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

১২ অক্টোবর, ২০২৪
২৭ আশ্বিন, ১৪৩১
০৮ রবিউস সানি, ১৪৪৬

☑ 'আলো ও ছায়া' কাব্যগ্রন্থের রচয়িতার নাম কী?

উত্তর: কামিনী রায়। (জন্ম: ১২ অক্টোবর, ১৮৬৪)

☑ আজ বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কততম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী?

উত্তর: ১৬তম। (প্রতিষ্ঠিত: ১২ অক্টোবর, ২০০৮)

☑ ২০২২-২৩ অর্থবছরে দেশে কী পরিমাণ ইলিশ আহরণ করা হয়?

উত্তর: ৫ লাখ ৭১ হাজার ৩৪২ টন।

☑ ২০২৩-২৪ অর্থবছরে দেশের কী পরিমাণ চাল উৎপাদন হয়েছে?

উত্তর: ৪ কোটি ১০ লাখ টন।

☑ 'বিশ্ব দৃষ্টি দিবস' পালিত হয় কবে?

উত্তর: অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার।

☑ ২০২৪ সালে শান্তিতে নোবেল পাওয়া 'নিহন হিদানকায়ো' কোন দেশভিত্তিক সংগঠন?

উত্তর: জাপান।

☑ শান্তিতে নোবেল পাওয়া 'নিহন হিদানকায়ো' সংগঠনটি প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?

উত্তর: ১৯৫৬ সালে।

☑ স্বয়ংক্রিয়ভাবে চলতে সক্ষম রোবোট্যাক্সি ও রোবোভ্যান উন্মোচন করে কোন প্রতিষ্ঠান?

উত্তর: টেসলা।

১২ অক্টোবর
আজকের এই দিনে

বাংলাদেশ

১৮৬৪	বাঙালি কবি কামিনী রায় জন্মগ্রহণ করেন।
১৯৭২	বাংলাদেশের সংবিধান সর্বপ্রথম গণপরিষদে উত্থাপন হয়।
২০০৮	রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়।

এছাড়াও এইদিনে আন্তর্জাতিক যেসব ঘটনা সংগঠিত হয়েছিল

১৯৬৮	ঘানা স্পেন থেকে থেকে স্বাধীনতা অর্জন করে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস

- ১২ অক্টোবর, বিশ্ব আর্থ্রাইটিস দিবস।
- ১২ অক্টোবর, বিশ্ব চক্ষু দিবস।

নোবেল পুরস্কার-২০২৪

পদার্থবিজ্ঞান

জন হোপফিল্ড
যুক্তরাষ্ট্র

জিওফ্রে হিন্টন
কানাডা

অবদান

কৃত্রিম নিউরাল নেটওয়ার্কের সাহায্যে 'মেশিন লার্নিং'কে সক্ষম করে এমন মৌল আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের জন্য তাদের নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়।

রসায়ন

ডেভিড বেকার
যুক্তরাষ্ট্র

ডেমিস হ্যাসাবিস
যুক্তরাষ্ট্র

জন এম জাম্পার
যুক্তরাষ্ট্র

অবদান

কম্পিউটেশনাল প্রোটিন ডিজাইন ও প্রোটিনের গঠন অনুমানের জন্য তাঁদের এ পুরস্কার দেওয়া হয়। তাঁদের এ কাজ দেহের রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা, গঠন ইত্যাদি বোঝার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

চিকিৎসা শাস্ত্র

ভিক্টর অ্যামব্রোস
যুক্তরাষ্ট্র

গ্যারি রুভকুন
যুক্তরাষ্ট্র

অবদান

মাইক্রোআরএনএ আবিষ্কার ও জিন নিয়ন্ত্রণে ট্রান্সক্রিপশন পরবর্তী ভূমিকাবিষয়ক গবেষণার জন্য তাঁদের এ পুরস্কার দেওয়া হয়। তাঁদের এ কাজ কোনো প্রাণীর দেহ গঠন ও কাজ কীভাবে করে, তা বুঝতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

সাহিত্য

হান কাং
দক্ষিণ কোরিয়া

অবদান

হান কাংয়ের গদ্য তীক্ষ্ণ ও কাব্যময়। তাতে ইতিহাসের যন্ত্রণাবিদ্ধ বিষয়ের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে বোঝাপড়ার প্রচেষ্টা আছে। তাঁর গদ্যে আছে মানবজীবনের ভঙ্গুরতার কথাও।

শান্তি

নিহন হিদানকায়ো
জাপানি সংস্থা

অবদান

পরমাণু অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব অর্জনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা জন্য ও ভুক্তভোগীদের সাক্ষ্যের মাধ্যমে পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের সংগঠনটিকে এই পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

IMF এর তথ্য মতে বিশ্বের ৩৫তম শক্তিশালী অর্থনীতি বাংলাদেশের - ২০২৪

বিশ্বের শক্তিশালী অর্থনীতির দেশগুলোর তালিকা প্রকাশ করেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। এ তালিকার প্রথম ৫টি দেশের মধ্যে ৩টিই এশিয়ার। শক্তিশালী অর্থনীতির এ তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ৩৫তম।

প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে এ বছর বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৫ দশমিক ৭ শতাংশ, যা আগের বছর ছিল ৬.০ শতাংশ।। মোট জিডিপি ৪৫৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আর মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৬৪৬ মার্কিন ডলার।

আইএমএফের বিচারে এই মুহূর্তে বিশ্বের সবচেয়ে বড় শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্র। এ বছর দেশটির জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ২ দশমিক ৭ শতাংশ। আর জিডিপি ২৮ দশমিক ৭৮ ট্রিলিয়ন ডলার। দেশটির জনগণের মাথাপিছু আয় ৮৫ হাজার ডলার।

তালিকার দ্বিতীয় স্থানে আছে চীন। তাদের বার্ষিক জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার এ বছর ৪.৬ শতাংশ।

আজকের

সংবাদপত্র থেকে MCQ

১. কোন ক্ষেত্রে অবদান রাখার স্বীকৃতিস্বরূপ এই বছরের 'নোবেল শান্তি পুরস্কার' দেয়া হয়েছে?

ক. রাসায়নিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা
খ. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায়
গ. ক্ষুধা নিরসনের প্রচেষ্টায়
ঘ. পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

BCS & Other
• Job Preparation •
আমাদের চ্যানেল খুজে পেতে টেলিগ্রামে সার্চ করুন
BCS_47th লিখে
টেলিগ্রাম লিংকঃ https://telegram.me/bcs_47th

২. কোন সংস্থাটি ২০২৪ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার পেয়েছে?

ক. মেমোরিয়াল　　খ. ডক্টরস উইদাউট বর্ডারস
গ. নিহোন্ হিদানকিয়ো　　ঘ. ইউএনএইচসিআর

৩. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন পারমাণবিক বোমা হামলার শিকার মানুষেরা জাপানে কী নামে পরিচিত?

ক. হিগাইশা　　খ. হিবাকুশা
গ. হিরোইশা　　ঘ. তানিগুচি

৪. যুক্তরাষ্ট্র কখন জাপানে পারমাণবিক বোমা ফেলেছিল?

ক. ১৯৪৪ সালে　　খ. ১৯৪৫ সালে
গ. ১৯৪৬ সালে　　ঘ. ১৯৫৫ সালে

৫. 'এনএইচকে' কোন দেশভিত্তিক সংবাদমাধ্যম?

ক. জাপান　　খ. নরওয়ে
গ. জার্মানি　　ঘ. রাশিয়া

৬. 'জনৈক বঙ্গমহিলা' ছদ্মনামে লেখালেখি করতেন কোন সাহিত্যিক?

ক. কামিনী রায়　　খ. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
গ. সুফিয়া কামাল　　ঘ. বেগম রোকেয়া

৭. 'এডেন' কোন দেশের সমুদ্র বন্দর?

ক. সিরিয়া　　খ. ইয়েমেন
গ. মিশর　　ঘ. অস্ট্রেলিয়া

৮. যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বাংলাদেশের অবস্থান কততম?

ক. প্রথম　　খ. দ্বিতীয়
গ. তৃতীয়　　ঘ. পঞ্চম

৯. ক্রিস্টোফার কলম্বাস কোন দেশের অভিযাত্রিক?

ক. ইতালি　　খ. পর্তুগাল
গ. স্পেন　　ঘ. নেদারল্যান্ডস

১০. 'পরার্থে' ও 'সুখ' কবিতাগুলোর রচয়িতা কে?

ক. কুসুমকুমারী দাশ　　খ. মদনমোহন তর্কালঙ্কার
গ. গোলাম মোস্তফা　　ঘ. কামিনী রায়

সঠিক উত্তর:

১. ঘ	২. গ	৩. খ	৪. খ	৫. ক	৬. ক	৭. খ	৮. গ	৯. ক	১০. ঘ

জন্মদিনে
বিনম্র শ্রদ্ধা

কামিনী রায়

১২ অক্টোবর

পরিচিতি

জন্ম: ১৮৬৪ সালের ১২ অক্টোবর বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন।

পরিচয়: পিতা ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক চণ্ডীচরণ সেন। তাঁর কবিতায় নারীহৃদয়ের অনুভূতির সার্থক প্রকাশ ঘটেছে। তিনি তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের প্রথম মহিলা স্নাতক ডিগ্রীধারী ব্যক্তিত্ব। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'আলো ও ছায়া'। 'অশোক সঙ্গীত' তাঁর সনেট সংগ্রহ।

তাঁর বিখ্যাত উক্তি – 'সকলের তরে সকলে আমরা/ প্রত্যেকে আমরা পরের তরে।'

উপাধি: জনৈক বঙ্গমহিলা।

পুরস্কার: তিনি ১৯২৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জগত্তারিণী পদক লাভ করেন।

মৃত্যু: কামিনী রায় ১৯৩৩ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর মৃত্যুবরণ করেন।

সাহিত্যকর্ম

উপন্যাস

আলো ও ছায়া (১৮৮৯)	অশোক সঙ্গীত (১৯১৪)
নির্মাল্য (১৮৯১)	অম্বা (১৯১৫)
মাল্য ও নির্মাল্য (১৯১৩)	দীপ ও ধূপ (১৯২৯)
পৌরাণিকী (১৮৯৭)	জীবনপথে (১৯৩০)

কবিতা

পরার্থে, সুখ,
পাছে লোকে কিছু বলে

নাটক

সতিমা (১৯১৬)